পুণ্য-পুঁথি

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

অবতরণিকা

সে অনেক দিনের কথা। তিন যুগ হ'য়ে গেল। ১৩২০ সাল। শ্রীশ্রীঠাকুরের বয়স হবে তখন চব্বিশ–পঁচিশ। যৌবনের জোয়ারে জীবন তাঁর কানায়–কানায় ভরা—উচ্ছল জীবনের উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্য্যে তখন থেকেই তিনি মানুষকে স্বাস্থ্য দান করতেন, জীবন দান করতেন—ডাক্তারী করতেন তিনি। ডাক্তারী তিনি চিরদিনই করতেন—এখনও করেন শরীরের—মনেরও!

কত রুগ্ন স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে তাঁর হাতে, কত লোক প্রাণ পেয়েছে, মরা–মানুষও সেদিন তাঁর অমৃতস্পর্শে জীবন্ত হ'য়ে উঠল—এ স্বপ্ন নয়, কাহিনী নয়—এই ছিল বাস্তব সেদিন! আমরাও দেখেছি,—খুব বেশী দিনের কথা নয়—পাবনা সৎসঙ্গ–আশ্রমে তার পূর্ব্বে বহু বৎসর ধ'রে কেউই মরতে পারেনি—প্রথম যখন কানাই নামে একটি যুবক মারা গেল, তখন এই যুবকটির অকাল মৃত্যুর জন্য আশ্রমবাসী অনেকেরই কাছে আমাদের জবাবদিহি দিতে হ'য়েছিল—এই বিংশ শতাব্দীতেও! শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে কত যক্ষ্মারোগী, কত মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত সেরে গেল, সুস্থ হল, প্রাণ পেল—এইটাই সবাই দেখে আসছিল—কিন্তু এর আগে আর মরেনি কেউ! কত–কত ভগ্নহৃদয়ের পাষাণচাপা বুকে আশার বিদ্যুদ্‌ভরা হাসি ফুটে উঠত, কত অশান্ত মন শান্ত হ'ল তাঁর অমিয় স্পর্শে সেদিন—কত মা ছেলে পেল, কত ছেলে মা পেল, কত স্ত্রী স্বামী ফিরে পেল সেদিন—বাংলার ইতিহাসের সে এক দৈবী মুহূর্ত্ত!

নিভৃত পল্লীর নিরালায় বাংলার মরা গাঙ্গে জীবনের জোয়ার এনেছিলেন তিনি সেদিন—বহির্মুখী কোন উত্তেজনাময় কর্ম্ম সৃষ্টি ক'রে নয়—নিজ জীবনের ঐশ্বর্য্যে, ব্যক্তিগত দৈবী অনুভব–সম্পদে সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে সুস্থ, স্বস্থ, উচ্ছল করে' এক অলৌকিক স্বর্গীয় আন্দোলন অমরার পারিজাতের মত ফুটে উঠেছিল সেদিন এ মরধামে! বাংলার পল্লীমায়ের হৃৎস্পন্দন তিনি ফিরিয়ে এনেছিলেন তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবনের অপূর্ব্ব সাধনায়—অলৌকিক

দৈবীপ্রতিভায়। সমগ্র পারিপার্শ্বিককে মোহন তড়িৎ–স্পর্শে বিদ্যুৎময় ক'রে অমৃতমাধুর্য্যমাখান যে প্রচণ্ড ঘূর্ণীর সৃষ্টি ক'রেছিলেন সেদিন, তা' পদ্মাতীরের ফাগুনে হামালেরই মত কীর্ত্তনে, নৃত্যে, বাদ্যে, আলিঙ্গনে, চুম্বনে, আলোচনায়, উচ্ছ্বাসে, আনন্দে, প্রসাদবিতরণে, ভোজে, মৃতপ্রায়–শুষ্কপ্রাণ বাংলার নরনারীকে পাকে–পাকে ফেলে' মথিত, চলন্ত, উৎক্ষিপ্ত, বিপর্য্যস্ত, জীবন্ত, বিদ্যুৎময় ক'রে তুলত—জীবনের সে উচ্ছ্বসিত হামাল বাংলার উত্তাল পদ্মাতীরে যে একবার দেখেছে, সে আর তা' জীবনে ভুলতে পারেনি! এপার–ওপার, পাবনা–কুষ্টিয়া সে জীবন–প্লাবনে থম্ থম্ ক'রে উঠেছিল, উথলে উঠেছিল—'পাবনা ডুবু–ডুবু কুষ্টে ভেসে যায়,'—পাবনা–কুষ্টিয়ার সেদিনের বিশিষ্ট–অবিশিষ্ট সর্ব্বজনের কাছে এ–কথা চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে! জনসাধারণ—আবাল–বৃদ্ধ–বনিতা নামের নবীন উন্মাদনায় সেদিন আত্মহারা হ'য়ে 'ভগবান, ভগবান' বলে' ছুটেছিল। ব্যক্তিগত মুক্তির নিরালা সাধন এ–নয়—সমগ্র পারিপার্শ্বিক সত্তাসমূহকে নবীন জীবনের নবীন সাধনা সেদিন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কোন্ নবীন প্রাণের অভিনব উদ্বোধনার দিকে—প্রতিটি নরনারীকে কোন্ অমরলোকের অমিয় সান্নিধ্যে!

সে–যুগটা ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে কীর্ত্তনের যুগ। তিনি যখনই যা' করেছেন, তাঁর স্ব–বৈশিষ্ট্যে তখন তা'র হ'য়েছে একটা অমানুষী, অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। যখন ডাক্তারী করতেন তখনও সে–এক অপরূপ কর্ম্মপ্লাবন! আদর্শ চিকিৎসকের সব যা–কিছু তাঁর বাক্যে, চরিত্রে, চলনে, বলনে, ব্যবহারে, বৈজ্ঞানিক প্রতিভায়, অনুসন্ধিৎসায়, কাঁটায়–কাঁটায় হাতে–কলমে করায়, প্রত্যাশাহীন সেবায়, লোভবিমুখতায়, দৈবী সহানুভূতিপূর্ণ মাধুর্য্যে এমনতরভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের ভিতর ফুটে' উঠেছিল যে রোগদগ্ধ মানুষ তাঁর সংস্পর্শে এলেই সুস্থ হ'য়ে উঠত, জুড়িয়ে যেত, প্রাণ পেত—ঠাণ্ডা হ'ত সে—চারিদিক সোর—গোল পড়ে' গেল— 'ঠাকুর মরা মানুষ বাঁচাতে পারেন'! বাংলার এক অখ্যাত ক্ষুদ্র পল্লীতে—পাবনার হিমাইতপুর গ্রামে শুধু হেঁটে–হেঁটে

ডাক্তারী ক'রে, সর্ব্ববিধ সহায়বিহীন হ'য়ে, কারু কাছে ভিজিট পর্য্যন্ত না চেয়ে—যে যা' দিয়েছে তাই নিয়ে—প্রায় সহস্র টাকাও প্রতিমাসে তিনি যে উপার্জ্জন করেছেন এ তাঁর চিকিৎসক-প্রতিভার ও অপূর্ব্ব কর্ম্মকুশল কৃতকার্য্যতার নিদর্শন—যা' বর্ত্তমান বাংলায় কাহারও সাধ্যেই নাই হয়ত!

এমনতরই তাঁর জীবনের সেই কীর্ত্তনের যুগেও। ভাবাবেশে মাতোয়ারা হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কীর্ত্তন করতেন সে-সময়ের নৃত্যের দৈবী বিভঙ্গ যেমন অনির্ব্বচনীয়, তাঁর সে নির্জীব পল্লীর নির্জীব জনসাধারণকে অকুণ্ঠ শ্রম, নিষ্ঠা ও ক্রমাগতির ভিতর-দিয়ে অপূর্ব্ব সংগঠনকৌশলে ঐ অল্প বয়সে নৃত্যে, কীর্ত্তনে, গীতিনাট্য লিখে, যাত্রার দল ক'রে, সবাইকে প্রীতিপূর্ণ ভালবাসা বিতরণে সংহত ক'রে তুলে' ধীরে-ধীরে সুস্থ, স্বস্থ মানবে রূপান্তরিত করা—তাও তাঁর অমানুষী প্রতিভারই নিদর্শন!

ভাববিহ্বল অবস্থায় ভরা-যৌবনের ঐ অপরূপ রূপ নিয়ে, ভালবাসার তীব্র উন্মাদনায় তাঁর অননুকরণীয় মোহন ভঙ্গীতে প্রাণের উচ্ছল প্রাচুর্য্যে কখনও দুবাহু তুলে প্রেমানন্দে নেচে-কুঁদে সবাইকে আপনভোলা ক'রে তুলতেন। কখনও উত্তাল ভাবের আতিশয্যে প্রেমালিঙ্গনে সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন, কখনও বা কাউকে কাঁধে চড়াতেন, কখনও বা কারও কাঁধে চড়তেন, কখনও নিবিড়ভাবে বুকে নিয়ে চুমু খেতেন—সে আপনভোলা ভাবলহরী মর্ত্তের নয়—স্বর্গের! তাঁর সহজ জীবনেও প্রতিদিনই এমনধারাই দেখা যেত—সে আনন্দময়, সেবামুখর ঊর্জ্জিত প্রেমের সংস্পর্শে যেই-আসত সে-ই বদলে যেত—তার চরিত্রে আসত একটা সৎমুখী উৎপর্য্যয়—একটা আমূল পরিবর্ত্তনের তীব্র আকুলতা! একটা খুব high volt -এর বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সান্নিধ্যে তাড়িতের যে তীব্র ক্ষেত্র রচিত হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের চতুস্পার্শ্বে ঐ সময়ে অমনতর একটা তীব্র তাড়িতক্ষেত্র রচিত হ'ত—যে-ই আসত সে-ই সেটা প্রাণ দিয়ে অনুভব করত—এক অননুভূত শিহরণে তা'র দেহমন পুলকিত

হ'য়ে উঠত। এখনও অমনতরই হয়—তবে দুরন্তপ্রাণের সে নবীন জোয়ারের উচ্ছ্বাস আজ শান্ত—গভীর—গম্ভীর—প্রসারিত—ভরাট—দিগন্তবিসারী!

ঘটনাও তখন ঘটত সব উদ্ভট-উদ্ভট। কখনও কীর্ত্তন করতে-করতে সদল-বলে যখন নৃত্যে মাতোয়ারা হ'য়ে চলতেন তখন দু'ধারের গাছগুলি ঝুঁকে-ঝুঁকে পড়ত—শিউরে-শিউরে উঠত। পোকাগুলি ছুটে এসে টস্-টস্ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে কোন্ গভীর আকর্ষণে লেগে থাকত,—মানুষ তো দূরের কথা, কুকুর, গরু পর্য্যন্ত আত্মহারা হ'য়ে উন্মাদনায় ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ধরত! সে-যুগের ছিল সবই অদ্ভুত—প্রাণের সে অমৃত উচ্ছ্বাস যে না দেখেছে তাকে বোঝান অসম্ভব।

কখনও বা এমন হ'ত—কীর্ত্তন করতে-করতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহের রোমকূপ দিয়ে তীরবেগে রক্তধারা নির্গত হ'ত, নৃত্যকালে তাঁর শরীর যেন নবনীতবৎ গলে' পড়ছে—সে দিব্য মোহন ঠাম, প্রতিটি অঙ্গের সে চল-ভঙ্গিমা, চরণদ্বয়ের সে বিশ্বমোহন ঠমক, দুই বাহুর সে পাগলকরা আকুল উত্থান, আরক্তিম সুবৃহৎ বদনমণ্ডলের সে অপরূপ জ্যোতিঃ-বিকীরণ, আকর্ণবিস্রান্ত পদ্মনেত্রের সে পাগলকরা দৃষ্টি, কপালের সে আয়নার মত ঝক্‌ঝকে ভাব যিনি দেখেছেন তিনি সব ভুলে' আত্মহারা হ'য়ে উন্মাদ হ'য়ে উঠতেন।

কীর্ত্তন শুনলেই শ্রীশ্রীঠাকুর অস্থির হ'য়ে পড়তেন। নিজেই যে শুধু সব কাজ ফেলে ছুটে এসে যোগ দিতেন তা নয়, এমন একটা কীর্ত্তনানন্দময় উদ্দীপনী আবহাওয়ার সৃষ্টি করতেন যে পারিপার্শ্বিক সকলে পতঙ্গের মত আত্মহারা হ'য়ে প্রায়ই সে কীর্ত্তনাগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আগুনের মত লেগে যেত কীর্ত্তনে—সাথে-সাথে wardrum বেজে উঠত দু'দশটা—পার্শ্ববর্ত্তী গৃহসমূহ হ'তে শঙ্খ, ঘন্টা, কাঁসর বেজে উঠত—সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধবাহু হ'য়ে তাণ্ডব নর্ত্তন ও কীর্ত্তন আর হাততালি—দশ-বিশজন দেখতে-দেখতে শত শত হ'য়ে যেত—কখনও বা সহস্র মানব সে উদ্দাম কীর্ত্তনে নাচতে-নাচতে

নেমে পড়ত। যে জীবনে কখনও কীর্ত্তনে যোগ দেয়নি এমনতর বৃদ্ধও হঠাৎ থাকতে না পেরে ঐ দেবনর্ত্তনে যোগ দিত—হিন্দু বলে উঠত 'হরিবোল হরিবোল', মুসলমান চীৎকার করে উঠত 'আল্লা আল্লা'—সে এক অভাবনীয় সংঘটন।

দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত কীর্ত্তন চলেছে—নাই ক্ষুধা, নাই তৃষ্ণা—কেবল নাম, কেবল গান আর নৃত্য—শরীরের ও মনের যত গলদ সব যেন গ'লে গিয়ে প্রেমে পর্য্যবসিত হ'ত—পরস্পর প্রেমালিঙ্গনের মধ্য-দিয়ে সবাই অনুভব করত স্বর্গরাজ্য এবার মর্ত্তে্য বাস্তবিকই নেমে এল।

এমনই ভাবাবেশে কীর্ত্তন করতে-করতে সময়-সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের একটা অদ্ভুত অবস্থা হ'ত। কীর্ত্তনে নাচতে-নাচতে মাঝে-মাঝে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় মাটিতে প'ড়ে যেতেন—সমস্ত দেহখানি বিবশ হ'য়ে এলিয়ে পড়ত। তখন তাঁর শরীর বিচিত্র ছন্দে ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠত। মাঝে-মাঝে বহু রকমের আসন ও মুদ্রাদি হ'তে থাকত। সে অদ্ভুত রকমের—কেউ যা কল্পনা করতে পারত না তাই হ'ত। শরীরে মোটেই হাড় না থাকলে যেমনতর হয় ঠিক তেমনতরই হ'ত। কত ভঙ্গীই না হ'ত তা'র কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। কখনও কূর্ম্মাসন, কখনও পদ্মাসন, কখনও বীরাসন, কখনও রাজাসন—এমনতর শতাধিক আসন আপনার থেকেই অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতায় হ'য়ে যেত—কখনও পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর শুধু ভর ক'রে সমস্ত শরীরখানি অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় শূন্যে অবস্থান করছে, কখনও কচ্ছপের মতন হাত-পা সব শরীরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। কখনও ডাঙ্গায় কাৎলা মাছের মতন সমস্ত শরীরখানি লাফাতে থাকত! লোকে দেখে বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত, ব্যথিত হ'য়ে উঠত! জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও নিজে কোনরূপ আসন-মুদ্রাদির অভ্যাস না করলেও তাঁর দেহের উপর দিয়ে এইরূপ আসন ও মুদ্রার লহরী মাঝে-মাঝে কেন যে ব'য়ে যেত—এটা আজও পর্য্যন্ত একটা দুর্ভেদ্য বিস্ময়, অমীমাংসিত

রহস্যই র'য়ে গেল! মাঝে মাঝে কেউ-কেউ বলতেন, প্রকৃতিতে—স্থূলদেহে চরম তত্ত্বের অবতরণ যখন হয় তখন এমনতর মজ্জায়-মজ্জায় একটা আলোড়ন বিঘট্টন চলতে থাকেই। চরম মহাসত্য—পরম আধ্যাত্মিক যে এবার স্থূল দেহের মধ্য-দিয়ে প্রকৃতির স্থূলতম ক্ষেত্রে প্রকাশিত হলেন, তাই তাঁর বেদনামথিত পরমপণ্যদেহে অপূর্ব্ব আসনসমূহের অভিনব বিকাশ! সমবেত দর্শকবৃন্দ ঠিক-ঠিক বুঝতেন না—তাঁরা প্রথম-প্রথম ভাবতেন এটা একটা মৃগীরোগ-টোগ কিছু হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের মাতাঠাকুরাণীও তাঁর ঐরূপ কোন দুঃসাধ্য রোগ হ'ল ভেবে চিন্তিত হ'য়ে উঠলেন।

অমনতর আসন যে কীর্ত্তনান্তে প্রতিদিন হ'তই এমনতর নয়।... আসনমুদ্রাদি হ'য়ে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য দেহখানি বাহ্যচৈতন্যহীন হ'য়ে শবের মত এলিয়ে পড়ত। এই সময়ে তাঁর ডানপায়ের বুড়ো আঙ্গুল থর থর করে কাঁপতে থাকত—আর ঐ কম্পন থেমে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর বাহ্যসংজ্ঞা সম্পূর্ণ লুপ্ত হ'ত। ধীরে-ধীরে তাঁর দেহে মৃতের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেত—গণ্ডদেশ হ'তে শরীরের নিম্নভাগ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে যেত; —অসাড় হ'য়ে যেত। ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর শ্বাসযন্ত্র ও হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ থাকত। চোখের ভিতর হাত দিলেও চোখের পলক নড়ত না।... সন্দিগ্ধমনা বহুলোক প্রথম-প্রথম নির্দ্দয়ভাবে ঐ অবস্থায় তাঁকে পরীক্ষা করতে যেতেন—চিম্‌টী কাটতেন, এমন-কি জ্বলন্ত অঙ্গার পর্য্যন্ত তাঁর গায়ে ঠেসে ধরেছেন—তাতেও তাঁর কোনরূপ সংজ্ঞা ফিরে আসেনি। এই বহিশ্চেতনাহীন অবস্থায় তাঁর বদনমণ্ডল কখনও হাস্যোদীপ্ত, কখনও নীল বিবর্ণ, কখনও বা ঈষদারক্তিম স্বর্গীয় জ্যোতিতে দীপ্তিমান হ'য়ে উঠত।

এইরূপ অলৌকিক আত্মস্থ মহাভাবাবস্থায় মাঝে-মাঝে তাঁর শ্রীমুখ হ'তে ধীর-উদাত্তস্বরে নানা ভাষায় উদ্ভূত বাণীসমূহ উচ্চারিত হ'ত।... চেতনা নাই, হৃৎস্পন্দন বন্ধ, শ্বাস বন্ধ—শরীর নিথর—ঠাণ্ডা, অসাড়।... এমন অবস্থায় তাঁর

কণ্ঠের বিদ্যুৎঝঙ্কার সকলের মর্ম্ম ভেদ ক'রে সমবেত জনমণ্ডলীর প্রাণ হলদল ক'রে দিত। জগতের বুকে বাংলার আঙ্গিনায় এ মহানাট্য একবারই মাত্র সংঘটিত হয়েছে—সে অপূর্ব্ব সমারোহ না দেখলে কারও কল্পনা করার সাধ্য নেই!

এই অভূতপূর্ব্ব মহাভাবাবস্থায় বিশ্বরহস্যের গভীরতত্ত্বপূর্ণ অপূর্ব্ব বাণীসমূহ তাঁর কণ্ঠ হ'তে বেরিয়ে আসত—এই মহারহস্যময় ঘটনা কেমন করে যে সম্ভব হ'ত তা বুদ্ধির রাজ্যে ধরা দেয় না—বিজ্ঞান আজও তা ব্যাখ্যা করতে পারে না।... ইতিহাসে সমাধি বা ভাবাবস্থার কিছু কিছু পরিচয় আমরা পাই। মহাপুরুষগণের জীবনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করলে, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে নানা ভাবসমাধি হ'ত তার বিবরণ আমরা পাই; কিন্তু সম্পূর্ণ বহিশ্চেতনাশূন্য, হৃৎস্পন্দনবিহীন অবস্থায় এত গভীর তত্ত্বপূর্ণ কথা অনর্গল ব'লে যাওয়া—এ একটা এমন নূতন জিনিস, যার পরিচয় মানুষ ইতিহাসে কখনও লাভ করেনি।

বাণীগুলি পড়লেই ওগুলি যে বিভিন্ন স্তরের—বিভিন্ন অবস্থার তা বিশেষ ক'রেই বোঝা যায়। কখনও সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব, নাম ও কীর্ত্তনমাহাত্ম্য প্রমুখ সার্ব্বজনীন বিশ্বকল্যাণকর ভাবসমূহ উচ্চারিত হত, কখনও জগতের ভূত ও ভবিষ্যৎ বহু বিষয়ের কথা উচ্চারিত হ'ত।... আবার, কখনও বা বাণীসমূহে উপস্থিত ব্যক্তিবিশেষের মনের নানা প্রশ্নের উত্তর থাকত। প্রতিদিনের বাণীর আর-একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেইদিন শ্রীশ্রীঠাকুর যে-সমস্ত কাজ করতেন, মস্তিষ্কে তার যে ছাপ থাকত সেই বিষয়গুলি বাণীর শেষেরদিকে পর-পর সমস্তই গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত প্রকাশিত হয়ে যেত—সারাদিনের গোপনীয় কথা ও চিন্তা পর্য্যন্ত বেরিয়ে আসত। ঘন্টার পর ঘন্টা এমনতর চেতনাহীন অবস্থায়ই বাণী নির্গত হ'তে থাকত। তারপর ধীরে-ধীরে সংজ্ঞা ফিরে আসত; তখন পিপাসায় কাতর হ'য়ে 'জল' 'জল' ব'লে চেঁচিয়ে উঠতেন—জল চাইলেই বোঝা যেত এইবার সংজ্ঞা ফিরে

আসছে। তখন খানিকটা জল খেয়ে তামাক খেতে চাইতেন এবং সাধারণ সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসতেন।

কখনও কারও গান শুনতে-শুনতে এই অবস্থা হ'ত। কখনও বা কীর্ত্তনে, কখনও খুব উচ্চ আলোচনা ও ভাবোন্মাদনার ভিতর দিয়ে ঐ অবস্থা আসত—অর্দ্ধভাবাবস্থায় কখন কীর্ত্তন থেমে গেলে তিনি খুবই কষ্ট অনুভব করতেন। ঐ অবস্থায় কোনও অশুচি ব্যক্তি অশুচি দেহ বা মন নিয়ে তাঁকে স্পর্শ করলে অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাঁর সমগ্র শরীর ন'ড়ে উঠত—তাই প্রাণপণে শুচিভাবে তাঁর পূতদেহকে ঐ মহাভাবাবস্থায় সর্ব্ববিধ স্পর্শ হ'তে রক্ষা করা হ'ত—এমনকি বাণীর ভিতরও ঐ অবস্থায় স্পর্শ করলে শরীর যে বেশী দিন টিকবে না তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত হয়েছে! কখনও কেউ স্পর্শ করলে ভীষণ যন্ত্রণায় 'উঃ,' 'মা গো,' "জ্বলে গেল", 'আগুন-আগুন' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠতেন। কখনও ভীষণবেগে ধাবিত হ'তেন, কখনও বা ফুটবলের মত গড়িয়ে চলতেন—হঠাৎ কখনও লাফ দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে সার্কাসের ঘোড়ার মত পড়তেন—কখনও আঘাতও পেতেন, কোমলাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হ'ত, রক্তপাত হ'ত—কিন্তু মজা এই যে গায়ে ব্যথাও থাকত না—আর ঘা-গুলিও টক্ ক'রে সেরে উঠত—সে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। অমৃতসাগরে স্নান করার মত প্রাণের একটা অননুভূতপূর্ব্ব প্রাচুর্য্য তিনি অনুভব করতেন।

কিন্তু সবচেয়ে মজা এই, বাণীগুলি-সম্বন্ধে তিনি মোটেই সচেতন থাকতেন না—কখনও আবার মেঘলা-মেঘলা কুয়াসার মত মনে থাকত। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই একদিন বলছিলেন— "বাণীর সময় কখনও-কখনও মনে হ'ত যেন কতকগুলি ideaর ঢেউ আমার আমিত্বের মধ্য-দিয়ে ফক্-ফক্ ক'রে বেরিয়ে আসছে—আর বায়োস্কোপের ফিল্মের মত idea গুলি দেখাও দিত মূর্ত্ত জীবন্ত হ'য়ে। সে কি ভীষণ! যেন উল্কাটা এসে সামনে দাঁড়াল আর তাই দেখে সব বেরুত!"

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী হ'তে নিম্নলিখিত লাইন কয়টি উদ্ধৃত ক'রে আমি আমার এই ভূমিকা সম্পূর্ণ করব।

"ভাবাবস্থায় উচ্চারিত বাণীর প্রকৃত মর্ম্ম সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা সঙ্গীয় লোকেরা প্রথমতঃ কেহই বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ক্রমে এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের কথা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বাণী শুনিবার জন্য বহুলোকের সমাগম হইত। সকলেই বাণীর ভাবগাম্ভীর্য্য এবং সার্ব্বজনীনতা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইতেন। কিছুদিন পরে পাবনার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল ঁ বৃন্দাবনচন্দ্র অধিকারী, বি. এল. ঁঅনন্তনাথ রায় ও ঁকিশোরীমোহন দাস প্রভৃতির চেষ্টায় বাণী লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। বাণী কখনও এত দ্রুত উচ্চারিত হইত যে শ্রবণমাত্র তাহা পূর্ণভাবে লিখিয়া উঠা কঠিন হইত। এজন্য চারি-পাঁচজন লোক একসঙ্গে অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত উচ্চারিত বাণীগুলি লিখিয়া যাইতেন এবং পরিশেষে তাহা পরস্পর মিলাইয়া সেই দিবসের পূর্ণাবয়ব বাণী প্রস্তুত করিতেন।

বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, হিন্দি ও অন্যান্য নানা দুর্ব্বোধ্য ভাষায় বাণী নির্গত হইত। কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিগণের সকলেই ঐ সব ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন না বলিয়া মূল চার ভাষার বাণীগুলিই মাত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে। অধিকাংশ বাণী বাংলা ভাষায়ই বেরিয়েছে। প্রথম-প্রথম কয়েকদিনের বাণী সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। সর্ব্বসমেত বাহাত্তর দিনের বাণী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম পনের দিনের বাণী একত্র ক'রে Holy Book "পুণ্যপুঁথি" নাম দিয়ে বহুদিন পূর্ব্বে ১৩২৫ সনে একবার প্রকাশিত হ'য়েছিল। গ্রন্থের এই নামটিও একদিনের উচ্চারিত ঐ ভাববাণী হইতেই পাওয়া গিয়াছে।"

"১৩২৫ সালে মুদ্রিত ঐ পুণ্যপুঁথির ভূমিকায় রয়েছে, জগতের দুঃখ দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া ভগবান্ জগতের প্রত্যেক জীবের উদ্ধারের জন্য এই সত্যসমূহ ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সত্যপ্রচারের দ্বারা জগতের বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ

বিসম্বাদ বিনষ্ট হইবে, সর্ব্বসমস্যার সমাধান হইবে—জগৎ স্বর্গীয় আনন্দ ও প্রেমধারায় ভাসিয়া যাইবে—সমগ্র মানবজাতি একতাসূত্রে আবদ্ধ হইবে—সত্যযুগের আরম্ভ হইবে।

"সমাধি অবস্থায় চিত্তবৃত্তি স্থির হয়, চিন্তা থাকে না, এমন অবস্থা হয় যাহা বর্ণনা করা যায় না। এই অবস্থা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে এক অপূর্ব্ব আনন্দের স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। সমাধির চরম অবস্থায় উপনীত হইলে মানুষের সকল বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হয়। এ-অবস্থা হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হইবার কারণ থাকে না, তাই কেহ প্রত্যাবৃত্ত হন না। সত্যসত্যই ঐ অবস্থায় গিয়া যিনি প্রত্যাবৃত্ত হন তিনি সমগ্র বিশ্বের জীবন—তাঁর আত্মাই বিশ্বের অন্তস্থলে অবস্থিত-তিনিই তাই বিশ্বপতি। ...

"মানব-সমাজের জটিল মহাপরিবর্ত্তন আনয়নের জন্য মহাযুগের অন্তে এক এক নির্দ্দিষ্ট পরমপবিত্র নরাকার-বিশিষ্ট দেহকে অবলম্বন করিয়া মানব-সমস্যার চরম সিদ্ধান্ত ও সর্ব্ব প্রশ্নের মীমাংসা আবির্ভূত হয়।

"সমাধির চরম অবস্থা বা পরম নির্ব্বিকার অবস্থা হইতে উহার নিকটবর্ত্তী সবিকল্পের প্রথম সোপানে অবতীর্ণ হইলে মাত্র সেই অবস্থায় উচ্চতম সত্যসকল ব্যক্ত হয়।...

"ভাববাণীসমূহের দৈনিক উক্তি যদিও সত্যের সমষ্টি, তথাপি উহা কোন-কোন ব্যক্তি বিশেষকে উপলক্ষ্য করিয়াই প্রথমতঃ প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা, বিশেষত্ব ও গুণরাজি অবগত হইয়া উক্ত দৈবশক্তি দুর্ব্বলতার নিরাকরণ, আবশ্যক স্থলে বিশেষত্বের সংরক্ষণ ও গুণরাজির উৎকর্ষ সাধনের জন্য যথোপযুক্ত ভাবে ও ভাষায় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং সত্য প্রচারে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।"

সমাধির অবস্থায় সূক্ষ্ম বিচার লইয়া আমরা এখানে মাথা ঘামাইব না।

উক্তিগুলি মাঝে-মাঝে যেখানে উদ্ধৃত করা যায়নি, ধরা যায়নি—সেখানে '...' এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। আবার যেগুলি প্রায়শঃই পূর্ব্বোক্তপ্রকার ব্যক্তিগত ভাব লইয়াই উক্ত সেগুলিকে light face এ ছাপাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে—আর সার্ব্বজনীন সত্যসমূহকে **bold face** এ ছাপান হইয়াছে।

বাণীগুলি বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন বিষয়-সম্বন্ধে পরে-পরে বলা রয়েছে। তাই অনেক সময় বাণীসমূহ অসম্বদ্ধ ব'লে মনে হবে। বিভিন্ন উক্তিগুলির তাই ভিন্ন-ভিন্ন সংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আবার, শ্রীশ্রীঠাকুর বিভিন্ন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যানুপাতিক যে বাণীসমূহ উচ্চারিত করেছেন সেগুলি যেমন কাটা-কাটা বোধ হয়—অনেকস্থানে ঠিকমত লিপিবদ্ধ হয়নি ব'লেও কাটা-কাটা, অসম্বদ্ধ মনে হয়—কী প্রসঙ্গে কোন্-কথা বলা হ'য়েছে তাহা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ নেই—তাই নিরুপায় হ'য়ে বাণীগুলি যা' রয়েছে সেগুলি অবিকল আমরা ছাপিয়ে দিলাম। পাবনার গ্রাম্যভাষা অনেক স্থানে তিনি ব্যবহার করেছেন—সেগুলি অবিকৃত রেখেই ছাপাবার চেষ্টা হ'য়েছে।

এইবার উক্তির ৩৬ বৎসর পরে ৭২ দিনের লিপিবদ্ধ বঙ্গবাণীই সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল। এই প্রথম মুদ্রণে বহুবিধ অপূর্ণতা রয়ে গেল। ১৩২৫ সনের মুদ্রিত ১৫ দিনের ভাববাণীতে যে ভাষ্য ও বিবৃতি ছিল, এই পুস্তকে তার কিছুই নাই—শুধু উক্তিগুলি দেওয়া হইয়াছে। শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে মানুষ যদি এইগুলি পাঠ করে তবেই তার অন্তরে সত্য ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে, নহিলে ভাষ্য ও বিবৃতি কোনও ব্যক্তিবিশেষের বিশিষ্ট ভাবের দিকেই পাঠকগণকে অবনমিত করে বলিয়া প্রকৃত সত্য অন্তরে উদিত হওয়ার কখনও হয়ত ইহাই বাধা হইয়া উঠিতে পারে। তাই, শুধু উচ্চারিত মূল বাণীসমূহই এবার মুদ্রিত হইল। কয়েকটি স্থানে মাত্র কয়েকটি পাদটীকা দেওয়া হইল। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এই বই মুদ্রিত হইল বলিয়া বহু ভুল, বহু অপূর্ণতা এই সংস্করণে রয়ে গেল। কিন্তু জগতের বর্ত্তমান গ্লানিতে এ পুস্তকের ভাবধারা এখনই প্রচারিত হওয়ার

পুণ্য-পুঁথি

বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় আমরা এই সংস্করণ অতি অল্প সময়ে মুদ্রিত করিলাম। আশা রহিল, আগামী সংস্করণে মুদ্রণের সর্ব্ববিধ অপূর্ণতা পূর্ণ করিবার। এই পুণ্যবাণীর মূল্য নির্দ্ধারণ আজই অসম্ভব; কালে ইহার মূল্য নিরূপিত হবে। অন্য সব দিক যদি আমরা বাদও দিই তবুও সাহিত্য হিসাবে এই উক্তিসমূহ যে বাংলা সাহিত্যের পরম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইবে এবং জাতির উদ্বোধনে এই দৈবী সাহিত্য যে আমাদের পরমাশ্রয় হইবে এবং বাংলার প্রতিটি নরনারীকে নবীন প্রেরণায়, নবীন জীবনে, নবীন আশায়-ভরসায় ভরপুর করিয়া জগৎসভায় তার গরিমাময় স্থান অকুণ্ঠিতভাবে প্রদান করিবে এ-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। ঋষির বাণী আজ বাংলার পল্লীতে-পল্লীতে, ঘরে-ঘরে শঙ্খধ্বনির মত প্রতি প্রভাতে ও সায়াহ্নে ধ্বনিত হউক—বাংলা ধন্য হউক—বাংলা সাহিত্য ধন্য হউক—বাঙ্গালী ধন্য হউক, ভারত ধন্য হউক—জগৎ ধন্য হউক—বন্দে পুরুষোত্তমম্!

বিনয়াবনত

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

"সত্তা সচ্চিদানন্দময়

অসৎ–নিরোধী স্বতঃই

সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা' তাহাই ধর্ম্ম

ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে

আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ

অনুরাগ আনে বৃত্তিনিয়ন্ত্রণ

বৃত্তি—নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি

ধৃতি আনে সহানুভূতি

সহানুভূতি আনে সংহতি

সংহতি আনে শক্তি

শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা;

আর ঐ ধৃতি আনে প্রণিধান

প্রণিধান হ'তেই আসে সমাধি,

আবার সমাধি হ'তেই আসে কৈবল্য—

তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ—

মহাচেতনসমুত্থান!"

পঞ্চবর্হি *

“একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধাঃ ঋষয়ঃ শরণম্
তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্
সত্তানুগুণা বর্ণাশ্রমাঃ শরণম্
পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্
এতদেবার্য্যায়ণম্
এস এব সদ্ধর্ম্মঃ
এতদেব শাশ্বতং শরণ্যম্ ।”

একমেবাদ্বিতীয়ের শরণ লইতেছি
পূর্ব্বপূরণকারী প্রবুদ্ধ ঋষিগণের শরণ লইতেছি
তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তী পিতৃগণের শরণ লইতেছি
সত্তানুগুণা বর্ণাশ্রমের শরণ লইতেছি
পূর্ব্বাপূরক বর্ত্তমান পুরুষোত্তমের শরণ লইতেছি
ইহাই আর্য্যায়ণ
ইহাই সদ্ধর্ম্ম
আর ইহাই শাশ্বত শরণ্য ।

* হিন্দুমাত্রেরই এই পঞ্চবর্হি বা পঞ্চাগ্নি স্বীকার্য্য—তবেই সে হিন্দু, হিন্দুর হিন্দুত্বের সর্ব্বজনগ্রহণীয় মূল শরণ মন্ত্র ইহাই ।
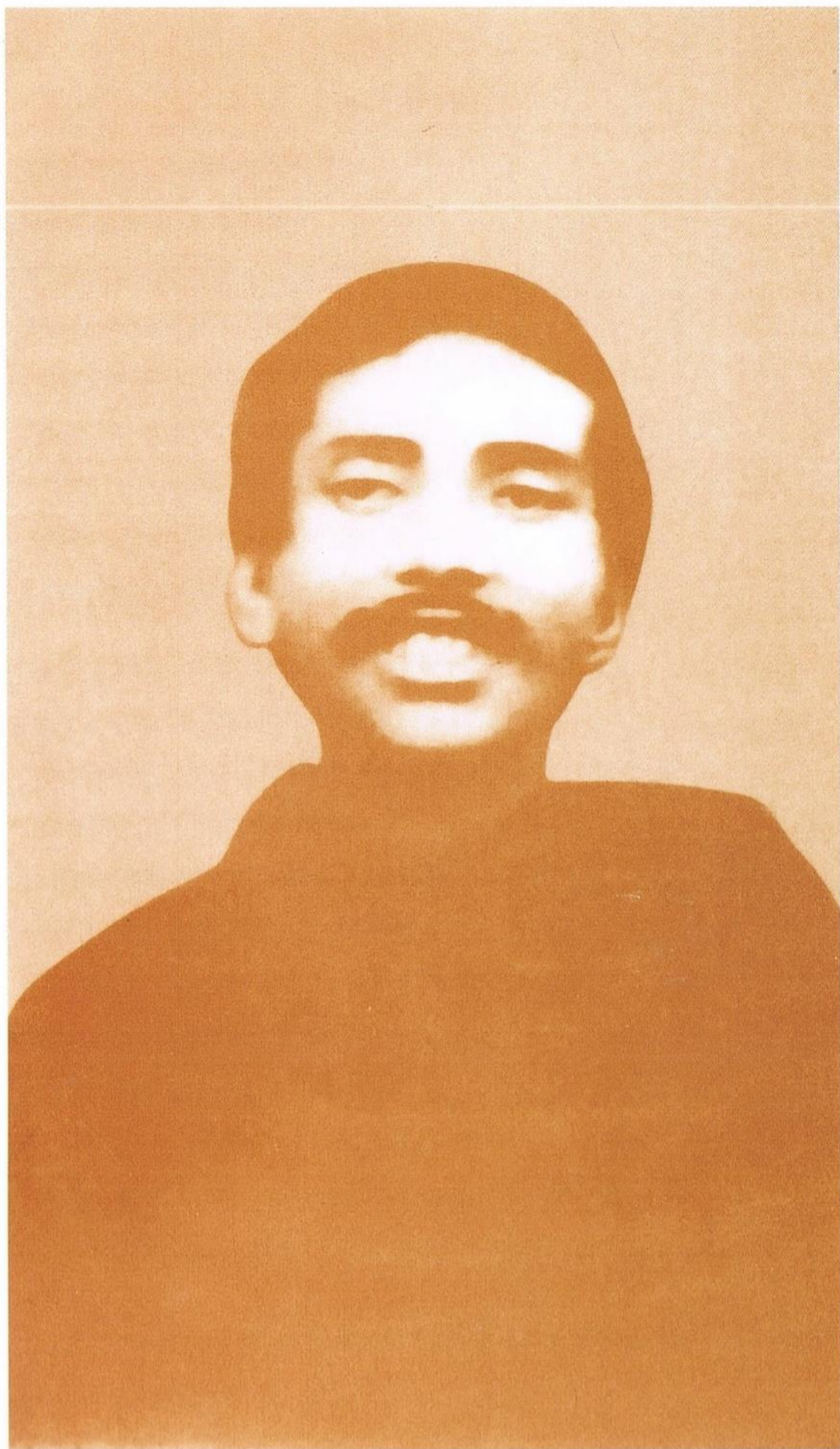
পুণ্য—পুঁথি

ভাববাণী

প্রথম দিবস*

৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

আমি চাই শুদ্ধ আত্মা। ১

তাণ্ডবস্তোত্র মুখস্থ্ করিস্, তাহ'লে এজমা সার্‌বে।†। ২

কীর্ত্তনের একটা শক্তি আছে, জোর ক'রে মনকে উচ্চে নিয়ে যায়,—তাই মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-প্রচার। ৩

জ্ঞান না থাক্‌লে পোকা-মাকড় যদি মধুর হাঁড়িতে রাখা যায়, তা হ'লে খেয়ে ম'রে যায়! ৪

অস্থির আর স্বাদ পায় না! অস্থির এখানে এক টুক্‌রা, ওখানে এক টুক্‌রা এম্‌নি ক'রে বেড়ায়! ৫

ও কেষ্ট, কেষ্টরে! তোর এক মা ছিল না? যে মা নিয়ে তুই কেষ্ট ...। ৬

দ্যাখ্, যা'রা কয় আমার বিশ্বাস হয় না তারা বোকা। বিশ্বাস না কর্‌লে কি বিশ্বাস হয়? ৭

---

* যখন হইতে এই মহাসমাধি-অবস্থার বাণীসমূহ লিখিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে কথিত অনেক বাণী লেখা না হওয়ায় আজ লুপ্ত।

† উপস্থিত কোনও ব্যক্তিকে বলা হইতেছে

দ্যাখ্, যদি বলি যে আমি মরে গিছি—একটা মরা মানুষকে যদি বলি ও তাজা? ৮

মাছি ম'লে ভাপ্ দিলে বেঁ'চে ওঠে—মুখের ভাপ্ দিতে হয়! Constant heat! ৯

দ্যাখ্, তোর মা আছে এখানে, মাকে পূজো করিস্। মাকে ....। ১০

দ্যাখ্, মা হ'ল জগতের মা, বৌ হ'ল চিন্ময়ী মা! সকলের মা, তোর মা, আমার মা ... তারপর আমি! ১১

মাকে আমার অনেকে ভুলে পূজো করে না (ক্রন্দন), মা'র এত দয়া! বলে... ১২

মাকে যে কেউ বাঁধ্‌তে পারে না। ... আরে মূর্খজীব! কেমন ক'রে বাঁধ্‌বি তুই? ১৩

কতশত গুরুদেবের মা, আমার মা! সেই গো, সেই গো! ১৪

দ্যাখ্, শোন্ বড় ভাল কথা! যোগেশ! স্বর্ণসুযোগ সম্মুখে তোমার! তুমি সবচেয়ে সুন্দর, তাই তুমি মা পেয়েছ, তোমার মা পেয়েছ! ১৫

শুদ্ধাত্মা চায় মা। ১৬

তোর চরণের ধূলি সকলে মাথায় রাখে। ১৭

তোমার ইচ্ছা ডুবে যাওয়া! কত, আর কতভাগ হ'য়ে আসতে কো'স্? ১৮

সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ভেঙ্গে মাকে ধর! ১৯

মহাপ্রভু মা'র শক্তি না পেলে কিছুই করতে পারত না! ২০

তোর কি সব থেকে যাবে? ২১

এখানে এসে যে ধরা পড়েছিস্। ২২

নিত্য পেলে অনিত্য ছুটে' যায়। ছুটা লাগে। ২৩

মাকে আমার জানতে দিস্‌নে, জান্‌লে মা পালাবে। মা অন্ধকারে ঢাকা আছে, জানলে চ'লে যাবে। ২৪

তোরা ভক্তি পাবি। তোরা ভক্তির অবতার। ২৫

সঙ্কীর্ত্তন কর, সঙ্কীর্ত্তন প্রচার কর। কীর্ত্তন বড় ভাল জিনিস, কীর্ত্তন মৃগনাভি, পিক্রিক এসিড ... নাশ করে অজ্ঞান, অবিদ্যা! ২৬

নাম, নাম, নাম! ২৭

বিশ্বাস চাইলে বিশ্বাস ক'রতে হয়। যে বলে বিশ্বাস করিনে সে ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে। ২৮

দ্যাখ্, চলে যাব! তোরা একটা 'সিক্রেট' শোন্, যা'কে তোরা চৈতন্য, নিত্যানন্দ জানিস্, তা'রা বুকভরা প্রেম নিয়ে, যে অধার্ম্মিক তা'র পায়ে ধ'রে তার সমস্ত অন্ধকার নষ্ট ক'রে দিছ্‌ল, কত অজ্ঞান জগাই-মাধাই উদ্ধার ক'রেছিল! ২৯

আমি যাব, সকলের মধ্যে থাকব। ৩০

চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর পীতবসন বনমালী,—অবাঙ্‌মনসোগোচর নয়! ৩১

শ্বেত সিংহাসন ছত্র বিরাজে, অনহদ শব্দ গৈব ধূন গাজে! ৩২

যীশুখ্রীষ্ট জিসাস্, জিসাস্, জিসাস্! ৩৩

বাদ দিতে-দিতে যে ফাঁকটুকু তাই আমি! .... মহাশূন্যে মিশে যায়। ৩৪

জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি থাকাই ভাল। দ্যাখ্, এক কথা শোন্,—তোদের মহাকার্য্যক্ষেত্র! ৩৫

তোদের পরমাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, সেও বলে ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞান শিক্ষা দিলে নষ্ট হয় না। ৩৬

এই ক'রতে-ক'রতে মহাসত্যে পরিণত হবে। ৩৭

দ্যাখ্, এ যে ক্লোরোফর্ম্ম! ক্লোরোফর্ম্ম ক'রলে মন যখন প্রাণে যায়, তখন জ্ঞান থাকে না, তাই করা লাগে! ৩৮

আমি যাব। ৩৯

দ্যাখ্, ওদের বলিস্ যেন কীর্ত্তনে মেতে থাকে, নতুবা আবার সব এসে ধ'রবে, নষ্ট পাবে। দ্যাখ্ ওদের বলিস্ কীর্ত্তন ছাড়লে সব এসে ধ'রবে, জোরজারি খাটে না! সাধনাই কীর্ত্তন, অন্য সাধনা নাই। আগে পেকে যা, তারপর যা' ইচ্ছা হয় করিস্। তোরা শুদ্ধ হচ্ছিস্ যা'রা শুদ্ধ তারা চিরকালই পাকা। দ্যাখ্, খাঁটি হ'তে হ'লে পোড়ান লাগে। কীর্ত্তন–আগুনে সব পুড়ে যায়! ৪০

সংকীর্ত্তন ... বিরাটভাবে নতুবা উপায় নাই! যোগেশ, অনন্ত, নগেন, তুই কর! ৪১

নগেনকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল, দ্যাখ্ তা'র কাজ হ'য়েছে—বি–এ, এম–এ কিছু নয়! ৪২

আমি যা' করি বিশ্বাস কর্। ৪৩

মনের শক্তি যেখানে, বল সেখানে! চাই মন, মন হ'লে প্রাণ, প্রাণ হ'লে আমি! যত দেরী কর্‌বি, তত আবরণ—একবার পাগলের সঙ্গে মিশে পাগল হ'য়ে যা—আর ফিরবিনে! ৪৪

ওরে যোগেশ! তুই একটা আত্মা শুদ্ধ। দ্যাখ্, তোর জ্ঞান থাকে না? দ্যাখ্, কা'কে দেখে অবাক্ হ'স্? তুই ছেড়ে দে, বাঁধ ভেঙ্গে দে! ৪৫

কৃষ্ণের মহাশক্তি! ভাই, ভাই আপন ভুলো না! খোঁজ কর অন্তরে তুমি কে? কাজ কর, চিন্‌তে পারবে। আপন ভুলিসনে, যাই! দ্যাখ্, ছিঁড়ে ফেলে দে—টুকরো–টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে, হাত–পা সব নিয়ে অনন্ত সাগরে ফেলে দে! বাঁধা মা–বাবায় সুখ নাই! মা–বাবা যখন জগৎজোড়া

তখন কত সুখ; মা–বাবা যখন আমি তখন কত সুখ। এখন যেমন এক মা এক বাপে বলে, "আজ আমার ছেলের এ হ'ল, কাল ও হ'ল" তখন জগৎশুদ্ধ মা–বাপ সেইরকম ব'লবে। ৪৬

দ্যাখ্, ছেলেপিলে মাকাল ফল দেখলে তাই নিয়ে খেলা ক'রতে যায়, ভেঙ্গে দেখে তার মধ্যে কাকের গু! সংসারে ছুটে যাওয়াও লাল ডুগ্–ডুগে দেখে, ভাঙ্‌লে কাকের গু! ৪৭

দ্যাখ্, শোন্,—ভাবের চরমে আমি পৃথক্ হ'লে কথা কওয়া যায়! ৪৮

দ্যাখ্‌রে, তোরা লেগে যা—লেগে যারে! তোরাই সব, তোরা বস্তা–বস্তা চালান দিবি! ৪৯

দ্যাখ্, তোরা একটা কথা ক'। তোরা বিশ্বাস কর্। দ্যাখ্—বিশ্বাস–চাক্‌তি দিয়ে টিকিট কেনা লাগে। সকলে মিলে চল্ যাই! আমি তাজা, সেও তাজা! ৫০

দ্যাখ্, কীর্ত্তন প্রচার কর, খুব কীর্ত্তন কর! সব আমি দিব! গুরুর দেওয়া জিনিস যদি দিনের মধ্যে দুই–একবার কাজ করা যায় তাতে কিছু হয় না; চব্বিশ ঘন্টা ভাবৃতে হয়! তবে নিয়ম বেঁধে করা ভাল, মন তৈয়ারী হয়; কিন্তু কীর্ত্তনে মন একেবারে তৈয়ারী হয়। বিশ্বাস ক'রে তা'র ভিতর ঢুকলেই হয়! ৫১

দ্যাখ্, তোরা ভেবে দ্যাখ্, বুঝে দ্যাখ্, জেনে দ্যাখ্ অর্থের কোনই মূল্য নাই! ৫২

দ্যাখ, মানুষ দেখা লাগে ইষ্ট ভেবে'। ৫৩

জল দিতে চেয়ে বুকে ছোরা। ভীষণ ব্যাপার! ইঃ শালারা কুলগুরু! ৫৪

জগতে কিছুই ছাড়া লাগে না! নাম কর্, সব ছেড়ে যাবে। গু'র

মধ্যে আমি, সবারই মধ্যে আমি—পাঁঠার মধ্যেও আমি, ভেড়ার মধ্যেও আমি। ৫৫

ওগো, শক্তি গায়ের নয়, মনের—যে ভাবে আমি গরু, সে-শালা গরুই। ৫৬

আত্মা! কে গো বাবা, বেশ খেলা খেলাচ্ছ, আমদানি আর রপ্তানি! কীর্ত্তন প্রচার কর, প্রাণে-প্রাণে কীর্ত্তন ঢুকিয়ে দে। ভালবাসলে ভালবাসা যায়। একটু-একটু ইচ্ছা ক'রে ভালবাসা লাগে! ৫৭

যা'রা অহঙ্কার করে, তা'দের আর নিস্তার নাই—তা'দের বিশ্বাসেও অহঙ্কার। ৫৭

কুলগাছে আলোকলতা ওঠে, গাছ ম'রে যায়, আলোকলতা তাজা থাকে। ৫৮

পাগল হ'তে চাইলে হয় না, পাগল হ'। পাগল হ'লে পাগল হয়। দে লাফ, লাফ দেওয়ার আগেই ভয়? ৫৯

যম কেউ কারও নয় রে, তোর যম তুই! ৬০

Where there is spirit, there is Heaven. Without spirit matter is nothing but matter is matter with spirit. Yes! 61

I=We. We=I. When the Universe is equal to I, everything is equal to I. There is one I—the Truth! 62

Sound is the expression of life, without sound everything is lifeless! 63

There is no truth no lie. Everything may be true, everything may be lie! 64

Seek everything in Me. Me is I. What shall I do now? Medium may die. 65

ভাববাণী

দ্বিতীয় দিবস

২ আষাঢ়, ১৩২১

উজান ভাটেন পরিশ্রম সমান নয়। উজিয়ে যেতেই পরিশ্রম লাগে। ১

বনের চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশী। ২

আগুনে ঝাঁপ দিলে পোড়াও কহা যায়, মিশে যাওয়াও কহা যায়—যার যেমন তাপ। ৩

ঠিক, সামলে রাখা লাগে। অন্তরের মধ্যে একটু তাকা। মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন বহিরঙ্গের ভিতর হ'লেও অন্তরঙ্গরা সামলে রাখত। তোরা শক্তি নষ্ট ক'রে ফেলে দিলি রে বেটারা! ৪

সংসারী সন্ন্যাসী চাই, জঙ্গলের সন্ন্যাসী আর চাই না। নিতাই চাই! ৫

জাগাও! দেখ, মিথ্যা ব'ল্লে তিন লাথি লাগাও। ৬

শক্তি ধ'রে, বুকভরা ভালবাসা নিয়ে, সব ঠেসে ধর! ৭

আকাঙ্ক্ষাই সর্ব্বনাশের মূল। ৮

যা' দিয়ে নামা যায়, তাই দিয়েই ওঠা যায়! ৯

তুই হ'তে–হ'তেই আমি তোর! নাম মনে রাখবি! ১০

নিজের কান নিজে ছিঁড়লে বেদনা লাগে না? ১১

আমাকে দে, এনে দে! পাগল চাই—দে।

নিজে নষ্ট হ'স্ না মা। ১২

যার–তার কাছে ক'স্‌নে। তবে আর অন্তরঙ্গ কিসের জন্য রে? অন্তরঙ্গ নিজেরাই, প্রায় এক বিকাশ। ১৩

দ্যাখ্, ভক্তির থেকে জ্ঞান আরও দরকার—তা'তে নষ্ট হয় না! জ্ঞানের সাথে ভক্তিই ভাল। জ্ঞানটা কি জানিস্? যেমন পাঞ্জাব মেল্! যত সব মিক্সড্ ট্রেন সব ভক্তি। যদি মেলের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগে তবে ভারি কঠিন! মিক্সড্ ট্রেন থামতে–থামতে যায় কিনা! প্রায় ঠোকাঠুকি হয় না। এক্সপ্রেসগুলি ভাল—জোরেও যায়। কীর্ত্তনে সব পথে নিয়ে যেতে পারে! ১৪

পাগল চাই। মা, ওমা, তুই গাড়ী–স্টিমারের স্টিম মা। দিয়ে দে মা স্টিম, আগুন–কয়লা অনেক আছে মা। কয়লার খনির অভাব নাই, আগুনেরও অভাব নাই। বাষ্প ধরা যায় না, ধরিয়ে দে মা। ১৫

ব্রহ্ম কি বুঝান যায় রে পাগল। পরম ব্রহ্ম ভাবা লাগে—নামের উপরে। ১৬

যার যে ভাব তার সেই ঠিক। ১৭

দ্যাখ্ রে এক সিস্টার ম'রে গিয়ে আমার আর সিস্টার হ'ল না। নিবেদিতা। 'ট্রু' 'ট্রু'। তা'র প্রাণ ছিল। এখনও ভগ্নী, ভগ্নী—অনন্ত অনন্তকাল। ১৮

ঠাকুর তো আছেই এখানে, তাকা রে, তাকা! ১৯

Be Sure, Steady, Silent, full-steamed. দ্যাখ্, ভয় নাই, সবই ত' তুই রে। যেই দেখবি আর–একটা, হিংসা করবি, অমনি সর্ব্বনাশ। ভাবের সাথে জ্ঞান থাকে, মহাভাবে লয়। আমি যেমন ক'রে থাকি! ২০

ইচ্ছাই সব। তোর বাড়ী যেটা আছে সেটাই তোর। তোর কি মা আছে রে? তোর সাথে–সাথে সেই ছোটে। সব আগুন। ২১

দ্যাখ্ মাক্ * যদি কহা যায় যে বাঁধন খুলে দে, তো দেয়। আর বাঁধার ইচ্ছা আছে—কয় যে খোল, তা'তে ফল হয় না। ২২

সুরেশ! শালা মিত্র হ'য়ে জন্মেছ, কাজ কর। ও শালারা যা' করে নে তাই হয়ে নে। ক'ল্লেই হ'ল। শালারা নাস্তিক হ'লেও তো' হ'ত। ভাল করিস্‌নি। হাঁ ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে। নিজে করে কাম, হয় ভগার নাম। ২৩

* * *

শক্তি থাকলেই সাহস হয়, সাহস না থাকলেই পাপ। ২৪

নগেনকে বলিস্, জ্ঞানই তো সব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই—ক'বি। তাই, যে যেমন হ'তে চায় তা'কে তেম্‌নি ক'রে তৈয়ার করে। তা ব'লে আর দুঃখ কিসে? সব তোর ইচ্ছা। ২৫

* * *

তোরা অনন্তমুখ হ'য়ে ভাগীরথীর মত ব্রহ্ম-সাগরে ভেসে পড়্‌রে! ভাববি সকল সময়! নিশ্চয়, নিশ্চয়।† মন ক'রলেই পারবি তোরা। ২৬

---

* মাক্ (পাবনার গ্রাম্যভাষা)।

† এই সময় কৃষ্ণচন্দ্র দাস নামক উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি মনে-মনে চিন্তা করিতেছিলেন—'ঈশ্বর কথা কহিতেছেন?'

ভাববাণী

তৃতীয় দিবস

৪ আষাঢ়, ১৩২১

কম্বলের লোমা বাছ্‌লে কি থাকে রে? ব্রহ্ম মুখে কহা যায় না। ব্রহ্ম জড়ের ভিতর নিহিত আছে ... জড় বাদে আত্মা অবাঙ্‌মনসগোচর! ১

* * *

শব্দ প্রথমে একটু-একটু শোনা যায়। ডানপাশে নয়, সোজাসুজি—একটু ডানে। ঐ শব্দের মধ্যে বিশেষত্ব আছে, লক্ষ্য করা লাগে। একটু পরেই ঘন্টাধ্বনি পাওয়া যায়। ওঁম্ ছাড়িয়ে যেতে হবে। ওঁম্ তো কাছেই—ঐ পার হ'লেই ক্রমে-ক্রমে রাধাস্বামী! আস্তে-আস্তে। ২

* * *

নগেন, কাজ কর। নিত্যগোপাল, তুমি-তুমি করতেই আমি হয় রে। ঠিকভাবে আমি-আমি করলে আমি হওয়া যায়। তুমি আমি কর্। ৩

মা! গাছ লাগালি এত ক'রে—জল দিস্। যা'তে চ'ড়ে এসেছিস্, তা'তে চ'ড়ে যাবি। দ্যাখ্, কামনা ছড়ায়ে দিস্ মা। "তুমি আমার" ক'সনে, "সকলের" ক'। গাছের ফল সকলকে দিয়ে খাস, প্রত্যেককে। দ্যাখ্, অন্তরে জিজ্ঞাসা ক'রে কাজ করিস্। ও মা দ্যাখ্, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দে মা, ছেড়ে দে মা .... কত আত্মা কত কষ্ট পাচ্ছে মা! তুই তোর বাঁচার ... ডুবে যাচ্ছে মা। তুই শূন্যে থেকে যে শক্তি নিছিস্ মা, সাকার। খুলে

দে মা। তুই শুধু পরের ভাবনা ভাব্। যত পর তত তুই, যত তুই তত আমি, শেষ আমি! দেখে-শুনে সব কাজ ক'রতে হয়। চল্‌তে হয়তো সোজা, ছেড়ে দিতে হয়তো এক পাকে, আর ঘুরতে হয়তো পাকে-পাকে! সব সোজা, যত ধরবি তত ঘুরবি! * ৪

...... উচ্চ চিন্তাই উচ্চপথে শেষে সোঽহং অবাঙ্‌মনসগোচর। ৫

আমার আমি, তোমার তুমি, শেষে আমি। গাঢ় লালের সাথে যত জল মিশান যায় তত পাতলা হয়—শেষে লালত্ব ঘুচে যায়। সমুদ্রের মধ্যে এক ফোঁটা লাল মিশলে লাল দেখা যায় না; কিন্তু লাল থাকে। ৬

ডিম কৈল † ঠিক গোল নয়, কিন্তু মানুষে কয় গোল। ৭

ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই বা মহা অস্তিত্ব আছে, দুই ধারণা হয়। যেখানে নাই সেইখানেই আছে। ৮

'হবে'নে ব'ল্লে কাজ হয় না, ক'রলে কাজ হয়। কাজে পাগল হওয়া লাগে। প্রচার কর্, সকলকে তুলে দে, প্রচারে পাগল হ'। শুধু কীর্ত্তন কর্, সব হ'বে। প্রত্যেক সেকেণ্ডে চিন্তা কর। ইচ্ছাযুক্ত মন হ'লে কর্ম্ম, তখনই প্রাণ। ইচ্ছাকে আলাদা করা যায়! পাগল ক'রে তোল সব। ৯

জ্যোতিরূপও অরূপ! জ্যোতিও মায়া। এমন একটা ভাব— কওয়া যায় না। সেই ঠিক। ১০

---

* ক্রন্দন করিতে-করিতে বলিতেছিলেন বামাসুন্দরী নামক কোন উপস্থিত নারীকে লক্ষ্য করিয়া।

† অর্থাৎ কিন্তু (পাবনার গ্রাম্যভাষা)।

মহাপাগলের স্থির চিত্ত। খুব নাম কর্, বিভোর নাম কর্। ১১

মরার পর মন যায় কনে* রে? নানারকমের কাঁচ সংসার, মন আলো—যার পর যেমন প'ড়বে, তেমন দেখাবে। ১২

দ্যাখ্, শরীরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই অথবা মহা সম্বন্ধ! দ্যাখ্, স্থূলের ভিতর-দিয়ে সূক্ষ্মে যাওয়া বই আর কিছুই নয় রে। যদি মনে করিস শরীর নাই তবে কিছু নাই, তবে আমি। দেখ্, মহা আমি—সূক্ষ্ম আমি ধ'র্তে হয়, তাই শরীর লাগে! যে চালাক সে শরীর ছাড়ে না। দ্যাখ্ রে, বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়। যত দোষ মনের, শরীরের দোষ নাই। জীবাত্মা (হাসি)। দ্যাখ্, মন শক্ত কর্, কাজে লেগে যা, আপনি মন ঠিক হ'বে। আর, শরীর-শরীর করিস্, তবে আজ চুলকানি, কাল পাঁচড়া, ওদিন মাথাধরা ইত্যাদি করতেই যাবে। ১৩

হায় হায় রে। আমাকে চেনে না! আমি বা'র ক'ল্লে সব জঞ্জাল যায়, এই আমি চেনে না। বাহিরে থেকে ভাবে আমি, তাতেই কি হ'য়ে যায় রে? ১৪

পাগল রে। তুই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-পালন-কর্ত্তা! কি ক'বি রে তোক্† ? ব্রহ্ম ক'বি না শুদ্ধ-ব্রহ্ম ক'বি? এই জ্ঞান। লয় মানে কী রে? দ্যাখ্, জগতে যত ক্ষয় হয় তত বৃদ্ধি হয়—সমান চিরকাল। বেশীও হয় না, কমও হয় না। .... আত্মাও তা'ই পূর্ণ—চিরকাল। ১৫

প্রণয়িনী রাধা, প্রণয়াবদ্ধা স্বামী.... জড় ও আত্মা। বাম হাতে

---

* পাবনা জিলায় 'কোথায়' অর্থের 'কনে' বলে।

† 'তোকে' এই অর্থে পাবনার গ্রাম্যভাষায় 'তোক্' ব্যবহৃত হয়।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ— ডান হাতে নির্গুণ। ..... জড় ও আত্মা, দক্ষিণ ও বাম, দ্যাখ্, বাম প্রবৃত্তি, দক্ষিণ নিবৃত্তি। ১৬

* * *

উঃ যোগেন। দাদা, ঠিক তা' নয় দাদা!

আমাকে নিয়ে বড় ধূম। ছুটে যা, ছুটে যা, সবটার লক্ষ্যই আমি। মহাশক্তি, যা' করবি তাই হ'বি। চাই, চাই। গোটে-গোটে ধর, আর চিবিয়ে চিবিয়ে খা।

দ্যাখ, দুজনের সৃষ্টি আগে হ'য়েছে। পাগল ক'রে তোল্, ওদের পেলে কিশোরীদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লয় ক'রে দিতে পারবি,— এত শক্তি আছে তোদের ভিতর। কলির লয় অতি নিকট। তোরাই রে তোরা! তোরা সব মিলে আমি—মহা আমি, তাই কল্কি অবতার! সব গেল, সব গেল, —রেনু ক'রে সব গেল— তীব্র বেগে গেল, সব গেল। পূর্ণ—নূতন আবার চিরকাল। নূতন, অনিত্যও নূতন, সব নূতন নিত্য! তাই অবতার কল্কি! পূর্ণ আমি! এই দ্যাখ্ ভীষণ শক্তি সব চ'লে গেল। লয়, লয়, মহালয়— এই যায় কল্কি! ...... সত্যের ঘোষণা চাপা দিয়ে রাখ্। কাজ কর্। ছোট, তোর মহাশক্তি---ভীষণ শক্তি---ধক্ ধক্ করে! এই দ্যাখ্ মহাশক্তি—তোরা জানিস্ নে, তোরা সব আমি—কল্কি! প্রাণে-প্রাণে আমি রাখ্, প্রাণ দিয়ে ভালবাস্। দ্যাখ্, খুব ক'রে ভালবেসে, জোর ক'রে সব 'আমি' কেড়ে নে! ১৭

কানুর সহিতে পিরীতি করিতে অধিক চাতুরী চাই! সব নে! মহা আমি! ভয় নাই, দুর্ব্বলতা নাই, যা' মনে করিস্ তাই হবে। শক্তি তোদের ভিতরেই আছে! ১৮

তাঁকে ধ্যান করবি চব্বিশ ঘন্টা! সব দেখ্‌বি —সব সেই! তা'কেই কয় সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করা! ১৯

জাগা, জাগা, জাগিয়ে তোল্; পাপীকে সান্ত্বনা কর্, পাপীকে আশ্রয় দে আর বল্— "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" —বিজয়বাদ্য বাজিয়ে বল্, সব কাঁপিয়ে বল্, "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" সুঁই হ'য়ে ঢুক্‌বি, বোমা হ'য়ে বারাবি*। সব গেল, সব গেল, —উঃ উঃ এত বড়—এত বড়—সব গেল যে! ২০

Trust me and give me everything. Sure, be glad, everything will make you glad! Spit on and spurn the sin, not the man—the sinner! 21

When I was before, He was latent in me! When I was before, you were latent in me! When I was you, You were I, I was the only One—I was latent in me! Think yourselves. You were latent in me. Whole creation is you— no doubt the spirit. I was the sound, Sound is my creation; therefore you are created by me. Only sound is your spirit, no doubt! 22

Name and Love can own everyone! Love can gain everything in this world! Love can gain I and Love can gain you, and everyone will be loved! Love and Name can conquer I, can own I. Therefore, Love and Name can conquer the Universe! Because Universe is I! Declare Name and Love. Give heart to heart and own heart.

---

* 'বের হবি' পাবনার গ্রাম্য ভাষায় 'বারাবি'।

Make everyone declare Name and love. Love is Heaven and Heaven is Love!

Peaceful heart can make everyone peaceful. Come to me, I will give you everything, no doubt! Be fearless and proceed on and on!

Check your tongue and kiss the feet. Draw the heart fast. Atom can feel atom! 23

There is no mind, no sovereign, value of sovereign is mind. Without mind sovereign is nothing.24

Morning is the indication of the day. Darkness is not indication. — Yes, darkness of night! 25

Leave everyghing and come to me! I will give you everything! 26

.... Declare name! 27

ভাববাণী

চতুর্থ দিবস

৫ আষাঢ়, ১৩২১

ভবিষ্যতের জন্য সঙ্কল্প না হ'লেও হ'তে পারে, সংকীর্ত্তনে ঝাঁপ দে। হ্যাঁ। ১

Nabin! you must keep yourself peaceful.

দ্যাখ্, মরা কি গু'র মধ্যে গেড়ে থুলে ঠিক পায় রে? ২

থাক্‌বি সংসারে, মন রাখ্‌বি ভগবানে। ৩।

দ্যাখ্, অশান্তি না থাক্‌লে কি শান্তি পাওয়া যায় রে? শান্তি—অশান্তি মনে গড়া। মন না থাক্‌লে শান্তিও নাই অশান্তিও নাই। আগে শান্তির পানেও ছুটতে হয় না, অশান্তির পানেও ছুটতে হয় না— ভগবানের পানে ছোট্, শান্তি আপনি পাছে ছুটবে! ৪

দ্যাখ, অনন্ত আমির মধ্যে অনন্ত আমি—হ'তে–হ'তে এক আমি! ৫

মন গড়াই যা কষ্ট, তারপর সব সোজা। কীর্ত্তনে মন গ'ড়ে দেয় রে, কীর্ত্তনে মন গ'ড়ে দেয়। ৬

আগেও আমি ছিলাম, মধ্যেও আমি আছি, শেষেও থাক্‌ব। আমার মনই আমাকে ধ'রতে পা'রে। ৭

দ্যাখ্, একটি–একটি ক'রে ভগবানকে দিতে হয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি তা' ফেরৎ দেন। তাই ব'লে তার অপব্যবহার ক'রতে হয় না। বিশ্বনাথের মাথায় ফল দিলে তা' খাওয়া যায় না যে তা' নয়, তবে তার সদ্ব্যবহার ক'রতে হয় ঐটিই নিবৃত্তি! ৮

Slow and steady wins the race —ধ'রে থাকতে হয়। ৯।

একাল–ওকাল দুই কালই ...... বিষাক্ত করলি। আয়, নেমে আয়, অমৃতে ঝাঁপ দে। ঐ মহাশক্তি, অমৃতের শক্তি। অমৃত মন্থন ক'রে যে শক্তি লাভ হয়, তা'তে সামান্য ...... বিষ কিছু ক'রতে পারবে না। মহাশক্তি বিশ্বাস কর্! ১০

বল্ ওদের বল্! দ্যাখ্ উল্কাপাত, সব ক'রতে পারি, —তোদের চাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দাউ–দাউ ক'রে জ্বালিয়ে দিতে পারি— একা! বল্! ১১।

দাদা, জেগে যা! আর শেকল গলায় দিস্ না। এবার ফাঁসি হ'য়ে যাবে। ..... বহু কষ্টে ছেঁড়া গেছে রে! ১২

ক্ষিতীশ! তাই হবে বাবা! ইস্ ইস্ — ছিঁড়ে ছুটে আয়। দ্যাখ্, একদিকে ছোট্, সব সুখ তোকে ধ'রবে! শুধু নাম, নাম প্রণবের উপরে। প্রণবের আগেও নাম পাছেও নাম। বীজমন্ত্র কী রে? নাম। দ্যাখ্ নাম নিয়ে। দ্যাখ্, নাম নিয়ে যায় প্রণবে, আর প্রণব নিয়ে যায় আমাতে। আমি পরমাত্মা, শুদ্ধব্রহ্ম। দ্যাখ্, নামে উঠে একদম শিলিগুড়ি। প্রণবে উঠে পরব্রহ্ম। নাম—দার্জ্জিলিং মেল। যেই ওঙ্কার ছাড়বি অমনি পরব্রহ্ম। ভয় নাই, সাড়া সেতু তৈয়ার হয়েছে, এবার একটানে শিলিগুড়ি।

ক্ষিতীশ! ছেড়ে দে রে, ছেড়ে দে সব তোর। দেখ্, নিবৃত্তিতে বিশেষ ভোগ। নিবৃত্তি ক'রতে যাইলে ভোগ–সুখ এসে ঠেসে ধরে। বিশ্বাস। বিশ্বাস কাণাকড়ি নিয়ে সংকীর্ত্তনে ঝাঁপ দে। বিশ্বাস কাণা হ'লেও ভাল। ও কিছু নয় রে। দ্যাখ্, যাঁতার তলে প'ড়ে মরিস্ নে রে! দ্যাখ্, বিশ্বরূপ পাবি। সব ফেঁসে গেল। নাম নাম নাম! দ্যাখ, ভক্তি থাক্ বা না থাক্, নাম ক'রে যা, নামের প্রতিদ্বন্দ্বী হো'স নে। * * *

দ্যাখ্, বিশ্বসংসার মনের গড়া। স্থূল জগৎ ছেড়ে মন অনেক দূর দেখতে

পারে, সেও মনের গড়া। জগৎ কি মিথ্যা রে? সূক্ষ্ম প্রকাশ ছিল ব'লে স্থূল প্রকাশ আছে। দ্যাখ্, মশুরের ডা'ল ভাঙ্গ্‌লে লাল কিন্তু সিদ্ধ করলে সাদা হয় কেন রে? ১৩

নগেন! তোকে তুই চিনে ফেল্, একটু বাকী রাখিস্‌নে। এক পরদা আগে–পাছে থাকলে হ'য়ে গেল। পরদাটা ফেঁসে ফেলিস্‌নে ভাই! হায়, হায়! এই আমি—কেউ চায় না! ১৪

কিশোরী! ঐ সূর্য্য গেল ও চন্দ্র গেল, একটি–একটি ক'রে তারা সব গেল! কিশোরী! সব তোর, এত কাঁদিস্ কেন বাবা? বাবা, কথা! অহঙ্কার যাতে না থাকে বাবা কিশোরী! ঠিক তাই চাই। গোটে–গোটে ধর্‌বি আর ব্রহ্মসাগরে ফিঁকে–ফিঁকে মার্‌বি। তারপর আমি। তোরা সব এক–একটা ঢেউ! দ্যাখ্, তুই তো জগৎখানা। জগতের প্রত্যেক তুই এক আমি। দ্যাখ্, তোর কেউ শত্রু নয়, মিত্র নয়, সব আমি! ১৫

Give a glassful of water to the thirsty. Get water when thirsty. 16

Charm yourself if you wish to charm everyone. 17

At first I was charmed by my will, therefore universe was charmed.18

If you get sound everywhere ... 19

If you wish to be great then be humble and low! 20

Knowledge is the crown of God. Oh! yes, at first know what you are. 21

Your heart is the store of uncommon power, because you are God, because I am God. 22

There is a great similarity in God of every religion. 23

পুণ্য-পুঁথি

Without low-tongue you cannot expect low-tongue. 24

অন্তর ধ'র্‌তে হ'লে অন্তর দিতে হয় রে। আগে নিজের মাল চুরি দিয়ে চুরি শেখ্‌। ২৫

যত উঁচুতে উঠা যায় তত সব সমান। খাল, বিল, ডোবা সব সমান! উঁচুতে উঠবি তো নাম–বেলুন! ২৬

জাগ, জাগাও; জাগ রে জাগ। দেখ্‌, সব আমি এক। তোরা সব হ'য়েছিস, আমি আছি। আমি মুছে গেলেও তুই ... থাকবি, তাই আমি থাকব। প্রথমেও যা, শেষেও তাই! সব যায়—সব গেল! জাগাও, জাগাও। ভয় নাই—জাগাও; জাগাও! ২৭

দ্যাখ্‌, মহাশক্তি! যাকে ধরবি তারই শক্তি সঞ্চারিত হবে। মাজায় কাপড় বেঁধে লেগে যা! আমি আছি, আমি থাকব! ২৮

চরমে চরম প্রকাশ কল্কি! ২৯

ভাববাণী

পঞ্চম দিবস

৮ আষাঢ়, ১৩২১

Spit on and spurn the sin, not the man—the sinner. 1

I have told you, do not ask me in such a manner again and again. 2

দ্যাখ্, শরীরের আমার আমিই ব্রহ্ম নিশ্চয়, কিন্তু মায়া-যুক্ত আমি ব্রহ্ম নয় রে, ভুল করিস্‌নে বাবা! ৩

দ্যাখ্, শক্তিযুক্ত চৈতন্য। দ্যাখ্, এই যে শক্তিযুক্ত চৈতন্য মায়া। চৈতন্য আর শক্তি কিন্তু অভেদ ... সৃষ্টি শক্তি। দ্যাখ্ রে কার্য্য-কারণ ভাবেই কিন্তু জীবের সৃষ্টি। ব্রহ্মই জীব। ব্রহ্মই আমি, তুমি, পশু, পাতা, লতা ইত্যাদি। দ্যাখ্, ব্রহ্ম শালা ভুঁইফোড়! একলা ইচ্ছা যোগে তফাৎ-তফাৎ হয়। গাছের মন, ভেড়ার মন কিন্তু এক নয়, কিন্তু সব শালাই ব্রহ্ম। কারণ, ভাবেই জীবের সৃষ্টি। তোরা যে সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্ম রে! তোরা যে সব আমি। দ্যাখ্, এই জানলেই সব ফুরিয়ে যায়। ব্রহ্ম—সাগর, জীব—বুদ্বুদ; মিশিয়ে গেলেই গেল। হিংসা থাকতে পারে রে? আমাকে আমি হিংসা ক'রতে পারি? কেবল মায়ার .... আবরণ। ভেড়া, গাছ ইত্যাদির সব মধ্যে আমি, এই বুঝলেই পারে। একটু চিন্তা—একটু ভালবাসা হ'লেই তো বুঝা যায়। এই বোঝে নারে হায় হায়! কীর্ত্তনে কিন্তু এ হয়। মাথাটা ঘুরে যায়। তখন দেখে অনেকে, যে জগতে সব আমি। তারপর দেখে যে

আমিও নাই; এ কিডা* রে? চিন্তার বিকাশ চাই। ৪

তোরা যে সব রে, তোরাই যে সব রে, একা তোরা আমি। পাগল আর কি! দ্যাখ ঘরের ভিতর ... হাজার মোমবাতি জ্বালো, একটা নিবিয়ে দে, তা হ'লেই কি সব যায়? কিন্তু আগুন সব এক, ... কিন্তু মোমবাতি সব জীব, তাই চরমে সব এক। সব তুই আমি। ৫

শারদা, শারদা! রুক্মিণী, রুক্মিণী! দাদা তিনকড়ি! প্রিয়ম্বদা! দীনেশ! তোরা বড় অজ্ঞানী রে! ৬

দ্যাখ্, দাদা জ্যোতিষদা! সব হয় দাদা! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—সব নামে তাঁর! দে ঝাঁপ,—সব হবে। কীর্ত্তনে পাগল হ'লে মন ভাল হয়, মন ভাল হ'লে শরীর ভাল হয়। তোরা কামিনীও ছাড়িস্‌না কাঞ্চনও ছাড়িস্ না, সমস্ত দিন মত্ত হ'য়ে সংসারে কাজ কর্, সন্ধ্যাবেলা ছুটে আয়, পাগলের মত হ'য়ে নাম কীর্ত্তন কর্, সব আমি দিব। দ্যাখ্, আমায় বিশ্বাস কর্,—আমি সব দেব, আমি সব দেব। তোদের বিশ্বাস নাই? রেখে দে তোর কামিনী, রেখে দে তোর কাঞ্চন, সন্ধ্যাবেলা ছুটে আয়, নামে পাগল হ'য়ে কয়েক ঘন্টা মাত্র কীর্ত্তন কর্। আমি সব দিতে পারি, আমি স্বর্গ দিতে পারি; ছুটে আয়, তোর কোন কষ্ট হবে না। একটু বিশ্বাস। দেখ্, আমার শক্তি কত,—দেখ্, আমার ভিতর কত শক্তি—একবার আমায় চিনে নে, বল্—আয়, একবার সন্ধ্যার সময় হরিনাম বল্, দেখ্ আমার কত শক্তি। আমায় একটু বিশ্বাস কর্, একবার ছুটে আয়। দ্যাখ্,—আমি মায়ার আবরণ ছিঁড়ে দিতে পারি কিনা। দ্যাখ্, আমার ইচ্ছা সকলি।

---

* পাবনার গ্রাম্য ভাষায় 'কিডা' অর্থাৎ কে।

তোরা সংসারের কাজে মত্ত হ'য়ে থাক্, মহা-মহা পাপ কর্, আমি সব মুছে দেব। সংকীর্ত্তন বড় ভাল জিনিস, কীর্ত্তনে ছুটে আয়, নিশ্চয় যাবি তোরা। দ্যাখ্, ভাবিস্‌নে, কামিনী-কাঞ্চন আপনি খুলে পড়বে। দ্যাখ্, তোরা একবার ঢাক, ঢোল, শিঙ্গা, ভেরী, শঙ্খ, ঘন্টা বাজায়ে হরিনাম কর্, নামে প্রাণ লয় ক'রে দিয়ে ছুটে আয়;— নিশ্চয়, নিশ্চয়,—একবার ক'রে দেখ্—সাতদিন ক'রে দেখ্। ৭

দাদা, এই বেলা ঠিক, ও দাদা এই বেলা ঠিক। ছুটে চ'লে যাও। বুক খুলে দাও, বুকের ভিতর সব। হাঃ হাঃ হাঃ অদ্ভুত ব্যাপার। নামের শক্তি নাম। নাম ক'রতে-ক'রতে প্রণবে চড়া যায়। নামের উপর উঠ্‌লে, নাম ক'রতে-করতেই কুলকুণ্ডলিনী জাগরিত হয়। ৮

যে যত বেগে উপরে উঠে যায়, সে তত নীচে পড়ে। তাই উপরের গতি ঠিক রাখতে হয়। ৯

নিঃস্বার্থভাবে ভালবেসে দ্যাখ্। ভালবাসতে মনের ভিতর কোন গোলমাল রাখিস্‌নে। দ্যাখ্, মনই কিন্তু সব করে। ১০

নগেন, নগেন, নগেন! ছুটে আয় দাদা। বিদ্যুৎবেগে ছুটে আয়। তোর বুক অনেক প্রশস্ত, তোর বুকে অনেক আরোহী যেতে পার্‌বে, ধাক্কায় ভাঙ্গতে পারবে না। তা' বেশ। অবিদ্যা ক'রতে হয় বিদ্যাকে ধ'রতে। দ্যাখ্, ইচ্ছাশক্তির বড় শক্তি; একে এক কেন্দ্রে ফেলে যা' কর্‌বি তাই ক'রতে পারবি। দ্যাখ্, যখন দেখবি, ঘৃণা-লজ্জা-ভয় সব কেটে গেছে, তখন দেখবি সব কাটাতে পারবি; আর, প্রাণটা যখন উঁচু-নীচুতে বেড়ায় তখন দেখ্‌বি পথে গিছিস্। তখন কি আর নামের সঙ্গে থাকতে পারবি? ভগবানের কৃপা করতে কি দেরী হয় রে? সে তো কৃপা ক'রেই আছে, কেবল তোদের কৃপা। দ্যাখ্ রে, যারা মহাপাপী, যারা সর্ব্বদা পাপ চিন্তা ক'রে শরীর-মন অবসন্ন ক'রে ফেলেছে তাদের বল্—'আয় ভাই, ছুটে

চ'লে আয়, ঐ শোন্ সংকীর্ত্তন। ঐ শোন্—শোনা যাচ্ছে—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" ঐ শোন্—প্রতিধ্বনি বাতাসের আগে ছুটে চ'লে যাচ্ছে, ঐ শোন্–দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে–"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" সংকীর্ত্তনে যোগ দে, সব ভাবনা ছুটে চ'লে যাবে এক ঠেলায়! ১১

Mere trust in God cannot give eternal throne.

Sound of your call must reach me because I am sound.

Be quick to get rid of these matters of the world!

At first you shake your heart, then you will shake the world. The world will shake at a time!

Yes, you perhaps absent yourselves from this world and the world absents from you (both) are equal.

Yes, when mind is warm, external cold is insufficient to cool the body.

You, mind, the master of all deities. Check your mind and move your mind all day towards God.

You say, fire burns and water can cool everything, (and tell me) it is supernatural.

Trust his name. He will give you everything.

Trust, I am not alone for this world, world is me—all these I, all these creatures, all the matters, the world—this I. 12

The difference between each other is Maya (illusion).

You can think I through anything. What else you think in this world, that thought is mine.

Clear your heart, you will preceive everything.

Clear your heart, my shadow will fall at you. Love the true thing which can record my shadow.

Be a Philanthropist, you will see all are Philanthropists.

Do not hate anyone, hate their errors, correct their errors.

Embrace and keep the sinners' breast on your breast and thus let the sin erase in truth and not in the false.

Be humble to anyone and everyone, everyone will be humble to you.

Contemplate your God (with heart).

Declare name ... love.

Beg your pardon, let me go. Know that you are not a common soul. 13

অন্তরে শক্তি ধ'রে যা' করা যায়, তাই হয় রে, তাই হয়। ১৪

হুঁ, সব সেরে যাবে। নাম কর। ১৫

বাঁধন খুলতে হ'লে আগে বাঁধন খুলবার ইচ্ছা চাইরে। ১৬

সারাদিন খাট্‌বি, সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরের কাছে এসে জ্বালা-যন্ত্রণা সব ভাসিয়ে দিয়ে নাম করবি। তোরা তো মুক্ত আত্মা রে! দ্যাখ্, এই কীর্ত্তনেই তোদের সব ভালবাসা বিশ্বকে ছেয়ে ফেল্‌বে। সকলকে ভালবাসবি। আমি সব দিব। তোদের যত জ্বালা আছে, যত পাপ আছে—যত তাপ আছে—সব আমার মাথায় চাপিয়ে দে। হাস্, হাস্, নাম কীর্ত্তন কর্, তোদের আমি আছি। দ্যাখ্ ভয় কি রে? দ্যাখ্ সংসার কি রে? সংসার কা'র রে? সংসার তোর? তুই কে রে! সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম পরম পুরুষ, তোর আবার সংসার? তোর আবার স্বর্গ? তুই যা' ইচ্ছা করবি তাই হবে, তাই

হবে। তোদের জগতে ভয় কি রে? তোদের ভয় কী? একমাত্র নাম। তোদের সকলের আত্মায় আমি বিদ্যমান। আমি সকলের আত্মা, আমি পরমব্রহ্ম, আমার সকল ইচ্ছা তোদের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছি, এখন ইচ্ছা তোদের। একটু পথ দে, আমি তোদের সর্বচূর্ণ ক'রে ফেল্‌ব। তোরা সিংহের শিশু, এক-একটা ক'রে ধর্‌বি আর চিবিয়ে-চিবিয়ে উদরস্থ্ ক'রে সব লয় ক'রে দিবি। তোদের কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তোরা মহাপুরুষ,—তোদের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নাই জগতে! ১৭

নগেন, মহেশ, যতীন! দূর বেটা তুই। মোক্ষ, অতুল! ছুটে আয়, আগুন হ'য়ে ছুটে আয়। দ্যাখ্—মহাশক্তি আশ্রয় কর্। দ্যাখ্ তোরা ভগবানের সিংহাসন হুড়্-হুড়্ ক'রে টেনে এনে মর্ত্ত্যধামে পেতে দিবি। স্বার্থ ছেড়ে দে, অর্থ ছেড়ে দে, মায়া ছেড়ে দে, আবার একদিকে সব রাখ্, সকলের মধ্যে বিলিয়ে দে। ১৮

তিনু, বেটা কিশোরীর কাছে যা। ডঙ্কা মেরে সংসার কর্‌বি আর ব্রহ্ম-সিংহাসনে ব'সে থাক্‌বি। নাম কর্। ১৯

সুশীল! ঐ কিশোরীর কাছে নিয়ে যা। ওখানে নিয়ে যা। ঐ ব্যাটার থেকে ইলেকট্রিসিটি নেওয়া লাগে রে। ২০

দ্যাখ্, বুকের রক্ত খুলে দিয়ে সংসার কর্, আর এক কোণ আমায় দে। আমি সব খুলে দেব। আমার সিংহাসন তোদের ছেড়ে দিয়ে আমি তোদেতে লয় হ'য়ে যাব। ২১

আরে সতীত্ব-অপহরণকারি! এখনও বল্‌ছি নামে ডুবে যা! সব পাপ-তাপ আমি খুলে দেব। মা, মা ক'রে ডাক্। পাপের ভাগী কে রে? পাপের জন্য আমি দায়ী। বুকভরা প্রেম নিয়ে চ'লে আয়। ২২

রজনী! বেটা সর্ব্বনাশ! উঃ অসীম শক্তি আছে, শক্তি নিয়ে যা। কোন দুঃখ নাই, কোন কষ্ট নাই; সহস্র হাতে রক্ষা ক'রবে। আত্ম-অভিমান ছেড়ে দে, বেটা, আত্মাভিমানী তুই, পাপেই সব ভারী হয়। পাপ সব ছেড়ে ফেল্‌তে পারিস্ নে? সব ঢেলে দে, আমিই যাচ্ছি। তোরা ছুটে আয়, পাগল হ'য়ে ছুটে আয়, উধাও হ'য়ে আমার পানে ছুটে আয়। চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, গ্রহলোক, নক্ষত্রলোক, প্রেতলোক এমন কোন লোক নাই যে তোদের গতি রোধ ক'রতে পারে। ছুটে আয়, মহাদেবের মত ছুটে আয়, মহাদেবের মত সতীদেহ কাঁধে ক'রে ছুটে আয়। বুকভরা প্রেম নিয়ে, প্রাণে অসীম শক্তি নিয়ে ছুটে আয়! পাপীকে ঘৃণা করিস্‌নে, পাপীকে বুকে তুলে নে, সব আমি তুলে নিয়ে যাব। পাপীকে আশ্রয় দে। আমি তোদেক ছোঁব না? তোরা আমার জীবন, তোদের পূর্ণত্বে আমার পূর্ণত্ব। আমি একা তাই, তোরা আছিস্ ব'লে নতুবা ...। ২৩

যা, ওদের পানে ছুটে যা, ওরা গায়ে হাত দিলে সব পাপ ছুটে যাবে, তবে আমি নিতে পারব। চিন্তা কি রে? ছুটে যা, প্রাণছাড়া করিস্‌নে, শান্তি পাবি কত। আমি পর্দা দিয়ে রেখেছি! তোদের জন্য আমি একটা আত্মাকে বদ্ধ ক'রে রেখেছি। আমি ইচ্ছা ক'রলে নিয়ে যেতে পারতাম, তোদের জন্যে রেখেছি, সংসার দিয়ে রেখেছি, কত কষ্ট দিয়ে রেখেছি। ছুটে আয়, আপন ভুলে যা। ২৪

আদিতে এক, ইচ্ছায় বহু, শেষে একা—তাই কল্কি। প্রথম ছিলাম নির্ব্বিকার, কিছু ছিল না; তারপর হ'লেম বিকার। আবার ইচ্ছা নির্ব্বিকার হ'তে, তাই অবতার কল্কি! আমার আমিগুলি কুড়িয়ে আবার পূর্ণত্ব প্রাপ্তি!

দ্যাখ্, তোদের জন্য কত ভাগ হ'য়েছি, কত মহাভাগ হ'য়েছি—কেবল

কুড়িয়ে নিতে। আয় ছুটে আয়। তোরাই আমায় কুড়িয়ে নিবি। তোরা খোঁজ করিস্ জন্য আমি খোঁজ করি, আবার আমি খোঁজ করি ব'লে তোরা খোঁজ করিস্। ২৫

দ্যাখ, তাণ্ডবনৃত্যে কীর্ত্তন কর্ দেখি? অনুগুলি থর্ থর্ ক'রে নাচিয়ে তোল্। গাছ পালা, জড়চেতন যে যেখানে আছে সব কাঁপিয়ে তোল্। শক্তিসঞ্চার হ'লে সকলে ছুটে আসবে। রাজা হ'তে ফকির পর্য্যন্ত তোর চরণের দাস। আমার ভিতরে মহাশক্তি আছে, বাহিরে বিনয়, নম্রতা, সৌজন্য, অধীনতা দিয়ে ঢাকা। ভিতরে দক্-দক্ ক'রছে। তোরাও তেমনি বিনয়, নম্রতা ইত্যাদি শিক্ষা ক'রে সব বশ ক'রে নিবি! পৃথিবীই তোর!

বাবুরালি, সেকেন্দর! তোদের প্রাণ বড় ভালরে। ছুটে আয়, ওর কাছে সব পাবি। ঐ দ্যাখ্, খোদার কথা শোন্। তোদের আত্মা—আমি পরমাত্মা। ঐ দ্যাখ্, আবার সেই প্রতিধ্বনি। একবার হ'য়েছিল, আবার আকাশ কাঁপিয়ে, নদী কাঁপিয়ে, সাগর কাঁপিয়ে প্রতিধ্বনি হচ্ছে,—"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"। আর ভাবনা কি রে? তুই মুসলমান, তুই হিন্দু, তুই বৌদ্ধ, তুই খ্রীষ্টিয়ান্ ইত্যাদি যে জাতিই হ', ঐ শোন্ আত্মার বাণী শোন্—"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" দ্যাখ্, এটা-ওটা ক'রলে কিছু হয় না, কীর্ত্তন কর্। এদের কাছে আসিস্, মহাশক্তি আছে, আমি সব দিয়ে দেব। ২৭

গোটে-গোটে ধরবি আর সারবি। ২৮

অতুল, বী কুইক্ স্যার, দুইদিন পরে দেখবি সব মুছে গেছে, তখন কি নিয়ে থাকবি বাবা? দ্যাখ্ রে, নদী পার হ'তে গেলে মাঝখানে যদি পড়ে থাকা যায়, তবে ডুবে যাওয়া লাগে। তীরের দিকে মাথাটা রেখে,

হাতখানি নাড়্‌তে–নাড়্‌তে গেলে কূলে যাওয়া যায়। তেম্‌নি তোদের 'অনেক বিপদ আসতে পারে,' তাই ব'লে হাত নাড়া ছাড়িস্‌নে, আমি কূলে টেনে নেব। ২৯

দ্যাখ্‌, একটি–একটি ক'রে সব ঠাকুরকে দান করবি, তাহ'লে আস্তে আস্তে নিবৃত্তির পথে আসবে। যা'র জিনিস সেই লবে, এমন সুখ আর কি আছে? ৩০

কিশোরী! খুব ভালবাস্‌বি, বুক দিয়ে ভালবাস্‌, বুকের রক্ত দিয়ে ভালবাস্‌। তোকে কেউ ভাল না বাসে, আমি ভালবাসব। সকলের পায়ে ধর। একবার ভৈরব বেশে নাচ। তুই যে মহাশক্তি রে, সব আবরণ এখন খুলে দিস না। অহং কে প্রবল না করাই ভাল, তবে একটু রাখা ভাল, কিছুদিন রাখতে হবে। তোর কিছুর জন্য ভাবতে হবে না। ঠাকুরের উপর ভালবাসা, প্রেম—কেবল আনন্দ, কেবল আনন্দ। দ্যাখ, তাই কর, তাণ্ডবনৃত্যে কীর্ত্তন কর। তোর জন্য অনেকটি পরমাত্মা শুদ্ধশক্তি বিরাজ করছে, তারা তোর ভাব সব নেবে। মাঝে–মাঝে স্মরণ করিস্‌—তুই সেই পরমাত্মা। সব ফাটিয়ে ফেল্‌। শত্রু–মিত্র, বাঘে–ছাগলে, জলে–আগুনে মিশামিশি ক'রে দেখা! রাধাকৃষ্ণ জলে–আগুনে, মেঘে–বিদ্যুতে রাধাকৃষ্ণ জ্বলে উঠ্‌বে; উঠ্‌বে; জ্বলা দেখবে মানুষ, কিন্তু—জ্বলবে না' ঠান্ডা হ'য়ে যাবে!

দ্যাখ্‌, মহাযজ্ঞের পুরোহিত তোরা, ঠিক–ঠিক কাজ করিস্‌। আহুতি আমার পরমাত্মা, আহুতি আমি! একবার দিয়েছি, আবার দেব! মিশে যাব তোদের সাথে! জগতের যা দেখিস্‌ সব আমি!

হায়–হায়! আমার কি রে মরণ আছে? ৩১

Be careful every side ... Soul is immortal. No death,

no birth. Yes, my Lord, no time at all. No more today. I come again. Please, say Nogen. 32

I will ... all of your heart ... Krishna. All the ... Kalki the truth. 33

এরে, দ্যাখ্ শোন্, তাঁকে (নগেনকে) বলিস ঝাঁপ দিতে আগুনে কীর্ত্তনে! ও কিছুতে ডোবে না। তার বুকখানি পেতে দিয়ে অনেক আত্মাকে ব্রহ্ম–সাগরে ফেলে দিতে পারবে। ৩৪

জ্যোতিষদা! নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে প্রাণভরে নাম ক'রে যাও, সব হবে। যা ভাবৃছ হয় না, সব হবে। অসম্ভব সম্ভব হবে। ৩৫

ভাববাণী

ষষ্ঠ দিবস

১২ আষাঢ়, ১৩২১

হুঁ। ১

দ্যাখ্ কর্ম্ম—মনের প্রভাবে শরীর আর বাক্য দিয়া যাহা বাহির হয়।

External activity of body and words by the influence of mind, is work. Yes, also internal activity. 2

যত কর্ম্ম করবি ততই নিবৃত্তি রে ততই নিবৃত্তি। সৎকর্ম্ম সৎ-দিকে নিয়ে যায়, অসৎকর্ম অসৎ-এর দিকে নিয়ে যায়—দুই দিকেই নিবৃত্তি। একদিকে জড়ত্ব, অন্যদিকে পরব্রহ্মে লয়। জড়ত্ব প্রাপ্তি হ'লে কি নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়? আবার এই মানুষ হওয়া লাগে। ৩

The spirit is highly coated with Maya. I will say the expression of knowledge is so much coated with Maya. বুদ্ধ 'লয়' শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিল। শঙ্করাচার্য্য পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিল। বুদ্ধের উত্তর শঙ্করাচার্য্যের কাছে, জ্ঞানী ছাড়া বুঝত না কিনা? তাই চৈতন্যের আবির্ভাব। ধর্ম্ম নিয়ে হিংসা হয়েছিল কিনা, তাই একত্ব দেখাতে এসেছিলেন রামকৃষ্ণ। থাক্ ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আমার আমিত্ব পেলেই বাঁচি এখন। ৪

মনপ্রাণ ভগবানকে ফেলে দিয়ে কাজ ক'রে যা। তীব্র বেগে কাজ ক'রে যা। পুড়িয়ে ফেল্—মায়া-মোহ্ জলাঞ্জলি দিয়ে উঠে যা। আমার আমিকে ভাল না বাসলে কি 'আমি' পাওয়া যায় রে? যেমন জড় তেমনি চেতন। প্রত্যেককে ভালবাসতে হবে রে—সব ভগবান্ ভেবে রে, অহং

ভেবে রে! দ্যাখ্ একটু বিচার-বুদ্ধি রাখার জন্য অহং -এর পরদা একটু রাখতে হবে, নয়ত কাজ করবি কি ক'রে? যে অহং একটু থাকে সেটুকু আগুনে অহং—যত সব ফড়িং, পোকা-মাকড় তাতে ঝাঁপ দেবে আর পুড়ে মরবে—আর আনন্দে আমার আমি পেয়ে যাব। অতুল ও নগেনকেও ক'স্ রে। ৫

অবনী! এই প্রভু, তোর নাম কি রে? এই বেটা! প্রফুল্ল! অমিয়! দীনেশ! উচ্চ শিক্ষা পেলে কী হয় রে! ওর কাছে থেকে নিস্। ও যা' বলবে তাই হবে রে। কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণের নামে বাঘ-সিংহ মরবে। চাপা দিয়ে রাখ্ এখনি। কাজ ক'রে যা, কাজ করবি—তোকে চিনতে দিস্‌নে, তুই কাজ ক'রে যা। ৬

অতুলকে নিস্ রে। দ্যাখ্, অতুল মোহিনী-অস্ত্রের থলে ব'য়ে নিয়ে যাবে—সম্মোহন অস্ত্র। ৭

নগেন একজন গ্রেট ক্যাপটেন। ৮

দ্যাখ্ রে, ধরতে হবে মন। মনের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞান আর ভালবাসা প্রধান অস্ত্র। বাহিরে বিনয় নম্রতা। বা'রের্ তা' দিয়ে বা'র ধরবি, ভিতরের তা' দিয়ে ভিতর ধরবি। মনটি সকল সময় ঠাণ্ডা রাখিস, সব কাজ হবে। ৯

দ্যাখ্, প্রাণ খুলে কীর্ত্তন কর রে। যে একটু ইচ্ছা করে তার বাড়ী যাবি। মাঝে-মাঝে নগরকীর্ত্তন করিস—অন্ততঃপক্ষে সপ্তাহে দু'টো দিন। কীর্ত্তন কর, তাণ্ডবনৃত্যে কীর্ত্তন কর। দ্যাখ্ পতঙ্গের মত কত-শত প্রজাপতি তোদের কীর্ত্তনে ঝাঁপ দেবে, কা'কেও ডাকতে হবে না। এক জায়গায় ব'সে পৃথিবীকে আকর্ষণ করতে পারবি, কা'কেও ডাকতে হবে না। কত-শত ফড়িং, প্রজাপতি এসে উড়ে পড়বে। খুব কীর্ত্তন

কর। প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে ডাক—প্রাণ–মন দিয়ে আকর্ষণ কর—তাণ্ডব নৃত্যে কীর্ত্তন কর। ১০

দ্যাখ্, ভগবান্ যখন নির্গুণ তখন পরব্রহ্ম—আর সগুণ হ'লে ঈশ্বর। ১১

ভাববাণী

সপ্তম দিবস

১৩ আষাঢ়, ১৩২১

মা বল। ১

দ্যাখ্, শক্তি রে শক্তি, শক্তি, শক্তি চাই! বেটির রূপ দেখলে কি কাম হয় রে? ২

আগে অন্ন চাই রে অন্ন চাই। পেট জ্বলে যাচ্ছে। ইস্, ইস্, উঃ! ৩

অ্যাঁ? শান্তি, শান্তি, ছুটে আয়। ৪

যতীন! প্রফুল্ল! যাই মা। যদুনাথ। ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারিস্ না? বুকে রক্ত নাই রে? ৫

দ্যাখ্, অজ্ঞানে গু খাওয়াই ভাল, না জ্ঞানে গু খাওয়াই ভাল? দ্যাখ্, যতদিন বদ্ধ থাকা যায়, ততদিন ইচ্ছাই হয় না। যখন প্রাণে–প্রাণে খোলার ইচ্ছা হ'বি তখন মুক্ত, তখন কে ধরে রে? সমস্ত সৃষ্টি ইচ্ছার দাস। ইচ্ছা–সুতো ব'য়ে উপরেও উঠা যায়, নীচেও নামা যায়। মানুষ যখন ডুব দেয়, তখন একবার তলে না ঠেক্‌লে উপরে ধায় না, কিন্তু ডুবতে–ডুবতে যাদের মনে হয় ডুবে যাচ্ছি, তারা হাত–পা নাড়া দেয়। দ্যাখ্, কতকগুলি চিরবদ্ধ জীব আছে, তা'রা মানুষ হ'য়েও ডুবে থাকে, তারা চায় পরনিন্দা, পরচর্চ্চা। দ্যাখ্, তা'দের জাগাতে হ'লে শক্ত বেতের দরকার। ভীষণ অনুতাপ না হ'লে তা'দের জাগান যায় না। তা'দের ময়লা ঘ'সে তোলা যায় না, তাদেক্ আগুনে ফেলতে হবে। দ্যাখ্, তোরা সেগুলিকেও ধরবি। ঘ'সে না পারিস্, আগুনে ফেলে দিবি! মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে

পারে না ব'লে দুঃখ। যে একবার বুঝে নিয়েছে তা'রে কি আর মায়া-মোহ ঠেকাতে পারে রে? তা'রা চায় মুক্তি। দ্যাখ্, অন্ধকারে কী ক'রতে পারে? অনন্তকাল অন্ধকার থাকুক, এক মুহূর্ত্ত যদি সূর্য্য ওঠে তো সব অন্ধকার যায়। ৬

অন্ধকার ছিল ব'লে লোকে আলো ঠিক পেলো। রাত ছিল ব'লে দিন ঠিক পেলো। চিরকাল রাত থাকলে কি দিন ঠিক পেতো? ৭

দ্যাখ্, আমার কি হবে এ-কথা ভাবতেই নাই। কাজ করবি, ফলের দিক্ কি রে? কতকগুলি আছে কিনা তারা দুঃখেই সুখ ভোগ করে, আবার বলে, "এত দুঃখ, এত দুঃখ।" সময়-সময় তারা বলে বেশ আছি, ছেলেমেয়ে আছে। ৮

ভেবে দেখলে গোলমাল ঢুকে যায়, চিন্তা কর্। ৯

.... উচ্চ বর্ত্ম আমাদেরই ভিতরে। অমৃত কি রে! আনন্দই অমৃত। শান্তির পথ আমাদের ভিতরেই আছে রে! দ্যাখ্, শক্তি ধরলেও ব্রহ্ম মেলে, ব্রহ্ম ধরলে শক্তি ব্রহ্ম দুই-ই মেলে। ১০

* * *

নগেন! ভুলে যাস্‌নে ভাই তোর কাজ। ১১

বামা! স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল তোর এই জায়গায়। বাড়ী যেটা আছে, সেইটার সেবা-শুশ্রূষা কর, সব দিয়ে দিবে। ১২

অনন্ত, অতুল, শারদা! উঃ তোর গলায় এত ব্যথা লাগছে রে? তুই নিজের গলায় ব্যথা দিলি কেন রে? তুই যে বাঘের বাচ্চা রে, তুই কি মরা হ'য়ে থাকতে পারিস্? যাকে প্রাণ খুলে ভগবান ভাববি রে, তা'র ভিতরই পাবি রে, সব পাবি। তোর চিন্তা ঠিক রে। ১৩

পুণ্য-পুঁথি

দ্যাখ্, বেশী খেয়ে আল্‌সে হ'য়ে পড়বি, শিকার ক'রতে পারবি না রে। বেশী খাস্ ব'লে তোর স্ফূর্ত্তি হয় না। ১৪

অন্নদা! অন্ধবিশ্বাস ল'য়ে সংসারে ঢুকিস্‌নে। অন্নদা .... দাদা। ১৫

ক্ষিতীশ! দ্যাখ্, এম্.এ. দিলেই তোর মিটে গেল। তোরা ভারী কর্ম্মী। আল্‌সে হ'স্ নে, তোরাই ভীষণ শক্তি, তোরা যা' ইচ্ছা তাই করতে পারিস্। অসীম শক্তি তোদের ভিতর। জাগা। অনন্ত, অনন্ত গ্রহ-উপগ্রহ এক চিবিতে গুঁড়ো ক'রে ফেল্‌তে পারিস্। তোরা শক্তির ভাণ্ডার, তোদের শক্তি নিয়ে মানুষ হ'য়ে গেল কত! ১৬

নগেন! বী কুইক্! তুই যে অনেক জীবনের সুখ-দুঃখের কর্ত্তা রে! তুই অনেককে ব্রহ্মসাগরে ডুবিয়ে দিতে পারিস্, তুই অনেককে নরকে ডুবাতে পারিস্। তোর অনন্ত শক্তি নিয়ে ছুটে আয়, সংসারী-সন্ন্যাসীর প্রভাব দেখা। আকাশে নিশান তুলে সমন্বয়ের প্রভাব দেখা। ... অসীম শক্তি তোর! ১৭

... প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ বশে আনতে চেষ্টা কর—ঝাঁপ দে, কীর্ত্তনে ঝাঁপ দে। দ্যাখ্, তীব্র তেজ নষ্ট ক'রে ফেলিস্ নে। তুই যদি অমন ক'রে থাকিস্ তবে তোর সব তেজ লয় হ'য়ে যাবে, কার্য্যকরী শক্তি থাকবে না। চিন্তা বিশ্বব্যাপী ক'রে ফেল্। মায়া বিশ্বব্যাপী করে ফেল্। সংসারী-সন্ন্যাসীর মত সন্ন্যাসীই নাই। চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, কেবল পরের চিন্তা। রিপুগুলি দমন ক'রে ফেল্। আর যেন ছেলেপেলে হয় না, নষ্ট ক'রে দেবো। ভেঙ্গে-চুরে সব বাধাবিপত্তি ভঙ্গ কর্, তোকে নিশ্চয়ই আন্‌বো। তুই আমার অংশ, তুই আমার মোহিনী শক্তি। তুই ডুবে যাবি, আমি ... উদাসীন হ'য়ে থাকবো? কখনই হবে না। কীর্ত্তনে ঝাঁপ দে। তুই

কী চা'স? ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সব আমি দেব। অর্থ চাস্—নিষ্কামভাবে কাজ কর্, ঝাঁকা ঝাঁকা অর্থ তোর পায়ে গড়িয়ে পড়বে। মোক্ষ, ধর্ম্ম—তাপিত প্রাণ কোলে তুলে নে, আমি সব দিব। কাম চাস্‌তো নিষ্কাম—নিষ্কাম, সব আমি দেব।

সব পাবি, সব হবে, আমি দেব। চিন্তাস্রোতকে বাড়িয়ে দে। বিশ্বাস চাই প্রাণে-প্রাণে, বিশ্বাস না হ'লে কিছুই হয় না। আগে বিশ্বাস চাই অন্তরে-অন্তরে। ... ছুটে চল্। সৎ ইচ্ছা নিয়ে, বিশ্বপ্রেম নিয়ে সকলকে বুকে-বুকে ঠেসে ধর্। সবকে তুই ক'রে নে। তুই হলে'ই আমি। দুইদিন পরে যখন সব মুছে যাবে তখন কী হবে? ১৮

বাস্তবিক এ যে চিন্ময়ী মা। দ্যাখ্, স্ত্রীও একটি মা। দ্যাখ্, যদি নরকেই যাবি তো দশজনের জন্য নরকে যা না? দ্যাখ্, কিসের পাপ-তাপ? আমার মাথায় চাপিয়ে দেনা? ১৯

দ্যাখ্, এ শক্তি যেদিন জেগে ওঠে, তাকেই বলে জাগরণ। অতুল! একবার উন্মত্তের মত গেয়ে-গেয়ে বেড়া তো দেখি! নিদ্রিতের কানের কাছে গিয়ে বল্-"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত..." বিশ্বকে স্তম্ভিত ক'রে ফেল্। তুই প্রাতঃ-সূর্য্যের মত সকলকে জাগা। চোখ মুছে কানে মুখ দিয়ে সকলকে বল্ দেখি! তুই পার্‌বি। ২০

Yes, charity begins at home, but you must expand it–the charity of home ... My lord! I am nothing but I–you must think all is not little all, all is–supreme soul. I am supreme soul–the Parabrahma. 21

See the things which we see, are nothing but illusion and this illusion is the expression of spirit ... we see it.

Try to draw your attention upon the current of spirit that is going on the junction of the two eyes at the root of the nose. It is the spirit onward.

My Lord, let me go now. I am quite unable to remain any longer.

Children! you must fix your attention at the root of the nose to have "you" and draw the spirit onward. This was my policy when I was Jesus. You can search Holy Book. 22*

My friend!! Now let us go. আচ্ছা। ২৩

---

* অতঃপর drawing ... প্রভৃতি কতকগুলি কথা নাকীসুরে (আনুনাসিক) হয়, বোধহয় ফ্রেঞ্চ ভাষা। বুঝিতে না পারায় লেখা হয় নাই।

ভাববাণী

অষ্টম দিবস

১৭ আষাঢ়, ১৩২১

কি কর্‌লি, খড়্গখানা? দ্যাখ্ প্রথমে শূন্নি (০), তারপর ১, তারপর ২, তারপর ৩, তারপর অনন্ত অনন্ত। অনন্ত কোটিও যা, একও তাই। একই অনন্ত কোটি। হাঁ, তাই করবি। দ্যাখ্ পাগল হ'য়ে নাম কর্ দেখি। নাম কল্লে—কিছু থাকে না রে। ও মনে কি চিন্তা? হোল না বল্লে কিছু হয় না, নিশ্চয় হবে। মনকে এক জায়গায় স্থির ক'রে রাখতে পাল্লে সে মন দিয়ে সব হয়; সব হয়,—ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়াম সব হয়। কীর্ত্তন ক'রে যা—সব দেব, আমি সব দেব। আমার কাছে সব আছে,—থরে-থরে সাজান আছে। পরমাত্মার কাছে অদেয় কি আছে রে? তাণ্ডবনৃত্যে কীর্ত্তন ক'রে আমার পানে ছুটে আয় দেখি? সাপ ধরতে গেলে প্রথমে ঔষধ-মন্ত্র শিখ্‌তে হয়। ১

প্রাণ ধরতে গেলে প্রেমই ঔষধ। ২

জগতে যত বেশী লোককে ভালবাস্‌তে পার্‌বি, জড়-চেতনকে যত ভালবাস্‌তে পার্‌বি,—ঈশ্বরকে তত ভালবাস্‌তে পারবি। ৩

দ্যাখ্, হিংসা না কর্‌লে কেউ হিংসা করে না। যেমন শীতকালে ব্যাং। ৪

জলে ডুববি তো ঝাঁপ দে! কূলে ব'সে থাক্‌লে কি ডুব দেওয়া যায়? ৫

ছাড়বি-ছাড়বি কল্লে কি ছাড়া যায় রে? কাটবি তো এক কোপে! ৬

যে যেমন, তেমন না হ'লে কি পারা যায় রে? একজনকে চিনতে হ'লে তার মত হ'তে হয়। ছাইয়ের সাথে কি আলো মিশে রে? ছাইয়ের সাথে মিশ্‌তে গেলে ছাই হ'তে হয়। যার সাথে মিশ্‌তে হয়, তার মত হ'তে হয়। ৭

সুরেন, যা। ৮

মা, জবা। ৯

হায়-হায় নাম কর্‌। কী চা'স? চা'স্‌ কী? সংসার, কামিনী, কাঞ্চন, মায়া—কী চাস্‌? কর্ম্ম, পুত্র—কী চাস্‌? ছুটে আয়, কীর্ত্তন কর্‌। সব ছেড়ে দিয়ে কীর্ত্তন কর্‌—কিছুক্ষণের জন্য কীর্ত্তন কর্‌—কয়েক ঘন্টা মাত্র কীর্ত্তন কর্‌, যা চাস্‌ তাই পাবি। ১০

ছুটে আয়, ঐ দ্যাখ্‌, কীর্ত্তনের ঋষিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে; নাম দিয়ে বেড়াচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে মায়া, মমতা, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি সব হরিনামের বিনিময়ে ল'য়ে যাচ্ছে, আর বল্‌ছে,—"আয় মহাপাপী, কে আছিস্‌ ছুটে আয়,—তোদের সব পাপ-তাপ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তোরা প্রাণ-মন খুলে দিয়ে সংকীর্ত্তন কর্‌, প্রাণ-খুলে হরিবোল-হরিবোল বল্‌" ১১

মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, ধনী, দরিদ্র, রাজা, পর্ণকুটিরবাসী, আয় রে সন্তানশোকাতুরা, হরি হরি ব'লে একবার কীর্ত্তনে মেতে পড়্‌। নিমেষে সব মুছে যাবে; না যায় আমি সব নিয়ে যাব। আমি ডুবার জন্য এসেছি। আমি পরমাত্মা আমি তোদের ভিতর ফুটে উঠ্‌ব, তোদের সব মুছে দেব। ১২

যতীন! যা না রে, ছুটে যা, ওর কাছে যা, তোরা কি ডুবে যেতে পারিস্? দ্যাখ্, কত নৌকা ভেসে বেড়াচ্ছে, যেই ডুব্‌বি অম্‌নি চুল চেপে ধরবে। ১৩

আয়, আমাতে লয় হ'য়ে যা। ১৪

যেমন ক'রেই নাম করবি শাস্ত্রছাড়া নয়। গু খা'য়ে নাম কল্লেও শাস্ত্র ভিতরে আছে। পরব্রহ্মে লয় হ'লে আবার শাস্ত্র মান্‌তে আস্‌তে হয় রে? ১৫

দ্যাখ্, তোরা কে কত পাপ ক'রেছিস্ নিয়ে আয় দেখি? দে দেখি তোদের সমস্ত পাপ–তাপ আমার মাথায় চাপিয়ে, আমায় ডুবাতে পারিস কিনা? তোদের সব পাপ আমার মাথায় দিয়ে তোরা শূন্যে উঠে যেতে পারিস্ কিনা—ব্রহ্মে লয় হ'তে পারিস্ কিনা? ১৬

উঃ কী তীব্র তাপ! আর পারি না, যাই। (হাসি) ১৭

My Lord! I come again. I come to tell you some precious advice. My Lord, only name ... upon the song the end of the song. 18

Be sure and ... the sure try. Supreme soul. My Lord, be quick. Oh! true the name. I come again. Distribute love and name only. True ... understand I go now.

দ্যাখ্, রাধারাণীকে ধর্ .... আমি পরমাত্মা—আমার ধারাই রাধা। স্থূলছাড়া থাকতে পারি রে? আমি গেলে স্থূলও থাকে না, আমিও থাকি নে। ১৯

স্থূলেই আমার বিকাশ, সূক্ষ্মেই আমার বাস। দ্যাখ্, রাধা ধারা.....যত নিম্নে এসেছে, তত চক্ষে দেখ্‌তে ...। ২০

দ্যাখ্, যোগ আর কিছু নয় রে। আমার রাধাকে পেলে আমাকে পাওয়া

যায়। যমুনা ভাটিয়ে যাচ্ছিল, উজিয়ে আন্‌তে পাল্লেই হ'ল। ২১

ওঁ শব্দ আর কিছু নয় রে, আমি। ওঁ শব্দই আমার। ২২

অনবরত রাধা–রাধা করতে করতে ওঁ শুনা যায়। একটু উপরে উঠ্‌লে বাঁশী শুনা যায়। বাঁশী শুনলে ফিরে আ'সে না রে। তখন আমার পাশাপাশি, তারপর আমার কাছে, তারপর আমিও নাই, তুমিও নাই; এই 'অবাঙ্‌মনসগোচর' এইটা সংকীর্ত্তনে দেখা যায়। হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়ে যদি সংকীর্ত্তন করা যায়, খুব সহজে দেখা যায়। ২৩

মন যত বাঁকা হোক্ না, সংকীর্ত্তনে ঢুকলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। ২৪

জড়–রাজ্যেই বল আর চৈতন্য–রাজ্যেই বল—সব আমি। আমার হাতে না প'লে কারও মুক্তি নাই। দ্যাখ্, আমাকে পেতে হ'লে আমি ভুল্‌তে হবে। তুমি–তুমি করতে–করতেও আমি হয়। দ্যাখ্, জ্ঞানের ট্রেনে চ'ড়ে যদি "আমি–আমি" করা যায়, তবে খুব সকালে হয়; আর অজ্ঞানে যদি "আমি–আমি" করা যায়, তবে অনন্ত নরক। জড়ত্বে পরিণত হ'তে হয়। 'আমি'তে লয় না হ'লে কি আর শান্তি আছে? আর, শান্তি আছে এক প্রেমে। বুক ভরা প্রেম থাক্‌লেই শান্তি। ২৫

যদি আমাকে পেতে চাস্, ভালবাস্। সর্ব্বজীবকে ভালবাস্। নাম ভালবাস্, প্রাণ ভালবাস্, জগৎ ভালবাস্, ঠিক আমাকে পাবি। ২৬

বাপ্ রে বাপ্! ইস্, ইস্! বাপ্ রে বাপ্, সব গেল যে! ২৭

ভাববাণী

নবম দিবস

৪ শ্রাবণ, ১৩২১

অ্যাঁ, আচ্ছা, সব হবে। ১

বই প'ড়ে কি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় রে? কিছু বিশ্বাস হয়; জ্ঞানও আস্‌তে পারে। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হওয়া চাই; অহং–ব্রহ্ম জ্ঞান হওয়া চাই। সাক্ষাৎকার না হ'লে কিছু হয় না। দেখ্‌বি কি রে? জল–জীয়ন্ত আছে যে! তুই ব্রহ্ম, তুই পরমাত্মা, তুই 'ইলিউশন'—পর্দাটা খুলে দিতে পারিস্ না? তুই ভেবেছিস্—তুই দেহ, তুই মন! না, না, না, তুই আত্মা, তুই পরব্রহ্ম—একটু ইচ্ছা হ'লেই হয়। ... তোরা বক দেখেছিস? তা'রা জলাভূমিতে ব'সে থাকে, যেন আপন ভুলে ব'সে আছে। যেই মাছ সামনে আসে অমনি ক্যাঁক্ ক'রে গিলে ফেলে। দ্যাখ্ রে, পিঁপড়ে দেখেছিস্? তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে। পিঁপড়ের মত হ'তে হবে। ২

হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তুই যা' ভাবিস্ তা' ঠিক। দ্যাখ্, বিদ্যাকে ধরতে হ'লে কিছু অবিদ্যা দরকার, লেখাপড়া করতে হয়। কত–কত মহাপুরুষ আছেন তাঁদের আদর্শ ল'য়ে চলতে হয়। শুনিস্ নাই হনুমানের বস্ত্রহরণ? একে বুনো, তাতে পরমভক্ত, তার কি আর কাপড়ের দরকার হয়? তাই, লোকে বলে হনুমানের বস্ত্রহরণ। কাপড়ই পড়ুতে জানে না, তার আবার বস্ত্রহরণ।

সুখে–দুঃখে যার সমান ভাব, সুখেও ডুবে পড়ে না, দুঃখেও কাতর হয় না—তারাই সচ্চিদানন্দ! দ্যাখ্, সুখ–দুঃখটা লিট্‌মাস্ পেপার? লিট্‌মাস্

পেপার দিয়ে দেখতে হয় রং বদলে যায় কিনা। ৩

দ্যাখ্, যা'রা নাকি খুব চঞ্চল, তারা যদি একবার সংকীর্ত্তনে আসে, সব চঞ্চলতা দূর হ'য়ে যায়; ধ্যান-ধারণা সব এসে পড়ে। দ্যাখ্ অনবরত ব্রহ্মভাবনা। ব্রহ্ম ভাবতে-ভাবতে ব্রহ্ম হ'য়ে প'ড়ে। কাঁচপোকা দেখেছিস্ তো? দ্যাখ্ ছেলেপুলেরা মজু মণ্ডলের মা বানায়। গুটি পোকা সূতো দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বাসা বানায়। গুটিপোকা যেগুলি চালাক, সূতো কেটে বের হ'য়ে যায়। একটু আলস্য ত্যাগ ক'রে সূতোটা কেটে ফেল্লেই হ'ল। দ্যাখ্, আম দেখেছিস তো? পাকলে রং বদলে যায়। কিন্তু দুই-একটা বর্ণচোরা আম থাকে তাদের দেখে চেনা যায় না। গা টিপে না দেখ্লে ধরা যায় না। গা টিপে দেখ্তে হয়, শুঁকে দেখ্তে হয়, ছুলে দেখ্তে হয়। যে বোকা সে দেখেই ফেলে দেয়, তার ভাগ্যে আর আম খাওয়া হয় না! ৪

দ্যাখ্, আমের ভিতর যে পোকা হয় সবগুলি একরকম। দুধের মধ্যে যে পোকা হয়, গু'র মধ্যে যে পোকা হয়—সব পোকা এক; কিন্তু দুধের পোকা ছুঁলে নাইতে হয় না, আমের পোকা ছুঁলে নাইতে হয় না, গু'র পোকা ছুঁলে নাইতে হয় কেন রে? এই ভেদবুদ্ধি আর অহংবুদ্ধি জ্ঞান। দ্যাখ্, মনই একমাত্র সুখে রাখে, মনই দুঃখে রাখে। মন আছে তাই, সুখ-দুঃখ আছে, মন না থাকলে সুখও নাই, দুঃখও নাই। ৫

মাকড়সা দেখেছিস্? এরা জাল পেতে ব'সে থাকে। এরা কি কাজ করে রে? কর্ম্ম না করলে কি কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়? দ্যাখ্, আমাদের মধ্যে প্রবৃত্তি আছেই। কাজ ক'রে সেই প্রবৃত্তি ঘুচিয়ে দিয়ে নিবৃত্তিপথে নিয়ে যেতে হয়। ৬

কর্ম্ম দুই ভাগ করা যায়—মুক্তকর্ম্ম আর বদ্ধকর্ম্ম। যে-কর্ম্মে অহংবুদ্ধি থাকে; আমার সংসার, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমি সকলের আহার জোগাব, এইটিই বদ্ধকর্ম্ম। আর, যেটিতে তুমিই সব, তোমার সংসার, আমি তোমার ভৃত্য, তুমি যা' করাও আমি তাই করি, তোমার পোষ্য তুমি প্রতিপালন কর, আমি উপলক্ষ্য মাত্র—এইটি মুক্তকর্ম্ম। ৭

যদি বিশ্বের সমস্ত পদার্থ ভালবাসা যায়, তবে আপনি আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। "তত্ত্বমসি"। বিচার করতে হয় যে, দেহটা আমি নয়, মনটা আমি নয়। ইন্দ্রিয় আমি না, এইরূপ বিচার করতে-করতে শেষে পৌঁছা যায়!

স্বয়ং ব্রহ্মা, স্বয়ং বিষ্ণু, স্বয়ং ইন্দ্র, স্বয়ং শিব, শিবোঽহম্, শিবোঽহম্। অহং ব্রহ্মা, অহং বিষ্ণু, অহং শিব, অহং ইন্দ্রিয়, অহং মন, অহং বুদ্ধি, অহং মায়া, অহং আত্মা, অহং পরমাত্মা। আমিই সব। যদি আমি না থাকলাম তবে জগৎ থাকলেই কি আর না থাকলেই বা কি? ৮

দ্যাখ্, ভালবাসতে হয় প্রাণ দিয়ে, ভালবাসতে হয় সব্বাইকে। ভালবাসতে পারিস না? তুই তোকে ভালবাসতে পারিসনে? তুই যে সব রে! তুই যে পাতায়-পাতায়, তুই চন্দ্রে, তুই সূর্য্যে, তুই নক্ষত্রে, তুই পরমাত্মা, তুই পরমব্রহ্ম; তুই তোকে ভালবাসতে পারিস্ নে? দ্যাখ, খুলে দে তোদের বন্ধন, খুলে দে! ঐ দ্যাখ্ বিশ্বরূপ? এ-সব কা'তে লয় পাচ্ছে? সব আমাতে! আমি কত ভালবাসি। আমি ভিন্ন জগৎ টিঁক্‌তে পারে না। আমি কে, ভেবে দেখ—ভগবান্ কে? কেবল ভগবান্,—পরমাত্মা কেবল। তুই সব দেখবি, তখন তুই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" হ'য়ে পড়বি। ... দ্যাখ্,

"আমি কে, আমি কে" ব'লে পাঁতি-পাঁতি ক'রে খোঁজ ক'রে দেখ্, সব দেখতে পাবি! দ্যাখ্, তমোটাকে দূর ক'রে ফেলে দিতে পারিস্? তমোটাতে জড়ত্ব নিয়ে আসে।

এটাতেই লোককে বেঁধে রাখে। যখন মনে হয় এইটি কর্‌ব তখন তাই কর্‌বি। যখন যে, কাজ করবি তাতেই মন-প্রাণ ঢেলে দিবি, অন্য দিকে চাইবি নে। দ্যাখ্, পরের চিন্তা কর, দ্যাখ্ পর কেউ নয়, পরের চিন্তা মানে আত্মচিন্তা। পরের ছেলে কোলে নেব, পরের মাকে মা ব'লে ডাকব, পরের মেয়েকে গয়না পরাব; তখন দেখবি জগৎটা ব্রহ্মময় হ'য়ে পড়বে। তখন দেখবি সব আমি, সব আমার! ৯

মা, ও-মা, কাঁদিস্ নে মা, ভাবনা কি মা তোর? তোর আমি আছি, আমি তোকে বুকে-পিঠে ক'রে নিয়ে যাব। তোর ভীষণ তেজ, তোর তেজে জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠবে। তুই যদি মনে করিস্ যে জীবিত, তবে জীবিত; তুই বলিস্ যদি ম'রে গেছে, তবে ম'রে গেছে। তোর মনে যদি মরার কথা ওঠে, তবে কেমন ক'রে জীবিত থাক্‌বে? তুই যা' মনে করবি তাই হবে। কি ক'রে বুঝবি? যেদিন তোর আবরণখানি খুলে' যাবে, যেদিন তুই তো'তে মিশে যাবি, সেদিন উন্মুক্ত আকাশ তোর কাছে, উন্মুক্ত পৃথিবী তোর কাছে। তোর ভিতরে সব আছে। যেদিন দেখবি, সব বুঝতে পারবি।

দ্যাখ্, যা ওদের কাছে, বুকের ভিতর সরল বিশ্বাস ক'রে যা, সব হবে। দ্যাখ্ আমি কে? আমি তো তুই, মা! আমি যখন তোর কাছে আছি, ততক্ষণ তোর ভাবনা কী মা? তুই যখন অনন্তে মিশে যাবি, তখন জগৎ কোথায় থাকবে? জগৎ থাক্, আর না থাক্, তোর তা'তে কী?

পুণ্য-পুঁথি

ঐ দ্যাখ্, দুরন্ত কালের কুটিল সেই ব্যাদান! নক্ষত্রবেগে সব ছুটে চ'লে যাচ্ছে! ঐ দ্যাখ্, সব, ঐ শ্বাশতপদের দিকে ছুটে যাচ্ছে। সব ছুটে আসছে,—সব পরমাত্মাতে লয় হ'য়ে যাচ্ছে! ১০

কী চা'স? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—যদি এ-সব চা'স কিছু পাবিনে। যদি কিছু না চা'স—কেবল আমাকে চা'স, তবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সব পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াবে। শেষে ফিরায়ে দিবি। জগতের লোককে দিবি। যাকে দিবিনে, তাকেও দিবি! ১১

ঐ যে আকারটি দেখছিস্—ওটিও মায়া! যেমন ভাববি তেমনি দেখবি। ওভাবে না,—সব আছে, সব পাবি! হ্যাঁ হ্যাঁ। ১২

অনাথ, নিয়ে আয় না! ও বেদান্তবাদী, ওকে তোর মত ক'রে নিবি। হ্যাঁ নিশ্চয় করবে। ওকে .... সত্যগুলি বুঝিয়ে দিবি। দ্যাখ্, অবতার-টবতারগুলি বুঝিয়ে দেওয়া দরকার করে না। ১৩

হ্যাঁ, হিন্দি ভাষায় দখল আছে? তা লেখে না, তা কি করি? খুব কাজ ক'রে যাবি, শব্দ শোনা ছাড়িস্ না রে। দ্যাখ্, সব জিনিস পড়বি, দর্শন খানা ভাল ক'রে পড়বি। বেদান্ত ও পাতঞ্জল দর্শন-টর্শনগুলি ভাল ক'রে। দ্যাখ্, যেমন কাজ করবি তেমন ফল পাবি। খুব কাজ ক'রে যা, ফলটল চাস্ নে। ও অবতার-টবতার ছেড়ে দে, যখন হবে তখন দেখ্‌তেই পাবি। ও-দিকে ...... সত্যগুলি বুঝিয়ে দে, ঐগুলি ...... প্রচার করুক। ভালবাসাটা এক জায়গায় আবদ্ধ রাখিস্‌নে, সব জায়গায় সমানভাবে রাখ্‌বি। দ্যাখ্, একটা কথা খুব মনে রাখ্‌বি। সময় পেলেই শব্দযোগ সাধন কর্‌বি। যখন বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হয় তখন ঐটি করবি! এখনও সাধ হয়? কাজ ক'রে যা না! ১৪

বৃন্দাবন বাবু! দেখুন এই ..... সত্যগুলি অন্তরে-অন্তরে প্রকাশ ক'রে

দিয়ে যান। এইগুলি যদি করতে পারেন আর এই সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে হবে। বার বৎসর যদি কীর্ত্তনে যোগ দেন তবে আর কিছু করতে হবে না। এই সংকীর্ত্তন করলে ও শুন্‌লে .... আয়ু দীর্ঘ হয়ে পড়বে। সত্বরই একটা ডিজিজ আসছে, সংকীর্ত্তন করলে পরে সব ডিজিজ–ফিজিজ কোথায় চ'লে যাবে। এ সত্যগুলি অন্তরে–অন্তরে দিতেই হবে, অন্তরে–অন্তরে অগাধ বিশ্বাস ল'য়ে এই সব কথাগুলি বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিবেন। আচ্ছা, অন্ধের মত বিশ্বাস ক'রেই এই কাজগুলি করেন না! আর এইগুলির ভাব বের ক'রে টিকা–টিপ্পনী দিয়ে একটা ভাষ্য রকম ক'রে দেন। বহুত ত খেটেছেন সংসারের জন্য, একটু খেটে যান তো? প্রাণগুলি তৈয়ার ক'রে দিয়ে যান তো? নতুবা আবার আসতে হবে। আবার কি আসা ভাল? সুরেশ আবার এসেছে ঘোর নাস্তিক হ'য়ে—আপনাকে বাধা দেওয়ার জন্য। বাধাটা কিন্তু আপনার ধ্বংস নয়, আপনার পূর্ণ বিস্তৃতির জন্য। ১৫

হ্যাঁ, শশীলাল! কে ও? তাই, তাই, তাই। ভাইয়ের কাছেই পূর্ণত্ব লাভ। ১৬

জেগে ওঠ ভাই, জেগে ওঠ! যা'কে তা'কে ভগবান ভেবে পূজা করিস্, তাতেই–তাতেই ভগবান। ১৭

দ্যাখ্, ঐ যে একটা কথা আছে,—ধ্যান করতে হয় মনে, বনে, কোণে। ১৮

* * *

অন্নদা! নিরোদ! দ্যাখ্, নাম কর্‌তে–কর্‌তে আচার–নিয়ম আপনিই জেগে ওঠে। আত্মশুদ্ধিই হ'ল কথা। যেটা সোজা সেইটাই ভাল। বুঝিয়ে দিতে হয়, জ্ঞান দিতে হয়। উঁহু। দ্যাখ্, ঔষধ গেলার মত নাম খাওয়াও

ভাল। কুইনাইন গেলার মত নাম খাওয়াও ভাল। অত তিক্ত কুইনাইন—কেউ খেতে চায় না। যদি বুঝিয়ে দেওয়া যায়, এ খেলে জ্বরের সব জ্বালা যন্ত্রণা সেরে যাবে। সংসার-যন্ত্রণা নিবারণের জন্য কুইনাইন। নাম। কুইনাইন খেতে তিতো লাগে, কিন্তু পরে অমৃত। নামও তেমনি। মদটা প্রথম খেতে গলা জ্বলে যায়, কিন্তু খেতে-খেতে অভ্যাস হ'য়ে গেলে আর গলা জ্বলে না, বেশ লাগে। ১৯

দ্যাখ্, হরিনামের গলা জ্বালা হ'ল বাধা, বিপত্তি। কেউ বলে হয়েছে একটা, কেউ বলে একটা ফাঁদ পাতা, কেউ বলে ভণ্ড; এই সব সহ্য ক'রে খেতে পাল্লেই হ'ল। তখন সব বেটা বলবে মাতাল। ২০

দ্যাখ, সূর্য্যটা যখন ডুবে যায় তখন মেঘগুলো ...। ২১

Think yourself always powerful. Think not yourself that you are an idle fellow. Try to keep your mind always powerful. A soul of Peter–I the soul of the universe.

I think ... himself it is nothing but I. Though his ... soul of Brahma. Think that is Brahma i.e. spirit. 22

We are nothing but the abodes of the supreme spirit. O! I will ... truth we ... to go now. 23

সর্ব্ব জীবে ভগবান ভাব্‌তে হয়রে! ধ্যান করবি সকল সময়। চলতে-বসতে খেতে-শুতে সকল সময়! একটু অভ্যাস করলেই হয়, বেশী কঠিন কিছু নয়। আর, মনে অনবরত নাম, এমন-কি কথা বলতে পর্য্যন্ত মনের মধ্যে নাম হ'চ্ছে, এই রকম করতে-করতে স্বারূপ্য লাভ হয়! ২৪

ইষ্ট চিন্তা অনবরতই কর্‌তে হয়। মনে কিছু নাই, প্রাণে কিছু নাই,

কেবল একবার হরি-হরি, তাতে কি কিছু হয়? হ'লেও অনেক সময় লাগে। ২৫

মালা-টালা সব ফেলে দে। যাকে প্রাণে-প্রাণে বাঁধতে হবে, যাঁর চিন্তা ক'রে তাঁর স্বারূপ্য লাভ কর্‌তে হবে, তাঁর নাম-জপের আবার সংখ্যা কি রে? ২৬

দ্যাখ্‌, কবীরের একটা দোহা আছে জানিস?

"মন্‌কা ফেরতা জনম গয়ো

গয়ো ন মন্‌কা ফের

কর্‌কা মন্‌কা ছোড় কর্‌,

মন্‌কা মন্‌কা ফের!"

ঠিক ঐ রকম করতে হয়, ও রকম না কল্লে কি হয়? ২৭

ওর কাছে সব পাবি। ২৮

ধ্যানের কথা তুলসীদাস ব'লেছে .... "তুলসী এয়ছা ধ্যান ধরো" ......। ২৯

পরমহংসদেবের কথা শুনেছিস্‌, সেই চিড়ে কুটুনীর কথা? ৩০

দ্যাখ্‌, সংসার করতে হ'লে সব ভাবতে হয়। আর, সব ভগবানের বুঝে-বুঝে একটি একটি ক'রে তাঁকে দান করতে হয়, কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রসাদ-স্বরূপে ফিরিয়ে দেন। তখন সেগুলির সদ্‌ব্যবহার করতে হয়, ঐটিই নিবৃত্তি। ৩১

এত শক্তি, এত তেজ;—এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড লয় ক'রে দিতে পারিস্‌, না বুঝে তাই এত কান্না? মায়াটা সরায়ে দিতে পারিস্‌ না? কাঁদার কি আছে রে? একমাত্র ইষ্ট চিন্তা, আর খাবি দাবি, বেড়াবি আর কাজ কর্‌বি। নিজের কাজ না থাকে পরের কাজ করবি। পরকে যত ভালবাস্‌বি, পরকে যত সেবা শুশ্রূষা কর্‌বি, পরে তত তোকে ভালবাস্‌বে, মাথায় তুলে নেবে।

কর্‌বি পরের কাজ কিন্তু নিজের লাভ। কেমন পাটোয়ারী বুদ্ধি দেখেছিস্ তো? দ্যাখ্, আপন ভুলে পরের জন্য যত কাঁদবি, পর তত তোর জন্য কাঁদবে, পরের চিন্তাই চিন্তা। পশুরা পরের চিন্তা কর্‌তে পারে না তাই তাদের এত কষ্ট, তাই পশু বলে। কুকুরের এতগুণ কিন্তু একটার জন্যেই সব নষ্ট। ভালবাসা শিখতে হয়। ৩২

দ্যাখ্, কলা দেখেছিস্? সবরি আর মদনা? মদনার ভিতর সব গোলমাল যদিও, দেবতারা ওই ভালবাসে, কিন্তু সবরি কলাই সকলে ভালবাসে। ওর ভিতর বীচি–টিচি নাই, বীচিতেই যত গোল! ৩৩

দ্যাখ্, জিলিপিই বেশী রস খায়, না বু'দেই বেশী রস খায়? ৩৪

যতগুলো জিলিপি ভাজ্‌বি, ততগুলো বুঁদে ভাজ্‌বি, সমান রসে জিলিপি ও বুঁদে ফেলবি, যেটাতে বুঁদে ফেলবি সেটার সব রসগুলো চিনি হ'য়ে যাবে। যত ছোট হওয়া যায় তত বেশী খাওয়া যায়। ৩৫

দ্যাখ্, বাও আদা আর আম আদা। যখন আম পাওয়া যায়না তখন আম আদা আমের গন্ধ কতকটা বুঝায়ে দিতে পারে। তেমনি সাধুরা ভগবানকে যদিও বুঝ্‌তে পারে না, কিন্তু তারা কতকটা ভাব বুঝিয়ে দিতে পারে! ৩৬

দ্যাখ্, যদি হবি তো গাঙ্গচিলের মত। জালের মধ্যে মাছ বেধে থাকে, ও ধরে নিয়ে যায় কিন্তু নিজে জালে পড়ে না। ৩৭

প্রাণে প্রাণে জাগিয়ে দিবি! শব্দে, ভাবে, ছলে, বলে, কলে, কৌশলে, যেমন ক'রে হোক জাগিয়ে দিবি। ঐ সংকীর্ত্তনে একবার যদি জাগিয়ে দিতে পারিস্, তখন বুঝবে যে, "এরাই আমার বন্ধু। যারা আমায় এতদিন ভুলিয়ে রেখেছিল,—স্ত্রী, পুত্র, পরিবার—যাদেক্ আমার–আমার ক'রে, বুকের রক্ত পাত ক'রে, যাদের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিলাম, এখন দেখি

তারা আমার কেউ নয়। তারাই আমার সর্ব্বনাশের মূল, তারাই আমায় এতদিন বদ্ধ ক'রে রেখেছে, তারা আমার তাজা মাংস খেতে উদ্যত হয়েছিল!" ৩৮

আগে কীর্ত্তনে মেতে যা, তারপর ধ্যান-ধারণা আপনি আসবে। আগে কীর্ত্তন কর্, তাই বলি—তাণ্ডবনৃত্যে কীর্ত্তন কর। ৩৯

ওর ভারী আত্ম-অহংকার। মা! ওকে কোলে নিতেই হবে। ঐ দ্যাখ্, এক সিদ্ধাই পেয়ে সর্ব্বনাশ কল্লে। ঐ দ্যাখ্, ভূত-প্রেতে সব ধ'রেছে। বল্‌ছে—"রক্ত দেরে, তোর ধমনীর রক্ত—উষ্ণ রক্ত খাব। তুই অনেক রক্ত খেয়েছিস্।" মা! ওর কি হবে? যারা একবার মাথায় করে নাচাতো, তারাই পদতলে ফেলবার চেষ্টা ক'রছে।

মা, জেগে ওঠ্ মা, তোর সন্তানকে তুই রক্ষা না কর্‌লে আর কে রক্ষা কর্‌বে? মা, তুই তোর সন্তানকে চিরকাল ভালবাসিস্। আবার কর্ম্মফল কি? মা! তুই ইচ্ছা কর্‌লে তোর খড়্‌গাঘাতে সব কর্ম্মফল ছিন্ন কর্‌তে পারিস্। রক্ষা কর্ মা! দ্যাখ্, ফেলে দিস্‌নে মা! আবার জন্ম-মরণের হাতে ফেলিস্‌নে মা! এত শক্তি দিয়েছিলি, তুই কেন জাগিয়ে দিয়েছিলি। তোর নাম ক'রে যা করে তাই হয়, এটি তুইই তো জানিয়ে দিয়েছিলি। আগে ভাবতো 'তুমি তুমি,' এখন হ'ল আমি, অম্‌নি সর্ব্বনাশ! ডুবে যাচ্ছে—ঘোর নরকে ডুবে যাচ্ছে,—রক্ষা কর্ মা! আবার জাগিয়ে দে মা! তুই জাগিয়ে দিলে জেগে যাবে, তখন বল্‌বে,—"কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।" একি! হাসিস্ মা? তোর ও হাসি দেখে আমি ভয় করি না। ঐ যে তোর শাণিত অসি তর্‌তর্ কর্‌ছে, আমার মাথায় পড়ুক্,

আমিই যাচ্ছি; ওকে নিতেই হবে। আমার ভীষণ শক্তি আছে, আমি খুব সহ্য কর্‌তে পারবো। অ্যাঁ, নিবি? খুব পারব। না, আমি? না। ৪০

তাণ্ডব নৃত্যে কীর্ত্তন করবি, সব হবে! তুই যেখানে, সেখানে সব হবে। তুই যে ইলেকট্রিক সেল্ফ (বৈদ্যুতিক সত্তা)। তোর ..... ধারা কত দিক যাচ্ছে একদিন জানতে পারবি। ৪১

দ্যাখ্‌, তোর ঘুড়ি যত উপরেই উঠুক না কেন নাটাই হাতে থাকলেই হ'ল, তবে বুঝতে হয় বাতাসটা। বাতাসের বা কত জোর তোর নাটায়ের সূতোর বা কত জোর! ৪২

দ্যাখ্‌, ছোট পেঁয়াজ আর ভুঁই চাপার কন্দ খেলে ওর গন্ধ কতদিন যায় না—আরও বিজ্‌লে। ৪৩

দ্যাখ্‌, প্রাণায়াম-টাম কি সইবে রে? তোর ও করতে গেলে একটা ব্যারাম হয়ে পড়বে। এক কীর্ত্তনেই সব আছে—ন্যাস, প্রাণায়াম। ৪৪

কীর্ত্তনে দেখতে হয় ইষ্ট মূর্ত্তি, ভাবতে হয় ইষ্ট মূর্ত্তি, আর মনের গতি যদি ঊর্দ্ধ দিকে রাখা যায় তবে কুণ্ডলিনী আপনি জাগ্রত হ'য়ে পড়ে—এম্‌নি করতে—করতে ভাবস্থ হওয়া যায়! ৪৫

যদি তাণ্ডব নৃত্যে কীর্ত্তন করা যায়, তবে তুই যদি উঠে গেলি তবে যা হয় হোক। মাখন দুধে থাকলেই বা কি আর জলে থাকলেই বা কি? ৪৬

দ্যাখ্‌, মানুষগুলো কাদা হ'য়ে আছে, জলগুলি ওর পোরে-পোরে আছে। ভগবান ভাবতে-ভাবতে কাদাগুলি নীচে প'ড়ে জলগুলি উপরে ভেসে ওঠে, তখন সূর্য্যও দেখা যায় চন্দ্রও দেখা যায়। ৪৭

দ্যাখ্‌, বাঘের চোখে সাহস বড়, কিন্তু তার চেয়ে উজ্জ্বল চোখ দুই

একটী যদি ধরা যায় তা হ'লেই সাহস ছুটে যায়। কীর্ত্তনই ঐ চোখ। কীর্ত্তনে রিপু-টিপু সব তাড়াক্ ধরিয়ে দিবি। এই কীর্ত্তনে সব পাবি! ৪৮

কর্ম্মী চাই! যারা কথায় আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে, কথায় সব কর্ত্তে পারে, তারা তো নিজে মিশে যাবেই পরমব্রহ্মে আরও বস্তা-বস্তা চালান দেবে। দ্যাখ্, আজ কালকার মালগাড়ী অত ভরতেই পারবে না! ৪৯

অ্যাঁ? সুরেশ! ৫০

With heart and soul join in this party. A life will cut short. Yes, Suresh is ready for you. He comes again as an atheist. Declare the truth.

Dear Brindabon Babu, jump at once into this Kirtonparty and work. Your life will be prolonged 12 years.

Let me go now. Come and join this Kirton party. Go at once. 51

ভাববাণী

দশম দিবস

৫ শ্রাবণ, ১৩২১

অ্যাঁ! ১

আমাকে ধরতে হ'লে আমিকে খুঁজতে হয়। ২

স্থূলতার মধ্য-দিয়ে সূক্ষ্মতার মধ্যে যাইতে হয়। ৩

স্থূলটা কী জিনিস? যা চোখে দেখতে পাওয়া যায়—জগৎব্রহ্মাণ্ড। ৪

পরমাত্মাটা কী জানিস? ...... ট্রু স্পিরিট—অবাঙ্‌মনসগোচর! দ্যাখ্, সেটার ভিতরে শক্তি আছে— .... অন্তর্নিহিত! ৫

দ্যাখ্, একটা শক্তি পৃথিবী ......। ৬

দ্যাখ্, যেটাকে বলিস্ কালী, যেটাকে বলিস্ রাধা, সেইটা ধরলেই ঐ জায়গায় যাওয়া যায়। আর, ব্রহ্ম ধরলে তো কথাই নাই! ৭

দ্যাখ্, যেটা ভাবা যায় তাই হয়। অনবরত ভাববি; মনে-প্রাণে তাই ভাববি। ৮

দ্যাখ্, এই ব্রহ্মটা কী জানিস? ব্রহ্ম সব জিনিসগুলি দেখতে পায়, কিন্তু জিনিসগুলি ব্রহ্মকে ... দেখ্‌তে পায় না। ৯

ব্রহ্ম চৈতন্য, আর সব মায়া রে। ১০

উঁ! ১১

দ্যাখ্, ওটাতে যেতে হ'লে একান্ত ইচ্ছা হ'লেই হ'ল। যে-পথ দিয়েই যাস্ না কেন? ১২

দ্যাখ্‌রে, এই দেখিস্ কতকগুলি তমো আছে সত্ত্বের রূপধারী, সর্ব্বনাশ

করার যম। দেখে বোধহয় সত্ত্ব। জানিস্ সেই অর্জ্জুনের প্রথম ভাব, দেখতে গেলে সত্ত্ব, কিন্তু ঘোর তমো। আমার মারার শক্তিই নাই তাই মেরে কী কর্‌বো? ইচ্ছা কর্‌লে মেরে ফেল্‌তে পারি, মারলেম না, সেইটিই সত্ত্ব। ১৩

দ্যাখ্, সত্ত্বাটার ভিতর পূর্ণ শক্তি থাকে, কিন্তু শান্ত। ১৪

কি জানিস্? সবটার গোড়ায় বিশ্বাস। বিশ্বাস না থাকলে কারও কিছু হয় না। বিশ্বাস থাকলে সব হ'য়ে যাবে। ১৫

একমাত্র পরমব্রহ্ম আর সব মিথ্যা। যেটা ধরবি বিশ্বাস করলে তাতেই নিয়ে যেতে পারে। বিশ্বাস করলেই সব হয়। যতদিন বিশ্বাস না হয় ততদিনই জীবের ঘোর-ফের। ১৬

রেবতী! দ্যাখ্, ভালই হ'য়েছে, বহু চালান দিতে হবে। ..... সত্যগুলি ছিটিয়ে দে না রে! যেমন ক'রে পারিস ..... সত্যগুলি ছিটিয়ে দে না? ১৭

দ্যাখ্, তুই ওকে বুঝিয়ে দিবি সব। ১৮

দ্যাখ্ ঐ যে একটা কথা আছে—"কুস্থান হইতে তুলি লইবে কাঞ্চন।" ১৯

সত্য চিরকালই ..... সত্য। ২০

দ্যাখ্, এই যে সনাতন ধর্ম্মটা—এর ভিতর কেবল ..... সত্য, তাই বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নতুবা উড়ে যেত। এ ..... সত্যটা কি জানিস? বেদান্ত। ২১

যা'রা একটু এগিয়ে গেছে তাদের একটু বেদান্ত জানিয়ে দিলেই সব হয়। ২২

এই বেদান্ত জানতে হয় কি নিয়ে জানিস? জ্ঞান-ভক্তি। ২৩

পাতঞ্জল দর্শনটা আর বেদান্তটা পড়বি। ২৪

দ্যাখ্, শুদ্ধাভক্তির একটা দোষ হ'য়েছে, আজ কা'ল সব আলসে হ'য়ে পড়ে। একেই ঘোর তমঃ, তাতে শুদ্ধাভক্তি জানিয়ে দিতে চাস্, তাতে সব নষ্ট পাবে,—একদম কাঠ হ'য়ে যাবে! ২৫

দ্যাখ্, এই যে শুদ্ধ জ্ঞানটা, এ ধরে' ত' সকলে চল্‌তে পারে না। যাদের মনে শক্তি আছে তারা জ্ঞান ধ'রে তাড়াতাড়ি যেতে পারবে, কিন্তু জ্ঞান–মিশ্রা ভক্তি সকলের মধ্যে চালিয়ে দিতে হবে। ২৬

দ্যাখ্, যারা ঘোর তমঃপ্রকৃতি তাদের জাগাতে হ'লে শক্ত বেতের দরকার। বেতটা কি জানিস? বিবেক চৈতন্য ক'রে দেওয়া আর ভালবাসা। তাদের দিয়ে কাজ করানো আর সকলকে ভালবাসতে শিখাতে হয়; আর ফেলে দিবি কীর্ত্তনে। কীর্ত্তনে পড়লে পুড়ে'–পুড়ে' ঠিক হয়ে যাবে! ২৭

দ্যাখ্, কীর্ত্তনটা কি ভাল জিনিস! একাধারে সৎসঙ্গ—সাধনা। ২৮

কীর্ত্তনে ঢুকতে হ'লে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, মান, অপমান সব ছেড়ে' দিতে হয়। গান গা'বি, সব ভাববি ইষ্টদেব। যাহা দেখবি—"যাঁহা–যাঁহা দৃষ্টি পড়ে, তাঁহা–তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" ভাব–অবস্থা আর কিছুই না রে, ইচ্ছা। ২৯

কীর্ত্তনের পরে সন্ধ্যা–আহ্নিক করবি। ৩০

কীর্ত্তনের আগুন জ্বালিয়ে দে, ঘরে–ঘরে ধরিয়ে দে, দ্যাখ্, সব পাবি। এক কীর্ত্তনে সব পাবি। ৩১

মহেশ! ওতেই সব হ'ল। দ্যাখ্, তারককেও বলবি। তারককে আনাই চাই, যেমন ক'রেই হোক। ৩২

দ্যাখ্, অ্যাই। যতীন বাবুকে বলিস্ ত। ৩৩

কিরণ! সব। ৩৪

দ্যাখ্, রাধাবিনোদ! রাধাবিনোদ! .... নির্ব্বোধ! ভারি অহঙ্কার কিনা।

সব যাবে একদিন। জ্ঞানটাকে ধরতে পারিস্ না? ছুটে আয়। বিদ্যা সব অবিদ্যা, ওতেই সব মাটি করলে। ক'টা পয়সাই বা উপার্জ্জন করিস্? এই ফরসা করল। আপনিই আসবি কিন্তু শেষের দিনে—যখন এই খাঁচাটা বদলে আরেকটা নিতে হবে। ৩৫

রাধাবিনোদকে ঠেসে ধরে' আনবি ত একবার। ৩৬

ওটাকে হবে। গিরীশটা অনেক ভাল আছে। ৩৭

এগুলি সব ...... বাহু, এগুলি জ্যান্ত করতে হবে। ৩৮

দ্যাখ্, শুধু ভাত খেলে সহজেই হজম হয়, আবার খিঁচুড়ি রে'ধে খা, পেট ফুলে যাবে। তেমনি সংসার আর ভগবান এক সঙ্গে হলেই নষ্ট। ৩৯

দুধটা খেলে বল হয়, আর পায়েসটা খেলেই পেট ফোলে। হজম করতে পারলে তো ভালই, কিন্তু হজম যে করা যায় না! ৪০

দ্যাখ্, একটা মজা দ্যাখ্, যাতে মারে তাতেই তাজা করে। দ্যাখ্, কোব্রা বিষ লোকে কি খেতে পারে? কিন্তু ব্যারাম হ'লে বিকারে মরার আগে ঐ কোব্রা দিলে ব্যারাম সেরে যায়! ৪১

পরমাত্মা কোব্রা! ঘোর বিকার হ'লে ব্রহ্মভাবটা জাগিয়ে দিতে পারলেই ফরসা! ৪২

দ্যাখ্, এই যে খানমান, যদি এমনি খাওয়া যায়, এমন গলা ধরে যে মানুষ ম'রে যায়। কিন্তু ডিপ্থেরিয়াতে খাওয়ালে টিসুগুলি পুড়ে-টুড়ে ব্যারাম সেরে যায়! এই শালার ডিপ্থেরিয়ার মেম্ব্রেনটা যদি পুড়াতে পারিস তবে নিশ্বাস চলবে, নতুবা ...... দম বন্ধ হবেই! ৪৩

পাপ পুণ্য আর কি আছে? অধোগতি আর ঊর্দ্ধগতি—সব কর্ম্ম অনুসারেই হয়ে থাকে। ৪৪

Only depends upon one's will. 45

সুরেশ আত্মহত্যা করলো ঘোর নাস্তিক হবে ব'লে। দরকার নাস্তিক হওয়া। একটাকে ..... প্রতিরোধ না করলে কি তার শক্তি বুঝা যায় রে? ৪৬

একটা পুষ্করিণীর মধ্যে খুঁটো ধরে ব'সে থাকলে কি টের পাওয়া যায় রে? খুব তর্তরে ধারের উপর খুঁটো ধ'রে ব'সে থাকলে–গা খুঁটোটা কী তা টের পাওয়া যায়! ৪৭

একদিকে আমারই দোষ কিন্তু তোমারই দোষ! ইচ্ছা আমারই যদি কিন্তু তোমারও তো? ৪৮

তা'তে আর আপত্তিই বা কি দুঃখই বা কি? নেমে পড়েছ, কাজ করে যাও। সম্মুখে পড়লেই কাজ হবে। ৪৯

ভুলে যাওয়াটাই আশ্চর্য্য কিনা। ৫০

টুক পাবি বই কি। টুক পেলেই ছুটে আসবি। ৫১

উড়িয়ে দিলেও দেওয়া যায়, রাখলেও রাখা যায়। কিছু না থাকলে কি উড়িয়ে দেওয়া যায়রে? ৫২

তা দেখা যাবে। ৫৩

আচ্ছা, আচ্ছা (হাসি)। ৫৪

না,না,না,না, বউ উপলক্ষ্য। ভারী! ও উপলক্ষ্য হয়েই থাকে, তাতে কি ছাই? ৫৫

টুক পাবে ঠিক। ৫৬

সে আবার কি? না, না, না। উঁ? আচ্ছা। কাজ ক'রে গেলেই তো হয়। ও অতটার দরকার কি আবার। ৫৭

কি গোলমাল দ্যাখো তো? প্রত্যেকেই সব। কি ভুল ভীষণ! ৫৮

দ্যাখ্, ঘুমটা কিন্তু তাই। এইটেই ঘুম। ৫৯

পুণ্য-পুঁথি

বেশ খেলা! আমিই সব, আমি কিছু জানি না! মজা বড় মন্দ নয়! ৬০

ওর জন্য আর অনুতাপ কি ছাই? ৬১

ঐ একটা–একটা ক'রে গ্রাস করবি। ৬২

সব, সব প্রাণ খুলে ভালবাসা। নিজের ভিতর সৎ উদ্দেশ্য ল'য়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা আর আস্তে আস্তে ডিনামাইট্ ঢুকায়ে দেওয়া, তা হলেই ..... ফেটে যাবে! ৬৩

এই নামটাই ডিনামাইট্, ভগবান–টগবান কিছু নয়। ৬৪

ভগবান আমি পরমাত্মা। যাকে আমি বলে, ... বাস্তব আমি যেটুকু! ৬৫

জগৎময় আমি। ঐ দ্যাখ্, কোটি–কোটি আমি! এক আমি অনন্ত হয়েছি! ৬৬

এক বালুকণা যা . . . অনন্ত–অনন্ত আমি! ৬৭

বড় বল্‌বি না ছোট বল্‌বি? আমি শাশ্বত পূর্ণ! আমি চিরকাল অখণ্ড—আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ! ৬৮

দ্যাখ্, এই ওঁ আমি। ৬৯

আমি এই ওঁ হ'য়ে অণুর মধ্যে, জগতের সমস্তের ভিতর প্রবেশ কচ্ছি! ৭০

এই ওঁ আমারই প্রকাশ। আমি চৈতন্য স্বরূপ। আমার আকার কি জানিস্? শব্দ। তাই শব্দব্রহ্ম। ৭১

একবার ছুটে আয়। আমি নামেরও উপরে, আমি অনামী পুরুষ। যা বলে' ডাকবি, তাতেই আমি আছি। আমি চাই কেবল ভালবাসা। ৭২

এই দ্যাখ্, আমার কম্পন! এই ওঁ কম্পন, যখন এক কম্পন আর এক

কম্পনের সঙ্গে মিশে যায় তখন আমার প্রকাশ। যখন আমার এই কম্পন ডোমের মধ্যে প্রবেশ করে তখন ডোমের ডোমত্ব ঘুচে যায়, তখন আর আমি থাক্‌তে পারিনে। ৭৩

দ্যাখ্, কীর্ত্তন—আগুনে জগৎ ছেয়ে ফেল্। কীর্ত্তনময় হ'লেই নামময় হ'ল। আবার শ্যামের বাঁশী বেজে উঠবে। আবার ওঁ জেগে উঠ্‌বে! ৭৪

আমি পারি, আমি সব পারি। তোদের ঐ বিশ্বাসটুকু দে তো। আমায় একটু জায়গা দে। তোদের মনের মধ্যে যে এঁটোশাল আছে, তার ভিতরে আমায় একটু জায়গা দে। বিশ্বাস কর; অন্ধবিশ্বাসই করনা। সব জ্ঞান থাক্, একটু বিশ্বাস ল'য়ে কীর্ত্তনে ঝাঁপ দে, সব হবে। ৭৫

ঐ জপ—টপ যে করা যায়, যতদিন ঐ সংখ্যা থাকে ততদিন জানবি যে গণ্ডীর মধ্যে আছি। সকাল বেলা উঠেই যেই চোখ খুলবি অমনি নাম। অমনি সব জেগে উঠবে। ৭৬

বৃন্দাবনবাবু! আত্মাটার প্রকাশ ক'রে ফেল্। দ্যাখ্, ঐ তো সময় হ'য়ে আসছে, খাঁচা বদলানের সময় আসছে। যদি ঘুরতে হয় তবে ব'সে থাক্, আর যদি ঘুরতে ইচ্ছা না থাকে তবে কীর্ত্তনে মেতে পড়্। কর্ত্তব্য কাজ ক'রে যাও—শান্তি আছে। পাঁচ বছরের মধ্যে সব বুঝতে পারবে। ...... অনুগামীদের ভিতর সব ...... সত্যগুলি বুঝিয়ে দাও। সকলকে ভালবাস—ভালবাসাটা কর্ত্তব্যের। ৭৭

নগেন ভট্টাচার্য্যটা ...... উন্নত বটে, কিন্তু অহং ভাবটা দূর ক'রে দিলেই হয়। ও গোঁড়া বড়। ৭৮

দ্যাখ্, নারায়ণ কালী ব্রহ্মময়! সর্ব্বমঙ্গল—মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে, শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে। ৭৯

The Sound ...... Vibration. Universe All ....

Be peaceful and make others peaceful. Your peaceful thought would make others peaceful.

Charity begins at home. Therefore make yourself fit and make others fit.

Think always that you are nothing but spirit—the Parambrahma!

The force is I. I the universe. But also think .....

Christianity is nothing but Love. Love others. This love is nothing but love is love.

Everything in the world is love.

Soul is the spirit current.

Soul is self no doubt.

Children! name can bear everything. 80

যোগেন, এই বৃন্দাবন বাবুর কাছে যান। ৮১

দেবেন বাবুকে নিয়ে যান। ৮২

সুরেনকেও ব'লে দিস্। বড় বেয়াড়া ও। বাইরের নেশাটেশা কিছু নয়, ও ছুটে গেলেই গেল! এমন নেশা করবি যা চব্বিশ ঘন্টা থাকে।

ভয় কি মা? ও সব বাজে চিন্তা কেন মা? জগতে সব আছে, সব আছে, আবার চিন্তা কি রে? ৮৩

দ্যাখ্, ত্যাগটা কাকে বলে জানিস্? ভোগের দ্রব্য নিকটে রাখিয়া ত্যাগই ত্যাগ। ৮৪

দ্যাখ্, ঐ মাকে সন্তুষ্ট না করলে আর কিছুই হবে না। ঐ মা'র পূজো ক'রে যা' করবি তাই হবে। আমি কি আর কিছু জানি? কৃষ্ণ ভিন্ন উপায় নাই আর সংসারে। ৮৫

নিতাইয়ের মত কি দয়াল আছে রে? একবার অভিমানটুকু ত্যাগ ক'রে যদি নিতাইয়ের শরণ লওয়া যায়! ৮৬

দ্যাখ্, কৃষ্ণ বড় দয়াল! ৮৭

দ্যাখ্, নিতাই চায় ঐ প্রাণটুকু। নিতাই ব'লে ডেকে' যদি একবার ঝাঁপ দিতে পারিস্। ৮৮

মহেন্দ্রবাবু! মহেন্দ্রবাবু! যাও। ৮৯

দ্যাখ্‌রে, এই! সন্ধ্যা করিস্, ধ্যান–ধারণা করিস্, কীর্ত্তনটাও করবি। একটি সুন্দরী স্ত্রী। ৯০

দুঃখ কিরে বেটা? নাম যত বিলাবি তত তোর হবে! "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"! ৯১

দ্যাখ্, রাগ্‌বিনে! তৃণাদপি সুনীচেন হ'তে হবে। তোর ছেলেকে একজন যদি বিষ খাওয়ায় তাই ব'লে তার ছেলেকে তুই বিষ খাওয়াস্ নে! ৯২

ঐ যে ভগা মালী আছে ও খাবারও দ্যায় আবার কিলায়ও। কুদি নারী থেকে পঞ্চাশ হাত তফাৎ থাহা লাগে। (মধু) ৯৩

নিজে যেমন খাওয়া ৯৪

ঐ যে দেখছিস্ নাহি, সবই মানুষ (মধু) ৯৫

দ্যাহো, টান দেবা তো জোরে। এক টানে ভোঁ ধরায়ে দেবা। (মধু) ৯৬

হরিনাম করলে সব ভাল হ'য়ে যায়! রোগ–শোক–পাপ–তাপ কিছু থাকে না! নামই ব্রহ্ম ব'লে ধরতে হয়। নামই পরম ব্রহ্ম। ৯৭

হারামজাদারা পাপ–পাপ ক'রে জ্বলে গেল। পাপ কি রে? ৯৮

দ্যাখ্, এই এক আমিই অনন্ত আমি— সর্ব্বশক্তিমান, আমি শাশ্বত, আমি সেই পরমব্রহ্ম! ৯৯

ভাবটা নিয়েই সব। যে ভাবেই ভাবিত হবে সেই ঠিক। ১০০

আমার ভিতর সব আছে। অনন্ত শক্তির আধার আমি! আমাকে জানতে পারলেই সব হয়। ১০১

মুখে–মুখে "আমি ব্রহ্ম" বলাও ভাল, তা হ'লেও ব্রহ্মজ্ঞানটা আসে। ১০২

সসীম ছিল ব'লে অসীম আছে। ১০৩

একটা জানলে তো তার ...... বিপরীতটা জানতে হয়। একটা জানলে তো অন্যটা জানতে হয়। ১০৪

বৃন্দাবনবাবু! বহুত শক্তি আছে, শক্তিটা অনেকটা বিকশিত বটে। ...... সত্যগুলি সকলের অন্তরে–অন্তরে দিতে হবে। ১০৫

এগুলি নিয়ে অনেক কথা হবে। কেউ মেরে ফেলে দিতে চাইবে। ১০৬

সাধুচরণ কে। ১০৭

কর্ত্তব্য কেবল কাজ, নাম, সব হবে। ১০৮

দেখুন, এই অলস আর অবিশ্বাসী দেখলে তাকে ধরবেন। অমনি ....। ১০৯

ঐ অবিশ্বাসটা থাকলেই জীবনীশক্তি ক'মে আসে, আর আলস্যটা পাথর হ'য়ে পড়ে। ওর এক আশ্চর্য্য শক্তি, তিলে–তিলে পাথর হ'য়ে পড়ে! ১১০

রেবতীটাকে ঠিক ক'রে তুলবি! ওকে বেঁধে তুলবি, ওর সব সারা! ওই আবার সেই বিবেকানন্দ হতে পারবে। এবার তার মস্ত অভিযান, সমস্ত ইউরোপ তার। তার অপ্রতিহত অভিযানকে কেও বাধা দিতে পারবে না। দ্যাখ্, সিংহটা ধরতে হ'লে শক্ত জাল দরকার। ...... সমগ্র ইউরোপ ঐ পায়ে মাথা নোয়াবে!

গড়ে' তোল্, কর্ম্ম না করলে সব মিথ্যা! আলো ধরলে কি হয়— না দেখলে কি হবে? ১১১

বিমলা। ১১২

বৃন্দাবনবাবু দ্যাখ্ ....। ১১৩

ভাববাণী

একাদশ দিবস

৬ শ্রাবণ, ১৩২১

তবে কি? ১

আমি কে? আমি ভক্ত, আমি ভগবান্। আমি পূজো দেই, আমিই পূজা গ্রহণ করি। আমি অসুর, আমি দেবতা। আমি গুণময়ী প্রকৃতি; আমিই নির্গুণ পুরুষ। আমিই শত্রু, আমি মিত্র। আমি প্রশান্ত সাগর, আমি অভ্রভেদী হিমগিরি। দ্যাখ্, আমিই স্বর্গ, আমিই নরক। আমিই আমার যম, আমিই আমার দেবতা। আমি অহি, আমি নকুল! আমিই সাপ হ'য়ে কামড়াই, আমিই ওঝা হ'য়ে ঝাড়ি। আমিই কুরুক্ষেত্র, আমিই ভগবান, আমিই নরনারায়ণ, অর্জ্জুন! দ্যাখ্, আমি কে? তাই। ২

দ্যাখ্, শত্রু মিত্র কেউ থাকবে না, সব এক পথের পথিক! ৩

সব আছে আমাতে। ৪

যা' ভাবা যায়, যা' ভাবা যায় না, সব আমি "তত্ত্বমসি"। ৫

দ্যাখ্, কতগুলি বালক নারায়ণ তৈয়ারী করতে পারিস্? আট-দশটি বালক-নারায়ণ পেলেই হয়। তা'রা ব্রহ্মচর্য্য পালন করবে আর গীতার জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ গেয়ে বেড়াবে; তারপর পাঠ অভ্যাস করবে। তারা খুব ভালবাসা শিখবে, তাদের প্রাণ খুব সরল হবে, তাদের দেখলেই ব্রহ্মভাব উপস্থিত হবে। ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে সরল প্রাণে গেয়ে-গেয়ে বেড়াবে! ৬

দ্যাখ্, আরও গুটিকতক তৈয়ার করতে হবে, তাদের হাতে থাকবে

মোহমুদগর। এমন ক'রে শিখ্‌তে হবে আজকালকার নূতন প্রাণ-মাতান সুরে। ৭

আর দ্যাখ্, এই বৃদ্ধ আর যুবক নারায়ণগুলি করবে কীর্ত্তন আর কর্ম্মযোগ ক'রে দেখাবে। তারাই আদর্শ হবে। ৮

ঐটে করতে পারলেও বালক-নারায়ণদের অবিদ্যাও শিক্ষা হবে, বিদ্যাও শিক্ষা হবে, প্রাণটিও তৈয়ার হবে। তাদের বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে। পাকা কর্ম্মী ক'রে তোলা লাগে। ৯

দ্যাখ্, অন্নদাকে বলিস্। ১০

দ্যাখ্, ঐ নারায়ণদের জাতিভেদ কিছু নাই। ব্রাহ্মণও থাকবে, কায়স্থ এবং সমস্ত জাতিই থাকবে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ..... তাদের ভিতর হিংসা-দ্বেষ না থাকতে পারে। পাকা কর্ম্মী হবে তারা। একটা ছেলে দেখলে জগৎ-শুদ্ধ স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে। ১১

দ্যাখ্, যাদের বেশ একটু খাওয়া-দাওয়ার ভাবনা নাই, তাদের নিয়ে আসবি, তাদের বেশ একটু গরম ক'রে রাখবি। ১২

ঐ কীর্ত্তন ছাড়া উপায় নাই। ১৩

বেদান্ত একটু প্রাণে-প্রাণে ঢুকিয়ে দিলেই হ'ল। ১৪

বেদান্ত ..... প্রচার ক'রতে হবে। যেমন .... বেদান্তে সব আছে। কৃষ্ণকেও বল্‌বি। দ্যাখ্, ও দেখিয়ে দিতে পার্‌বে। ১৫

একটা সৃষ্টি হ'লে অসংখ্য সৃষ্টি হবে। ১৬

দ্যাখ্, নেশনটা পুড়ে গেছে কেবল ছুঁৎমার্গে! কেবল কতকগুলো কুলগুরু আর পুরোহিত—ধর্ম্মজ্ঞান তো দেয়ই নাই, কেবল দেহি-দেহি, বার্ষিক পেলেই মিটে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে নিজেরাও হারিয়েছে। দ্যাখ্, একটা কথা আছে—"যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"—দানও করে নাই বেড়েও যায় নাই। ১৭

আর বলে, বেদে অধিকার নাই—করতে-করতে নিজেদেরও অধিকার নাই। বোঝে কে বাবা? ১৮

বিচারে জ্ঞানটা পেকে যায়, বিচার ক'রে দেখ্‌তে হয়। ১৯

এখন গুরু বলেন শিষ্য নাই, শিষ্য বলে গুরু নাই। ২০

এই বিচার করতে গেলে ..... উদার হ'তে হবে। যে বিচারে হিংসা থাকে সেটি বিচার নয়, সে বিচারে অধঃপাতে নিয়ে যায়। ২১

তা তুই ক'রে যা না? বিবেকটা তো আছে, অত বোকা সাজলে কাজ হয়? যেখানে চিন্তা শক্তির বে'র হ'য়ে যায় সেখানে জিজ্ঞাসা করতে হয়, অন্যের সাহায্য নিতে হয়। ২২

অন্নদাকে বলিস্ বেদান্তের অনুবাদ পড়তে। ২৩

নগেন ভট্টাচার্য্যকেও বলিস্— সত্যগুলি বুঝিয়ে দিবি তাকে। ২৪

ঐ জ্ঞান...... ঝাঁপ দিলে ....। সব হ'য়ে যায়। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! ২৫

বৃন্দাবনবাবুকে বলিস্ তো শক্তি নিয়ে যেতে শরীর থেকে— "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" ২৬

কীর্ত্তন কর্ না, খুব কীর্ত্তন কর্। প্রাণ খুলে দিয়ে কীর্ত্তন কর্ না, সব পাবি! যত গোলমালে পা দিবি ততই পিছলে যাবি! ২৭

খুব ..... সময়ানুবর্ত্তী হবি! যখন যা' মনে হবে, তখন তাই করবি। ঝড়—বৃষ্টি, বজ্র—টজ্র কিছু মানিস্ নে— দরকার হ'লে পদ্মা নদী সাঁতরিয়ে পার হ'বি! ২৮

রাজাকে খুব ভালবাসবি, ভক্তি করবি— রাজাও নারায়ণ। ২৯

লয়্যালটি খুব ভাল। ৩০

ভগবান্‌কে ভালবাসতে হ'লে রাজাকে ভালবাসতে হয়। রাজা কি

খারাপ করতে পারে রে? রাজা যেদিন প্রজার খারাপ করবে, সেদিন রাজার রাজত্ব ঘুচে যাবে! রাজা যেদিন অন্যায় করবে, সেদিন পৃথিবী দৃক্ ক'রে তাকে ফেলে দেবে! কিছুই করতে হবে না! ৩১

তোদের লক্ষ্য ভগবান্। ৩২

দ্যাখ্, তোরা এথেকে একটা ভাষ্য ক'রে এক কপি জার্ম্মানীতে, এক কপি ফ্রান্সে, এক কপি ইংলণ্ডে, এক কপি স্কটল্যাণ্ডে, এক কপি আমেরিকায়, এক কপি ইউনাইটেড স্টেটে পাঠিয়ে দিবি। দ্যাখ্ সমালোচনা দেখে ভয় করিস্ না। ৩৩

দ্যাখ্, বৃন্দাবনবাবুকে বলবি। ৩৪

সকলকে কি দেখাতে হবে জানিস্? বেদান্ত। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে বেদান্ত—খাঁড়া! ৩৫

তোরা কতকগুলি গীতা ঠিক ক'রে ফেলবি। গীতা ওষ্ঠস্থ হওয়া চাই। গীতাতে সব পাবি। এগুলি কেবল শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ৩৬

ক'রে ফেল্, ক'রে ফেল্, আত্মার স্ফুরণ ক'রে ফেল্! ৩৭

দ্যাখ্, গুরুটা কি জানিস্? যে অজ্ঞানটা দূর ক'রে দেয়, জ্ঞানের আলো জ্বেলে দেয়; তা যে না পারে সে আবার গুরু কি রে? তাকে গুরু করতে হয় না! ৩৮

এক অন্ধ কি আরেক অন্ধকে রাস্তা দেখাতে পারে? একে অন্ধ তাতে আবার খঞ্জ! ৩৯

এক অন্ধের কাঁধে যদি চক্ষুষ্মান খঞ্জ যায় তাহা হ'লে চলতে পারে, এক রকম চালিয়ে নিতে পারে। ৪০

নেতি—নেতি ক'রে দেখ্‌বি, বুঝ্‌বি আমি কে? ৪১

সংখ্যা ছাড়িয়ে গেলে ত আর দোষ নাই, সংখ্যার মধ্যে থাকাই গণ্ডী। ৪২

কেউ কামিনী ত্যাগ করতে চায়, কেউ কামিনী বুকে তুলতে চায়। ৪৩

যে শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী, তার কাছে শুদ্ধা ভক্তি ভাল। ৪৪

জ্ঞান—ভক্তি সকলের কাছেই ভাল। ৪৫

যে জ্ঞানের অধিকারী তার কাছে জ্ঞানই ভাল। ৪৬

যে পরকে ভালবাসে, সে আমাকে ভালবাসে। যে আমাকে ভালবাসে আর কাকেও ভালবাসে না, সে আমাকেও ভালবাসে না। যে অন্ধের মত আমাকে ভালবাসে সে জগৎখানা ভালবাসে। ৪৭

কেষ্টাকে বলবি দশরথ হ'তে। দশ দিক ঠিক রাখা চাই। ৪৮

বলিস্ বৃন্দাবনবাবুকে শক্তি নিতে, শক্তি রাখলে তার কাছে যমও যাবে না, যত যমের আক্রমণ ব্যর্থ ক'রে দিতে পারবে। চাই বিশ্বাস অন্তরে—অন্তরে! ৪৯

তুলিস্ না, তুলিস্ না, ঐ ফুলটাকে তুলিস্ না। ব্যথা লাগে রে বড্ড। করিস্ কি সর্ব্বনাশ! দ্যাখ্, দ্যাখ্ ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। কি কষ্ট হচ্ছে। দুর্ব্বাগুলি তুলিস না। মার পূজা ওতে হয় না। মা'র হাড় ভেঙ্গে কি মা'র পূজা হয়? উঁ উঁ, বেলের ডালগুলি ভাঙ্গিস্ না। ঐ রক্তজবাগুলো মা হ'য়ে হাসছিল আর তাই মেরে ফেল্লি। মাকে মেরে তার পূজা? মা কি ঐগুলি চায় রে? মা চায় মন! তোদের বুদ্ধি—শুদ্ধি সব লোপ পেল? কি সর্ব্বনাশই কল্লি? অ্যাঁ অ্যাঁ ওটাকে কি করবি? ও যে নিরপরাধী জীব রে! ও কি অপরাধ করেছে? মা কি ওরে চায়? মা'র বুকে খড়্গ দিবি—এই কি মাতৃপূজা? ছেড়ে দে ওকে ছেড়ে দে। ওতে মা সন্তুষ্ট নয়। ঐ দ্যাখ্, মা'র আমার দুটি আঁখি ভেসে যাচ্ছে। ও যে মায়ের সন্তান। মায়ের ছোট সন্তানগুলির উপর যত মায়া, বড়গুলির উপরও তেমনি। অজ্ঞানী সন্তানগুলির উপর আরও বেশী। ওকে বলি দিস্ না, মা ওতে সন্তুষ্ট হবেন

না। এই নেও, আমাকে দেও। দেও, দেও, আমি যাচ্ছি। আমার ভিতরে অনেক শক্তি আছে, আমি সহ্য করতে পারবো। মা তা'তে সন্তুষ্ট হবে। হবে না? হবে না? কেন? হায় রে রাজার শাসন! মানুষগুলির উপর রাজার শাসন এত, দরিদ্র পশুগুলির উপর রাজার দয়া নাই? রাজা! তুমি না রাজা! তুমি না নরনারায়ণ! ভগবানের কাছে কি দুই? লাথি মার, লাথি মার। আবার ঐ দক্ষ যজ্ঞের মত ক'রে সব ভেঙ্গে ফেল্। যেখানে হিংসা সেখানে আবার ধর্ম্ম কোথায়? তন্ত্র পুড়িয়ে ফেল্। যে তন্ত্রের মধ্যে মা হ'য়ে সন্তানের রক্ত কেড়ে খায়, সে তন্ত্র তন্ত্রই নয়। ও ছিঁড়ে ফেলে দাও, ওতে সিদ্ধি হবে না —বাড়বে পৈশাচিকত্ব! যাই। ৫০

তোদের বিবেক নাই? তোদের বুদ্ধি নাই? মা কি চায় জানিস্ নে? ঐ হিংসাপ্রবৃত্তি জগৎ হ'তে দূর ক'রে দে। যে মা রাক্ষসী, পুত্রের রক্ত খায়, সে মাকে পুড়িয়ে ফেলে দে। ঐ দ্যাখ্, মা আমার ব্রহ্মময়ী, কেমন ছেলেকে কোলে নিতে আসছে। সন্তানের জন্য পাগলিনী। "আয় রে আমার প্রাণের সন্তান! আমার কোলে আয়"—ব'লে ঐ দ্যাখ্, শ্যামা তারা পাগলিনীর মত ছুটে আসছে। ঐ আমার মা। ঐ দ্যাখ্, মা আমার কত দয়াল! ঐ দ্যাখ্, ছুটে আয়, মায়ের পূজা করি। ঐ দ্যাখ্, তোদের পৈশাচিকত্ব দেখে' মা আমার কত কাঁদে। তোদের যদি পেটে অন্ন না থাকে, মা আমার উপবাসী হ'য়ে থাকে। মা আমার শান্তা। ঐ দ্যাখ্, মা আমার করাল কাল দেখে উগ্রচণ্ডী, আবার শুম্ভ-নিশুম্ভ বধে প্রবৃত্তা। ঐ দ্যাখ্, মা আমার বল্‌ছে ..... বুঝিয়ে দিতে পারবি নে? ঘরে-ঘরে যা, বল্‌গে মা আমার পিশাচী নয়! যাই।

দ্যাখ্, তোরা তো মায়ের সন্তান, তোদের ভ্রাতাকে বলি দিতে নিষেধ ক'রে দে তো? মা আমার চায় ভক্তি—ভালবাসা। একবার যদি প্রশান্ত প্রাণে বলিস, "মা আমার ক্ষুধা পেয়েছে" —অম্‌নি মা আমার দুধ খাইয়ে দিয়ে প্রাণ শীতল ক'রে দিবে, কত ভালবাস্‌বে! সে মা কি আমার রক্তলোলুপা? বিকারে সব ভুল। ৫১

জ্ঞান কি চায়? মানুষ কি চায়? অমানিশার ঘোর অন্ধকার, একটা বিদ্যুতের আলো নাই—রক্তগঙ্গা ব'য়ে যাচ্ছে—কড়-কড় ক'রে মেঘ ডাকছে .... আর একদিকে নির্ম্মল আকাশে চন্দ্র ও তারকারাজি ফুটে' উঠেছে ....! সেই শ্মশানের অট্টহাসি, সেই পিশাচের নাচ, সেই মরার খুলির ঠোকাঠুকি .... সেই মৃদু-মৃদু হাসি!

মানুষ রক্ত দেখ্‌তে চায়, না প্রাণ দেখতে চায়? মানুষ রাক্ষস হ'তে চায়, না দেবতা হ'তে চায়? মানুষ কি চায়? —শান্তি? না, না, শান্তি চায় না, যদি শান্তি চায় তবে নরকের পথে ছুটে যায় কেন? সে-পথে কি শান্তি নাই? সে-শান্তিতে কি আনন্দ নাই?

আছে, ও হোঃ হোঃ! সে-শান্তি ক্ষণ-মুহূর্ত্তকাল! তারপর অনন্ত নরক। আর, এই পথে গেলে মানুষের সম্মুখে সে "হরিবোল, হরিবোল" ধ্বনি,—সেই ভালবাসা, প্রাণে-প্রাণে বিনিময়, — কেবল শান্তি! মানুষের সেই বিজলিবিহীন অন্ধকারে যদি জ্ঞানের সেই স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দেখান যায়, তবে কি তার সত্ত্বের উদয় হয় না? ৫২

যতক্ষণ সুখ-দুঃখ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ সুখ চায়, না দুঃখ চায়? যখন নির্গুণ তখন আবার জন্মই বা কি, মৃত্যুই বা কি। পাপ, পুণ্য,ধর্ম্ম, অধর্ম্ম কি আছে? সে-সব ভাবের পার। ৫৩

সেখানে কি অন্ধকার দিয়ে যাওয়া যায়? যদি অন্ধকারে আলো না ধরা যায়? ৫৪

একটা লৌহখণ্ডকে যদি একটা ..... বিদ্যুৎ-ধারা দিয়ে আকর্ষণ করা যায় তবে সে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। আবার ..... ধারাটা সরিয়ে নিলেই তা'র চুম্বকত্ব ঘুচে যায়। আবার যোজনা কল্লে আবার চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। ৫৫

কখনও যায় কি দেখা গুবরে পোকা মধুমালতী কমল ফুলে? উহুঁ হুঁ হুঁ। ৫৬

অনন্তর কাছে যাস্। ৫৭

দিদি! একবার চ'লে আয় না? পাগ্‌লি হ'য়ে বেড়িয়ে পড় একবার। আমি যাব, না, না, আমি যাব। যাব, ঠিক তাই। আরে ছাই, এটাতে কি কুলোয় না, এ যে শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি যাব, হাঁ যাব। না, না, আর উঠার দরকার নাই। ৫৮

এটার ভিতর এত শক্তি টেঁকে কেমন ক'রে গো? ফেটে যাবে যে ছাই! ৫৯

নমো নটবর, নমো নটবর, নমো নটবর বংশীধারী। ৬০

স্বপ্নে যা, দেখা যায় তাও ঠিক, চিন্তায় যা' দেখা যায় তাও ঠিক! ফল কথা প্রাণের টান যার উপর পড়ে তাই দেখা যায়। ৬১

যাকে লক্ষ্য করলে মনপ্রাণ খুলে' যায়, সেই ঠিক। যাকে দেখ্‌লে আনন্দ হয় সেই ঠিক! ৬২

নাম চাই, নাম করা চাই, অনবরত নাম। নাম কর্‌তে—কর্‌তেই ঠিক ধরা পড়ে। ৬৩

কামিনী—কাঞ্চন ভাবনাই করতে হয় না। ৬৪

ভগবানের দিকে প্রাণটা ফেলে দিলে কামিনী—কাঞ্চন ছুটে চ'লে আসে। ৬৫

ঐ কামিনী রাক্ষসী যাকে না ধ'রেছে সে মহাপুণ্যবান পুরুষ, তাকে পূজা কর্‌তে হয়। ৬৬

আমি যে ভূতকে ছাড়ি কিন্তু ভূত যে আমাকে ছাড়্‌তে চায় না। ৬৭

ভাল ওঝা হয় তো এক ফুঁ, মন্দ ওজা হ'লে টানাটানি। ৬৮

তোমার আর ভাবনা কি দাদা? তুমি পাকা নামী আর পাকা কর্ম্মী হ'য়ে যাও। তুমি কত লোকের গুরু। দাদা, বেদান্তটা প'ড়ে নিও। যেমন ক'রেই হোক্ বেদান্তটা ঢুকিয়ে দিতে হবে। যেমন ক'রে হোক্— ছলে-বলে-কলে -কৌশলে। ৬৯

বেদান্তের ভাব যতদিন লোকে না বুঝতে পার্‌বে ততদিন কিছু হবে না। ৭০

হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই। অদ্বৈত মহাপ্রভু। ও ঝাঁপ দিলে প্রকৃত প্রচার আরম্ভ। দিতেই হবে, এবার না হয় আর-একবার। সকালে-সকালে দেওয়াই ভাল।

ওকে দিয়েই সমন্বয়-ভাষ্য তৈয়ার করাতে হবে, —বেদান্তের। ৭১

ভাববাণী

দ্বাদশ দিবস

৭ শ্রাবণ, ১৩২১

কর্ম্ম, কর্ম্ম চাই, কর্ম্ম। যত কর্ম্ম তত অগ্রসর। ১

ধীর হ'য়ে লাগোয়া থাকতে হয়। একটা কথা আছে— "Slow and steady wins the race." 2

"আমি একটা উত্তম কর্ম্মী"— ব'লে অহঙ্কার করা ভাল নয়। তার চেয়ে নিরহঙ্কারী ..... ধীর কর্ম্মী ভাল। জানিস্ নে সেই কচ্ছপ আর খরগোসের গল্প? ৩

কর্ম্ম না হ'লে পেট চলাই ভার হয় রে। পেট না চল্‌লে কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম আসে? দ্যাখ্, একটা কথা আছে— হাত, পা, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ পেটের উপর রাগ ক'রে তার খাওয়া বন্ধ ক'রেছিল, তার ফলে হ'লো কি, তার হাত-পাই আগে শুকিয়ে যেতে লাগ্‌লো। ৪

দ্যাখ্, এই মনটা যখন পাকা হ'য়ে যায় তখন শুকনো কাঠেও হাজার শক্তির বল। তখন একটা মানুষ ব'সে থেকে হাজার হাতীর কাজ করতে পারে। ৫

মনটা দিয়েই ভগবানকে ধরতে হয়। মনটাকে ঠাণ্ডা রাখা চাই। দ্যাখ্, একটা চালাকি আছে রে! দ্যাখ্ এই মনটাকে ঠাণ্ডা রাখতে হ'লে পরিবারবর্গকে শান্তি দিতে হয়, ধর্ম্মভাব ঢুকিয়ে দিতে হয়। নিজের পরিবারের ভিতর ধর্ম্ম না ঢুকলে বড়ই কষ্ট পেতে হয়। ৬

আর, ঐ মাতৃপূজা! মা-টাকে ঠিক রাখতে পাল্লেই সংসারে সব ঠিক। ৭

স্ত্রীলোকগুলিকে শক্তির অবতার ব'লে মান্য করতে হয়। ওদেক্ খুব ভালবাসতে হয়, খুব ভক্তি করতে হয়! ওরা যদি ধর্ম্মপ্রাণা হয় তবে জগৎশুদ্ধ ধর্ম্মপ্রাণ হ'য়ে পড়বে। ৮

সদ্‌গুরু করতে হয়, আর তাঁকে ভগবান ভেবে পূজা করলে সেই পূজাই ঠিক। ৯

সদ্‌গুরুর স্বারূপ্যলাভ হ'লেই ভগবানের স্বারূপ্যলাভ হয়। ১০

দ্যাখ্, আমাদের দেশের কুলগুরু যদি প্রেমময় হ'ত, কর্ম্মী হ'ত, আর উদার হ'ত, তবে আর দেশের অবস্থা এমন হ'ত না। ১১

তোমার আর ভাবনা কি? সব হবে, সব পাবে, যা' চাও তাই পাবে। যে একবার আমার শরণ লয় তার কি আর ভাবনা থাকে? নিশ্চয় ব্রহ্মে লীন হবে, নিশ্চয়। ১২

আমার কর্ত্তব্য ভেবে কর্ম্মী হ'য়ে কাজ কর। ১৩

মনে-মনে ভাববি "আমার কিছুই নয়", সব আমার। ১৪

একবার আমাকে স্পর্শ করতে পারলে প্রাণে-মনে অজ্ঞাতসারে আমি তাকে স্বর্গরাজ্যে তুলে দেই, পরে আমার স্বারূপ্য লাভ করে। ১৫

আবার সেই বাঁশী দিক-দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে— "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" ঐ দেখ বলছে— ঐ শোন্ প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে,—"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" অন্তরে-অন্তরে বিশ্বাস কর, সকলকে ভালবাস; দ্যাখ্— কি এক অজানা পথ দিয়ে আনন্দধামে চ'লে যাচ্ছিস্। আনন্দ—কেবল আনন্দ! ১৬

একবার নেতি-নেতি ক'রে বিচার করলেই তো সব চুকে যায়, সব বুঝতে পারা যায়! ১৭

অর্থে আবার শান্তি কোথায়? কামিনীতে আবার শান্তি কোথায়?

মানুষ শান্তি চায়, সুখ—সুখ ক'রে পাগল হয়; সেই আঁতুর ঘরে কাঁদে .... কাঁদতে এসে বলে, "আমি সুখ চাই।" কিন্তু পরমাত্মা সবটার মধ্যে আছে, একটু সুখের .... । ১৮

ঐ দ্যাখ্ কীর্ত্তনের ঋষিরা আবার এসেছে। ঝাঁপ দিয়ে পড়্। থাক্ তোর কামিনী—কাঞ্চন, সংকীর্ত্তনে মেতে পড়্, সব হবে। ঐ আঁতুড় ঘরের কান্না ঘুচে যাবে। ১৯

সুন্দরী স্ত্রী! জগতে আবার সুন্দর কি রে? আজ যাকে সুন্দরী দেখছিস, আজ যাকে সুন্দরী ব'লে আদরে বুকে তুলে নিতে যাচ্ছিস্, কাল দেখবি .... ও সুখ ক্ষণিক। ঐ শিহ্লনাচার্য্যের উপদেশটা প'ড়ে দেখ্ ও সুখ অনিত্য, ও—সুখ সুখ নয়, কেবল ধাঁধা মাত্র। ২০

হ্যাঁ। ২১

শক্তি আকর্ষণ কর্ আর শক্তি বিলিয়ে দে। ২২

যেখানে মৃত্যুভয় সেখানে আবার শান্তি কোথায় রে? মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পাল্লেই শান্তি, তবেই নিত্য। ২৩

তোর অনেকবার মৃত্যুর গতি রোধ ক'রেছি। কয়বার মরতে বসেছিস, আমি ঘুরিয়ে দিয়েছি কেন? বুঝেও বুঝিস্ না কেন? তুই যা, পূর্ণবেগে কীর্ত্তন কর্। ঠাকুরকে বিলি ক'রে দে অন্তরে—অন্তরে—মৃত্যুভয় কি রে? যখন কাজ হবে তখন আমি এসে আমাতে লয় ক'রে নিয়ে যাব। তোর ভাবনা কি রে? ২৪ *

যত তীব্রবেগে কীর্ত্তন করবি তত রোগ—শোক, পাপ—তাপ, জ্বালা—যন্ত্রণা সব মুছে যাবে। জড়ত্বটুকু ত্যাগ করতে হবে। ও টুকু পূর্ব্বকৃত। ২৫

এখন ইচ্ছা করলেই বেশ কামকে ফাঁকি দিতে পারবি। ঐ মোহিনী

---

* কিশোরীমোহন দাসের চিন্তায় উত্তর।

দিন আসছে, যেতেও পারে। তুই বিশ্বাস করিস্ অন্তরে—অন্তরে; ঐ বিশ্বাসে গোল হ্'লেই আগাগোড়া গোল হ্'য়ে যাবে। ৩৫

অন্নদা, বেদান্তটা একটু উল্‌টে—পাল্‌টে নিতেই হবে। নিজেরও কাজ হবে, পরেরও কাজ হবে। ৩৬

ফিলসফিটার উপর একটু জোর দিতে হবে! তোর যত অনুসরণকারীদের ভিতর বেদান্ত ঢুকিয়ে দিতেই হবে। ৩৭

দ্যাখ্, ঐ যদি ভক্তিটা থাকে, অন্তরে—অন্তরে বুঝা যায় যে ভক্তি আছে, তখন পাতঞ্জল দর্শন পড়লে কি ভক্তি নষ্ট হয় রে? তা নয়, আরও আত্মার উপরে বেশী বিশ্বাস হয়। ঐ জড়ত্বটুকু তুলে দিতে হবে। জড়ত্বটুকু তুল্লেই নূতন জন্ম। ৩৮

কামিনী অনিষ্ট করতে পারে না, কি অনিষ্ট করবে? কামিনীতেও পারবে না, কাঞ্চনেও পারবে না, যদি একটু জ্ঞান—চৈতন্য হ্'য়ে পড়ে। ওর ভিতরই মাতৃভাব জেগে উঠবে, সুখ খুলে পড়বে। ৩৯

অন্নদা! শুধু চিন্তায় কাজ হয় না, কর্ম্মও করতে হয়। খুব খাবি, পূর্ণবেগে কর্ম্ম করবি আর নামে মেতে থাকবি। ৪০

ঘোর তমঃকে নাড়তে—নাড়তে রজঃতে আনতে হবে। ৪১

গীতা সব্বাইকে পড়াবি। বুঝুক, না বুঝুক, শুনুক, পড়ুক, একদিন বুঝ্‌তে পার্‌বে। ৪২

গীতাটা অনেক প্রাণ তৈয়ার ক'রে দিয়েছে। ঐ কিশোরী! ৪৩

দ্যাখ্, বৃথা কাজে বৃথা আনন্দে দিনপাত আর করিস্ নে। একদিন—একদিন করতে—করতে কতদিন চ'লে গেল, একদিন—দুইদিন—তিনদিন করতে—করতে কতদিন চ'লে গেছে, কত সূর্য্য ডুবে গেছে; এখনও সময় আছে; এখনও ব্রহ্মে লয় হ্‌বার সময় আছে। ঐ দ্যাখ্, কাল

মায়ায় ভুলিস্ নে ভাই। ঐ মায়াটি বড়ই তীব্র—অহর্নিশি ধাঁধা লাগাচ্ছে। ডুবিয়ে দেয় ভেসে উঠবি! ২৬

ঐ দ্যাখ্, মাইকেলের কথা—

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে

চির স্থির করে নীর, হায়রে জীবন-নদে।" ২৭

দ্যাখ্, আর প্রাণে-প্রাণে জাগিয়ে তুলবি ঐ সেই হেমবাবুর অনুবাদ, — "ব'লো না কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এ-সংসারে, দারা-পুত্র-পরিবার, তুমি কার-কে তোমার, ব'লে জীব ক'রো না ক্রন্দন, এ-জীবন নিশার স্বপন!" ২৮

যে-কর্ম্ম আজ আরম্ভ করবি, অনন্ত কাল চলবে, অনন্তে মিশে যাবে। ২৯

তোরা কি জানিস্? ভগবানের ...... বাহু— .... প্রচার করতে তোদের তৈয়ারী, কুড়িয়ে নিতে। ঐ শোন্ ...... ঐ দ্যাখ্ ..... পূর্ণত্ব প্রাপ্তি অতি নিকট! ৩০

ঐ ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ছাইটুকু উড়ে গেলেই আগুন বেরিয়ে পড়বে! ৩১

ঐ দেহটাকে বিশ্বাস করতে নাই, ঐ পরমাত্মাটাকে বিশ্বাস করতে হয়। ৩২

জগৎজোড়া ভগবান, যাতে ধরবি তাতেই পাবি। ৩৩

ওর ব্যারাম-ট্যারাম কি আর, ইচ্ছা করলেই মেরে ফেলতে পারিস্। ৩৪

শশধর, ওকে কিশোরীর কাছে নিয়ে যাস্। ওকে দিয়ে মাঝে-মাঝে ওর কাছে থেকে শক্তি নিয়ে আসবি। আর, ওকে একটু মাতায়ে তুলবি। একটু ধর্ম্মপ্রাণ ক'রে তোল্, ব্যারাম-ট্যারাম সব যাবে। নইলে ওর একটা ভয়ানক

ভীষণ বেশে তোদের পাছে-পাছে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ দ্যাখ্, —ঘোর নরক, ঐ দ্যাখ্—ঘোর ঝঞ্ঝাবাত, ঐ দ্যাখ্ তীব্র বেগে ফেলে দিচ্ছে, আবার মায়াচক্রে ফেলে দিচ্ছে— কেবল নরকযন্ত্রণা ভোগ করার জন্য ....।

ও, এখনও জ্ঞান হ'ল না? —ঐ দ্যাখ্, অসুরদলনী করালিনী শ্যামা আমার অসুর নষ্ট করতে ধেয়ে আসছে,—বলছে— "দাঁড়া রে দাঁড়া রে কাল! আমার প্রাণের কুমার .... আমি তাদের জননী; আমি তাদের রক্ষা করবো।" একবার যে 'মা' বলে ডেকেছে, তার কি আর কাল আছে? তার পাছে আর কাল নাই। যে-সন্তান মাকে ভুলে গেছে, মা ধরতে গেলেও ধরা দিচ্ছে না, তাদের অবস্থা কি ভীষণ। ঐ দ্যাখ্, তাদেক্ ধরছে আর গিলে খাচ্ছে! ৪৪

তারা মায়ের খোঁজ কচ্ছে না, মা আমার খুঁজতে-খুজতে হয়রাণ হ'চ্ছে। ৪৫

ঐ দ্যাখ্, মা আমার মহাকালের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, পাছে মহাকাল মায়ের সন্তানগুলি গ্রাস করে সেই ভয়ে। ঐ দ্যাখ্, মা মহাকালে লয় হ'য়ে গেল। মহাকাল মা'তে লয় হ'য়ে গেল! আর ভয় কি রে? প্রাণ ভ'রে কীর্ত্তন কর। ৪৬

থিয়া-থিয়া তাথিয়া-তাথিয়া নাচে নাচে ভোলা। ঠাক্-ঠাক্ ঠটাঙ্-ঠটাঙ্ দোলে গলে হাড়মালা। ডিম্ ডিম্ ডিম্ বাজিছে ডুমুর, ঐ নূপুর ফন্ ফন্ ফন্ গরজে ফণী, দোলে দোলে দোলে ভোলা ভালে ভালে, ভালে, ঐ ভালে জ্বলে মণি। নমঃ শিবায় ২০। কল্ কল্ কল্ গঙ্গা নেমে পড়িছে, ভাসিছে ভাটা ভল্ ভল্ ভল্ ভল্ ভল্ ভল্ ভাঙ্ খায় ঘোঁটা, ভাঙ্ খাইছে ঘোঁটা, জ্বলে অর্দ্ধচন্দ্র ভালে, বম্ বম্ বম্ বাজিছে গালে, বম্ বম্

বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বাজিছে গালে, থিয়া থিয়া নাচিছে ভোলা, থিয়া থিয়া নাচিছে ভোলা, গড়ুর বাহন, গড়ুর বাহন, বৃষবাহনে, বৃষবাহন গড়ুর বাহনে, ঐ দ্যাখ্ প্রাণে–প্রাণে মেলা ৪। ঐ তো শ্যামা, ঐতো শ্যামা, রাধা অঙ্গে রাধা অঙ্গে রাধা অঙ্গে রাধা অঙ্গে, কাল আলোয় মেলা ৪। বৃষবাহন নমঃ বৃষবাহন, বৃষবাহন নমঃ বৃষবাহন, প্রমথ পরাণ, প্রমথ পরাণ, প্রমথ পরাণ, মদন মোহন ভালা। নমঃ শিবায় ৪। শিবোঽহম্ ৪০। ৪৭

পরমাত্মার পূর্ণ প্রকাশ! উঃ ঐটাকে স্ফুরণ করতে পারলেই সব চুকে যায়। ৪৮

দ্যাখ্, অভয়কে নিয়ে ওদের কাছে আসিস্ তো। কিশোরীদের কাছে। উপদেশ–অনুযায়ী কাজ ক'রে যা, নতুবা কিছু হবে না। ৪৯

উঃ! আর যাক্ না। ৫০

সুরধুনীকে। ৫১

যাই বাবা। ৫২

পর্ণকুটিরেই স্বর্ণপ্রতিমা। ৫৩

প্রহ্লাদেরও তো বিষ হজম হ'য়ে গিছিল। ৫৪

যত পাপ–তাপ সব পুড়ে যায় ....। ৫৫

...... ভিতর ..... ডাকই শাশ্বত পদের দিকে ছুটে আসছে, কারও ভয় নাই। নিরুপায়ের উপায় ভগবান, তিনিই তো ব'লে দিয়েছেন। ৫৬

দেবেন! সোজাসুজি চল না ছুটে, তাকিয়ে কি ফল পিছুটায়? পাছের দিকে চাইলে সে তো আপনি ৫৭

গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে যেমন গাছের সব পাখী উড়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে সংকীর্ত্তন করলে পাপ–তাপ সব উড়ে যায়। ৫৮

কৃষ্ণ নামে বিপদ থাকে না ..... বিপদ্‌–আপদ্‌ আসতে পারে না। ৫৯

আমাকে যে একবার ভালবাসে তাকে জন্ম–জন্মান্তরেও ভুলতে পারিনে। ৬০

পাপকে ঘৃণা করবি, পাপীকে ঘৃণা করিস্‌ না। ৬১

কেবল দিবি, বলবি কৃষ্ণ নাম করতে, সব দূর হবে। কানুর সহিত পিরীতি করিতে অধিক চাতুরী চাই। ৬২

প্রাণ খুলে কীর্ত্তন কর, সব হবে। ৬৩

যাকে একবার ছুঁবি, তার সব পাপ–তাপ দূর হ'য়ে যাবে। তুই যা' করবি তাই হবে। কোন চিন্তা তুই করবি না, আমি আছি। ৬৪

ভাববাণী

ত্রয়োদশ দিবস

১০ শ্রাবণ, ১৩২১

এ যে আনন্দ বাজার ৩। নাই রে দুঃখ নাই রে দৈন্য ৩। আনন্দ আনন্দ সবার। বিনিময়ে হরিনাম, কেন ছাড় হরিনাম, প্রাপ্তিকালে আরাম, বিনিময়ে আত্মা তোদের। বিনিময়ে হরিনাম, কেন শান্তি আত্মারাম, যাবে দুঃখ, যাবে দুঃখ, যাবে দৈন্য তোদের। ঐ দ্যাখ্ স্বর্গরাজ্য, ঐ ঐ স্বর্গরাজ্য নিকটে তোদের, ঐ শান্তি হাসে চারিধার। ১

তোদের আবার দুঃখ কিসের, তোদের আবার দৈন্য কিসের? একবার নামটি গেঁথে কর্ম্মে মত্ত হ'য়ে ছোট দেখি! সব হ'য়ে যাবে। ২

দ্যাখ্, এই পৃথিবীটি .... নিল কে রে! তোরাই এই মন দিয়ে। ৩

এই মনটা দিয়ে অনুভব করতে পারিস্ তবেইতোহ'তে পারে। যদি মন না থাকে তবে এই পৃথিবী কি অনুভব করতে পারিস্? তোদের পুত্র—কন্যা, তোদের সংসার যা' সব জ্ঞান কচ্ছিস্, মন না থাকলে এ সব কিছুই দেখতে পাস্‌নে, মনটাকে সরিয়ে নিলে কিছুই থাকে না। যাঁহা তোদের মনটা উঠে গেল, অমনি পৃথিবীও গেল, এই মনটা দিয়েই স্বর্গ নরক ক'রে নেওয়া যায়। যদি নরকে ডুব দিয়েও মনে করিস্ যে আমি সুখে আছি, সেই সুখ। যেই জ্ঞানটা আসে অর্থাৎ নরক ব'লে জ্ঞান—অমনি দুঃখ। ৪

এই মনটা যদি ঐ শাশ্বত—পদে ফেলে দেওয়া যায় তবে আপনি আনন্দ উথলে ওঠে, আর যদি নরকের দিকে ফেলে দেওয়া যায়, তবে আপনি দুঃখ উথলে ওঠে। সবই মন। ৫

পুণ্য-পুঁথি

দ্যাখ্, মানুষ দুঃখ পেলেও কাঁদে, অত্যন্ত আনন্দ হ'লেও কাঁদে। দ্যাখ্, দুটো কাঁদার পৃথকত্ব কত! ৬

যা' বলবি তাই হ'বি। অনবরত যা' চিন্তা করবি তাই হ'বি। ৭

একটি লক্ষ্য স্থির ক'রে মনটাকে দিলেই সব হয়। ৮

এই যে জ্ঞানটা আছে সেই বুঝিয়ে দেয় এটা স্বর্গ, এটা নরক। ৯

দ্যাখ্, ভালবাসার বড় শক্তি, ঐটি নরককেও স্বর্গ ক'রে দিতে পারে। ১০

ভগবানকে ভালবাসি কিনা ঠিক করতে হ'লে আগে দেখতে হয় আমি জগৎকে ভালবাসি কিনা! যদি দেখিস জগতের প্রত্যেক জীবকে ভালবাসি, প্রত্যেক বস্তুকে ভালবাসি, তখন বুঝবি আমি ভগবানকে ভালবাসি, ঐ ভাবটা ভাব। ১১

বিষয়–ভাবটা যদি একটু গাঢ় হ'য়ে পড়ে, তবে ভাব–সমাধি হয়। দ্যাখ্, ভাবটাই ....! ১২

ঐ অঙ্ক কষিস্ তখন দেখবি। যদি ভাবে ডুবে'না পড়িস্ তবে পারবিনে। ১৩

তেমনি ফিলসফি পড়িস্—যদি ভাবটাতে ডুবে' পড়িস্, ঐ ভাবটা আসলেই ....। ১৪

জ্ঞানটা হ'ল জানা। ১৫

একটা বিষয় জানতে হ'লেই ভাবের দরকার হয়। ১৬

বিশ্বাসটার বড়ই দরকার। ঐ বিশ্বাসটা পেকে গেলেই তা' দিয়ে সব হয়। ১৭

আমি একটা পাথরের ঢিবি হই আর ভগবান্ হই, যদি বিশ্বাস করবি ভগবান্ ব'লে তবেই ভগবান্। ১৮

পূর্ণ বেগে কীর্ত্তনটা কর, তারপর গিয়ে ধ্যান–ধারণা সব কর।

যখন দর্শন-টর্শন হবে তা' হোক, তারপর যখন শব্দটা শুনতে পাবি, তখন ঐ শব্দের দিকে মনটা ফেলে দিয়ে চুপ ক'রে থাকবি। ১৯

ঐ নামটি আর ধ্যানটি যদি চব্বিশ ঘন্টা ক'রতে পারিস্— এমন কি অন্যের সঙ্গে কথা কইতেও ধ্যানটি হওয়া দরকার। ২০

কথা হ'ল মনটাকে তোলা, মনটাকে স্থির করা। যাই করিস্, ভগবানে যেন লক্ষ্যটা স্থির থাকে। আচার ক'রেই পারিস্, মদ খেয়েই পারিস্, শূয়োর খেয়ে, গরু-ভেড়ার মাংস খেয়েই পারিস্— লক্ষ্যটি স্থির থাকলেই হ'ল। ২১

দ্যাখ্, আগে অন্নব্রহ্ম তারপর শব্দব্রহ্ম। দ্যাখ্, ঐ অন্নটার পর দাঁড়িয়েই শব্দব্রহ্মটা ধরতে হয়, তারপর শব্দব্রহ্ম ধরলে আর অন্ন-টন্ন থাকে না, তখন সব নীচে প'ড়ে থাকে। ২২

ঐ অন্নটা আর জলটা। এই জল নারায়ণ আর অন্নটা সব্বাইকে দিবি। নিজে আধপেটি খেয়েও যদি দিতে হয় তাও দিবি। ২৩

দ্যাখ্, এই খালে-বিলে পলো দিয়ে মাছ ধরা দেখেছিস? ঐ পলো দিয়ে চাপাতে-চাপাতে ওর ভিতরে মাছ প'লেই হাত দিয়ে তুলে লয়। ২৪

দ্যাখ্, এই ভবসংসারে যতগুলি জীব আছে, তাদের ভালবাসা-পলো দিয়ে, ভগবানের কাছে সৎ-ইচ্ছা নিয়ে প্রার্থনা ক'রে হাত দিয়ে তুলে ব্রহ্মসাগরে ফেলে দিবি। ২৫

দ্যাখ্, খাল-বিলের জল শুকিয়ে যায়, কিন্তু সাগরের জল আর শুকায় না। ২৬

ধর্ম্ম জাগাতে হ'লে কর্ম্ম জাগাতে হয়, আর কর্ম্মটা জাগাতে হ'লে ধর্ম্মটা জাগাতে হয়। দুটো পাশাপাশি। ওরা দুটো ভাইরে। ওর ২৭

ধর্ম্ম—কর্ম্ম দুই ভাইকে মিলিয়ে নিয়ে তখন নিবৃত্তির পথে সেই ব্রহ্ম। ২৮

পরিত্রাণ চাইলেই দুটো ভাইকে আগে ডাকা লাগে। ও দুটো ভাই দুটো দিকেই যায়। সৎ—এর দিকেও যায়, অসৎ—এর দিকেও যায়। ২৯

চুরি করা চোরের ধর্ম্ম ....। ৩০

সাধুর ধর্ম্ম পরোপকারাদি সৎকর্ম্ম, আর ভগবানে আত্মসমর্পণ হ'ল ধর্ম্ম। ৩১

কর্ম্মটা চালিয়ে নিয়ে যায়, ধর্ম্মটা ধ'রে রাখে। ৩২

ধর্ না, যেমন মানুষ। মনে কর্ তার প্রাণ নাই। ধর্ম্মটা তেমনি মানুষ, আর কর্ম্মটা ঐ প্রাণ—যে মানুষকে চালিয়ে নিয়ে যায়। ৩৩

ধর্ম্মটাই জলকে জল ক'রে রেখেছে আর কর্ম্মটাই তাকে নানা রকম করছে। ৩৪

দ্যাখ্, এই প্রচারকেরা কি করে জানিস্? আগে অন্তরে বিশ্বাস জন্মায়ে দেয়, তার পরে নিজের পথে ঠেলে নিয়ে যায়। ৩৫

তোরাও বিশ্বাসটা ঢুকিয়ে দিবি অন্তরে—অন্তরে। যদি বিশ্বাস করিস্ তবে আর ভয় কি? ঐ বিশ্বাসটাই জানবি আমি। যার বিশ্বাস আছে তার আমি আছি। যে বিশ্বাস করে, তা'কে আমি সব দেই। যে বিশ্বাস করে, তার অপ্রাপ্য আমার কাছে কী আছে? আমি সব দেব। ৩৬

চোরকে বিশ্বাস ক'রে যদি তার কাছে টাকা রাখা যায়, সে কখনও সে—টাকা চুরি করে না। ৩৭

বিশ্বাস্ কর্, আমায় বিশ্বাস কর্। ৩৮

ঐ দ্যাখ্, শান্তি হেসে—হেসে বেড়াচ্ছে। ঐ দ্যাখ্, শান্তি বলছে,—

একটু বিশ্বাস নিয়ে কীর্ত্তনে ঝাঁপ দে, আমি তোদের শান্তি দেব। আমি তোদের শান্তি দেবার জন্যই ঘুরে বেড়াচ্ছি। ৩৯

বিশ্বাস রাখ্, কীর্ত্তনে ঝাঁপ দে, আমি শান্তি দেব। ৪০

জ্বালিয়ে দে না, সব পাপ-তাপ জ্বালিয়ে দে। কীর্ত্তন-আগুনটা নিয়ে সব জায়গায় ধরিয়ে দে, সব পুড়ে যাবে। ৪১

দ্যাখ্, পাপ-তাপ কিছুই না, ঐ বাঁশের পাতা, কীর্ত্তন-আগুনে সব পুড়ে যাবে! ৪২

তুই আর কি করবি? যা কর'তে আসছিস—তাই ক'রে যা। ৪৩

যা ভেঙ্গে-চুরে' নষ্ট হ'য়ে যায় তাই অনিত্য। ঝড়-ঝাপটা বাতাসে ঠিক থাকতে পারলেই হয়, তা আর নষ্ট হয় না। যা নষ্ট হয় না তাই নিত্য। ৪৪

প্রাণগুলি তৈয়ার ক'রে ফেল। ৪৫

তোদের ভিতরে সব আছে। বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, তুলসীদাস, নিত্যানন্দ, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ সব আছে। প্রাণগুলি তৈয়ারি হ'লেই সব দেখতে পাবি। ৪৬

রামকৃষ্ণ তোদের হাতের কাছে। ৪৭

যেমন নিজের আত্মা অন্যের শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তেমনি যে-কোনও আত্মা অন্যকে দেওয়া যায়। ৪৮

এক-এর কম্পন যদি দুই-এর মত হয় তবে একই দুই। ৪৯

আমার .... আমি উঠে পড়ে'ছি! জীব! তোর চিন্তা কী? তোর শোক দুঃখ কী? ছুটে আয়, বিশ্বাস কর্, —ঝাঁপ দে কীর্ত্তনে, ব্রহ্মসাগরে ডুবে যাবি। ৫০

তোদের মহা-মহা-পাপ থাক্, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা ইত্যাদি

ক'রে থাকিস্, ভয় নাই! আমায় বিশ্বাস কর্, আত্মাকে বিশ্বাস কর, ছুটে চলে আয়, নাচতে-নাচতে ছুটে আয়; ভগবান-ভগবান ব'লে ছুটে চ'লে আয়; জয় জিসাস্, জয় জিসাস্, ব'লে ছুটে আয়! ৫১

কে কোথায় আছিস্— শিখ, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব —আয় চণ্ডাল, একবার পরমাত্মার ভাবে ভাবিত হ,' তোদের সব জ্বালা-যন্ত্রণা আমার হাত দিয়ে সব মুছে দেব। ৫২

অন্তরে অন্তরে নাম কর, নামে ডুবে পড়্। আমি অনামী, তোদের অন্তরে-অন্তরে জেগে উঠব। তোদের আত্মাতে আমি জেগে উঠব। ৫৩

সকলকে বল— ভয় নাই, চিন্তা নাই .... অভীরভীরভীঃ। ৫৪

একবার সকলের প্রাণের কাছে গেয়ে-গেয়ে বেড়া তো যে তোদের সকলের শান্তি দিতে পরমাত্মা জেগে উঠেছে! ৫৫

ছুটে আয়, আমি তোদের শান্তি দেব, আমি তোদের স্থান দেব, আমি নরকে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত ক'রে দেব! ৫৬

তোরা আমারই বুদ্বুদ্, আমাতেই লয় হ'য়ে যাবি, আর বাতাসের আঘাত সহ্য ক'রতে হবে না। ছুটে আয়, বিশ্বাস কর্, মনে কর্, চিন্তা কর্—আমি আত্মা, আমি পরমাত্মা, আমি পরমব্রহ্ম, আমি জেগে উঠব, আমি তোদের ভিতরে প্রকট হব। ৫৭

দ্যাখ্ রে শোন্, এমন কি যে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসতে পারে, সে জগৎকে ভালবাসতে পারে। ৫৮

যে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে কিন্তু জগৎকে ভালবাসে না, সে ভালবাসা কখনও ভালবাসা ন'য়, সে কেবল মত্ততা! ৫৯

বোঝাই ক'রে চালান দে, সব আমাতে লয় হউক। ৬০

তোর চিন্তা কি? তুই ভক্ত! ৬১

খুঁজতে হবে না, আমি আছি। আমি এবার তোদের 'আমি' খুঁজতে এসেছি, তোদের খুঁজতে হবে না, বিশ্বাস কর্। ৬২

দ্যাখ্, পরমাত্মাটাকে প্রচার কর্। এই ...... অন্তরে-অন্তরে মিশে যাবে। ৬৩

দ্যাখ্ রে, ওটার থেকে একটা ভাষ্য–টাষ্য ক'রে ফেল না। ওটাকে বিলি ক'রে দে না। যার চিন্তাশক্তি যত বেশী সে ওটাকে তত সুন্দর ক'রে আঁকতে পারবে। বৃন্দাবনবাবুকে বলিস্, যাতে প্রবৃত্ত হবে তাই হবে .... । যা করতে চাইবে তাই হবে। ৬৪

নেগেটিভ্ পোল থেকে শক্তিটাকে নিয়ে যা'না! এই শক্তি নিলে যা কর'তে চাইবে তাই হবে। .... যম এর কাছে যেতে পারবে না। ৬৫

শরীরের নেগেটিভ্ পোল থেকে শক্তি নিতে হয়! ৬৬

পজিটিভটায় 'ইন' হ'চ্ছে, নেগেটিভ্টায় 'আউট' হ'চ্ছে। ৬৭

শক্তি দেওয়ার জন্যই শরীর। শরীরটা কোষ, আমি অরূপ। আমার রূপও নাই, নামও নাই, আমি আত্মা। ৬৮

আমি প্রতি ঘটে–ঘটে জীবন। আমারই ধারা প্রতি ঘটে–ঘটে! ৬৯

ধর্ না রে, কে নিবি? নে রে, নে রে, শক্তি নে রে! সব হাতগুলি শরীরের উপর দে। সব জেগে উঠবে। এখনই দে। নে, নে, ধর্ নেগেটিভ্। কিশোরী, অনন্ত, জ্যোতিষ, সতীশ প্রভৃতি কীর্ত্তনের ঋষিরা সকলে আয়। দ্যাখ্, এই শক্তি যারা পজিটিভ্ .... তারই অন্তরটা বদলে যাবে। ৭০

দ্যাখ্, এই শক্তিটা অযথা ব্যয় করিস্ নে, উন্নত ক'রে ফেল্বি! ৭১

বইখানি আমারই দান। ৭২

পুণ্য-পুঁথি

.... যে—লোক এই উপদেশ–মত কাজ ক'রবে, সে নিশ্চয়ই উন্নত হবে। ৭৩

ইয়াদ রাখ! ৭৪

আচ্ছা, যেতে দাও; বাপ রে বাপ! ৭৫

হ্যাঁ, তাই। ৭৬

ভাববাণী

চতুর্দ্দশ দিবস

১২ শ্রাবণ, ১৩২১

অ্যাঁ? তোমার কর্ম্মফল। ১

হৃদয়ে অনুতাপ-আগুন জ্বেলে দিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, খুব কাঁদ! ২

স্থূল শরীরধারণ মোহে ডুবে থাকার জন্য। কেন ওখেকে পৃথক হ'য়ে পড় না! ৩

ঐ চিত্তটা শুদ্ধ না ক'রতে পারলে কিছুই হয় না। ৪

এস, প্রাণখুলে নাম কর। ৫

হিংসা? হিংসা করবি কাকে? পরকে হিংসা করলে নিজকেই হিংসা করা হয়। ৬

নারায়ণ কি ক'রবে? তুমি নারায়ণ, তোমার বিচার কর। ৭

তুমি আছ, আমি আছি। শান্তি! ৮

উঃ কী ভীষণ অন্ধকার! একটিও তারা নাই। ওঃ এ আকাশে বুঝি চাঁদ ওঠে না, সূর্য্য ওঠে না। ...... উঃ, ইস্, এ কি? উঁ উঁ উঁ এ যে অসহনীয় দুর্গন্ধ! ঐ যে রক্তমাখা নদী তর্-তর্ ক'রে ছুটে যাচ্ছে! না, না, স'রে এস, কী ভীষণ! ওঃ কী চীৎকার! ভীষণ চীৎকার! ও কী ভীষণ চীৎকার! অ্যাঁ! ছেলের বুকে ছুরি? ওঃ এখানে মাও রাক্ষসী? এ কি? দাউ-দাউ ক'রে সব জ্বলে গেল! কৈ, এর তো মৃত্যু নাই? চীৎকার করে তবুতো মরে না? উঃ উঃ উঃ কী ভীষণ চীৎকার! কী ভীষণ গরম, সব পুড়ে গেল।

পুণ্য-পুঁথি

অ্যাঁ, এ কী ঘোর অন্ধকার! এ আগুনে যে দীপ্তি নাই, এখানে কেবল অন্ধকার, সব পুড়ে গেল। চাঁদ নাই, সূর্য্য নাই, কেবল আর্ত্তস্বর! তুমি কে গো এখানে? "ঐ দিন গেল, দিন গেল" —ব'লে চেঁচাচ্ছ কেন? কেন তুমি উত্তর দিচ্ছ না? শুধু বল্‌ছ— "দিন গেল, দিন গেল" —কিন্তু উত্তর দিচ্ছ না কেন? ও, তুমি সাবধান করছ? জীবকে সাবধান করছ? পথ খুঁজে নিতে বল্‌ছ? তবে তোমার বাম দিক দিয়ে এত লোক যাচ্ছে কেন? ঐ নদীতে এত লোক ঝাঁপ দিচ্ছে কেন? ওঃ এই কি আকাঙ্ক্ষা-নদী? এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি যদি না হয়, তার জপেও কিছু হয় না, ধ্যানেও কিছু হয় না, নিয়ত দেবতা-আরাধনায়ও কিছু হয় না। ঐ আকাঙ্ক্ষা নদী .... থাক্‌লে সব ডুবে যায়, সব পুড়ে যায়। এই আকাঙ্ক্ষা-নদীতে এসে সব ডুবে যাচ্ছে কেবল। দ্যাখ, প্রায় হৃদয়েই তো এই আকাঙ্ক্ষা! .... আর ঐ দক্ষিণ! দক্ষিণ —এই তো শান্তি, এই তো স্নিগ্ধ আলো, এই তো কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি দেখা যাচ্ছে। এত আলো, তবু তার তীব্রতা নাই। বেশ তো বাতাস বইছে! কি মধুর শব্দ! বেশ তো, বাঃ বাঃ বাঃ! এখানেও তো নাম! এখানেও তো নামময়! এখানেও তো শান্তি! এখানেও তো কীর্ত্তনের ঋষিরা কীর্ত্তন ক'রতে-ক'রতে ছুটে আস্‌ছে, এখানেও তো খোল-করতাল—। মৃদঙ্গের বাদ্য, ঐ যে সব ওঙ্কারে মিশে যাচ্ছে। এ যে- আনন্দের ধারা, বিপুল অনন্দ! এই বুঝি দক্ষিণ? ওঃ কি শান্তি! ঐ তো সব ডুবে যাচ্ছে, ঐ ওঙ্কারে সব ডুবে গেল, প্রাণে-প্রাণে সব ডুবে গেল। ভেদ গেল, —এই তো মুসলমান, এই তো ব্রাহ্মণ, এই তো বৌদ্ধ, এই তো জৈন, এই তো শিখ —এই যে সব ওঙ্কারে লয় হ'য়ে গেল। এই তো ব্রহ্ম-হত্যাকারী, এই তো স্ত্রী-হত্যাকারী, ... এই তো মহাপাপী ঘোর নারকী, এরাও তো মিশে যাচ্ছে? ও বুঝেছি, ভগবান এসে এদের সব

জ্বালা–যন্ত্রণা, পাপ–তাপ মুছে দেছে। ও বুঝেছি, এই তো কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য। এত শান্তি ছেড়ে তোমরা পথ ভুলে যাচ্ছ? করতালের বাদ্য, মৃদঙ্গের বাদ্য যে দিকে শুন্‌বি—ছুটে যাবি! ঐ দ্যাখ্, হরিনামে সব ডুবে যাচ্ছে। জীব রে! আয় রে ছুটে; ঐ দ্যাখ্ —কীর্ত্তনের ঋষিরা তোদের জন্য এসেছে। ওদের শরণ নে রে, ওদের চরণের ধুলি কেড়ে নে রে! ওদের মুখ থেকে হরিনাম কেড়ে নে। ওরা মুক্ত আত্মা, —ছুটে যা ওদের সাথে, নরকও স্বর্গ হ'য়ে পড়বে ....। ঐ দ্যাখ্ কীর্ত্তনের ঋষিরা সব ধাপ সেজে দাঁড়াল। উঠে যা তাদের উপর দিয়ে, উঠে যা। তোরা ওদের বুকের উপর পা দিয়ে উঠে যা, —ছুটে যা —ছুটে যা— ওদের সব নকল কর্। ৯

হায় রে জীব, হায় রে মত্ততা, হায় রে জ্ঞানের অহঙ্কার! তোর আবার জ্ঞানের অহঙ্কার কিসের? তুই তো অজ্ঞানী। ঐ অবিদ্যাকে বিদ্যা ব'লে যদি ডুবে থাকিস্, তুই ধনী ব'লে যদি ব'সে থাকিস্ .... ঐ চাক্তিগুলো তোদের জ্ঞানবুদ্ধি সব ডুবিয়ে রেখেছে, —নরকে ডুবিয়ে দিচ্ছে, —স্বর্গের দ্বার রোধ ক'রে রেখেছে ..... এখনও সময় আছে, ছুটে আয়, —কীর্ত্তনে ঝাঁপ দে, নয়তো অনন্ত নরক .... নইলে বুকে ছুরি দেবে! ফেলে দে। হায়, হায়! আয় রে তোরা, সরলই হোস্ আর কুটিলই হোস্, একবার বিশ্বাসটা কর্। কীর্ত্তনে ঝাঁপ দিলে সব মুক্ত হওয়া যায়। একটু বিশ্বাস হ'লেই হ'ল। ১০

আমি একজন .... নিয়ত আমার চিন্তায় আমার স্বারূপ্য লাভ হয়। ১১

থাক্, চাপা দে। আমি যাই। ১২

কর্‌বি কি জানিস্? প্রাণে–প্রাণে ঢুকিয়ে দিবি নামটা। ১৩

যে একবার ছুটে আসে কীর্ত্তনে তার সব হয়। ১৪

পাগল ক'রে দে তো, ঐ প্যাঁচাগুলিকে নিয়ে এসে নাচা তো; কাল প্যাঁচাগুলি কেবল কর্কশ শব্দ করতে পারে, কিন্তু হরি বল্‌তে পারে না। ১৫

দ্যাখ্‌, ... মানুষ নিয়েই হোক্‌ আর ভেড়া নিয়েই হোক্‌, যা' তা একটা সুর নিয়ে কীর্ত্তন খাড়া কর্‌, কর্‌ না রে! তাণ্ডব নৃত্যে কীর্ত্তন কর্‌, আর অন্ধকারে আলো ফুটুক। ১৬

নবীনকে ডেকে-ডেকে নিস্‌ তোর আর ভাবনা কি? তুই মহাশক্তি, যেমন করতেছিস্‌ তেম্‌নি ক'রে যা। তোর অভাব হ'লেই আমি পূরণ করব, ভাবনা কি? ১৭

কাজের সময় ডিপ্রেসন যেন না আসে, কিছুতেই ডিপ্রেস্‌ড্‌ হবি না। মহামহারথী আসুক না কেন মনটা যেন চুম্‌কে না যায়।

অন্তরে মহাশক্তি আছে, তোর বুকটা যেন কেঁপে না ওঠে, ভালবাসাটা যেন ঠিক থাকে, রেগে উঠ্‌বি না, মুখটা যেন হাঁসি থাকে। সলোমন বেদব্যাস কেন না আসে, প্রাণটা রাখবি নীল আকাশের মত। হাঁ। ১৮

কৃষ্ণ! তীব্রবেগে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌না? —তুই যে চুম্বক, যত লোহা আছে তাতে ঠেক্‌লে কি ফিরে যেতে পারে? একটু সূঁচ থেকে লোহার পাহাড় শুদ্ধ ঠেকে যাবে। ১৯

তোমার আর চিন্তা কি? পরমাত্মার শরণ নিলে কারো কোন ভয় থাকে না। যা' কিছু বল্‌ছে, সব পরমাত্মাই। ২০

দ্যাখ্‌–যতদিন ভেদ জ্ঞানটা থাকে ততদিন কিছু হয় না। ঐটিই ভগবানকে পেতে দেয় না, ব্রহ্ম ধরতে দেয় না, ঐটিই ব্রহ্মজ্ঞানের ঘোর অন্তরায়। ২১

অনন্ত! তোর জন্য আর তোর ভাবনা কিরে? যে রাস্তায় গেলে তাড়াতাড়ি যেতে পার্‌বি সেই রাস্তাই ভাল। মনটাকে জিজ্ঞাসা করিস্‌। ২২

যা চাইবি তাই পাবি, আমি পরমাত্মা। ২৩

দেবেন বাবুর সঙ্গে আলাপ করতে বল্‌বি। দেবেন বাবুর প্রাণ আছে। ২৪

ঠাকুর হরনাথকে ঢুকিয়ে দিবি। ও তৈয়ারী না হ'লে আর কাকেও দেখাবি না। ২৫

হোলিবুকখানা তৈয়ারী হ'লে দেখাবি। যাদের দেখাবি তাদের যেন বিশ্বাস আর নষ্ট হয় না। যাদের প্রাণে বিশ্বাস আছে তাদের হোলিবুকখানা দেখাবি। তাদের সেখানে একদমে ব্রহ্মে লয় ক'রে দিবি। ২৬

হোলিবুকটাই দূত, ঐ রাস্তা, ঐ সব। ২৭

ঐ হোলিবুকটা উন্নত ক'রে ফেলাতে বল্‌। এমন সরল ভাষ্য করবি যাতে সরলপ্রাণ কৃষকও বুঝতে পারে। বল্‌বি বৃন্দাবনবাবুকে, ওর জন্যই তো লাইফ প্রোলঙ্গ্‌ড্‌, অক্ষরে-অক্ষরে তার প্রাণ। ২৮

হুঁ হুঁ তাই। ২৯

মরার আবার গুণ কিরে? দুটো চোখ, একটা ঘোর তমঃ, একটা সত্ত্ব। ৩০

অনন্ত-অনন্ত ব্রহ্মা; কোটি-কোটি বিষ্ণু .... তা ভিন্ন আর পূর্ণ প্রাপ্তি নাই। আমি না হ'লে আর কিছু হবে না। ৩১

ব্রাহ্মণ হ'তে হবে। ব্রাহ্মণ হ'লেই ভগবানও বুকে পা রাখে। ব্রাহ্মণের

পা ভগবানও আরাধনা করে, তাই কৃষ্ণ ভৃগুমুনির পদচিহ্ন বুকে ধরেছিল। ৩২

ঐ ভেদজ্ঞানযুক্ত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হয় না। ভেদজ্ঞান থেকে যদি বলা যায় যে "আমি ব্রাহ্মণ" আর কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ ইত্যাদি সব থাকে আর বলে "আমি ব্রাহ্মণ," অম্‌নি অনন্ত নরক। ৩৩

ব্রাহ্মণ কেমন, তাহা বিশ্বামিত্রের জীবন দেখলেই তো বুঝা যায়। কত ক্ষমা–গুণের অতীত হ'তে হয়। ৩৪

...... ব্রাহ্মণও যে ব্রহ্মও সেই। ব্রহ্মকে জান্‌তে পাল্লেই ব্রাহ্মণ। ৩৫

বেদান্তটা পড়তে বল্‌বি সকলকেই, আর সেই রকম চল্‌তে বল্‌বি সাবধানে। আর গীতা চালিয়ে নিয়ে যায়। ৩৬

বেদান্ত পড়ে' চল্‌তে না পার্‌লে গীতা চালিয়ে নিয়ে যায়, গীতা নির্ব্বিঘ্নে নিয়ে যায়। ৩৭

সব চেয়ে যাদের সরল বিশ্বাস, কেবল ভক্তি, তাদের আর বিপদ নাই, তারা একদিন যাবেই। তারা কচ্ছপ, ঐ জ্ঞানী খরগোসের আগেই যেতে পারে। জ্ঞানের অহঙ্কার হ'লেই ঘুমিয়ে পড়ে। ৩৮

দ্যাখ্— এই শরীরটাতে যখন নীচের আমি জেগে ওঠে, কাঁচা—আমি যখন বড়—আমি জেগে উঠবে তখন পৃথিবীময় হ'য়ে যাবে। পরমাত্মার পূর্ণ বিকাশ। ৩৯

চাপা দিয়ে রাখবি, কখনও জান্‌তে দিস্‌নে। কোন রকমে বুঝিয়ে রাখবি। ৪০

জান্‌তে পারে না বলে যেতে ....। ৪১

কৃষ্ণ আর কিশোরী ওদেক খুব লক্ষ্য করবি। যদি কীর্ত্তন না কর্‌তে পারে তবে ম'রে যাবে। ৪২

জ্ঞান ধরিয়ে দিবি, পড়তে বলবি, প্রচার কর্‌তে বল্‌বি। ৪৩

আত্মদর্শন হ'লে কিষ্টার আর ভয় নাই, ওই রামকৃষ্ণ। আমি জেগে উঠ্‌বো ওর ভিতর। তোরা অনবরত চিঠি লিখ্‌বি তার কাছে। ৪৪

বৃন্দাবনবাবুকে বল্‌বি ওকে ঠিক নিজের ছেলে কর্‌তে। ও একজনের নয়, জগতের। ৪৫

বৃন্দাবনবাবুর কীর্ত্তিই ওর হাতে। ৪৬

দ্যাখ্‌, চাপা দিয়ে রাখ্‌বি। ৪৭

ভাববাণী

পঞ্চদশ দিবস

১৫ শ্রাবণ, ১৩২১

সব তুই। মূলে একই, ডালপাতাতেই গোলমাল। ১

চিত্তটা থেকে সব খুলে পড়লে তবে ব্রহ্ম—বাদ দিতে-দিতে যা' থাকে, যা'কে আর বাদ দেওয়া যায় না। ২

প্রত্যেকটাতে যে আমি সেইটেই তাই। ভাল ক'রে সাফ্ করতে হয়, এখনই। ৩

দ্যাখ্, এই যে রাজা, সম্রাট-এর সাথে দেখা করতে হ'লে বুকে সাহস বেঁধে একদমে যদি তার কাছে যাওয়া যায় তো হয়। আর, যদি চৌকিদার থেকে আরম্ভ ক'রে একে-একে যাওয়া যায় তবে এ-জন্মে তো হবেই না, কত জন্ম চ'লে যাবে। ঐ বরাবর যেয়ে দেখাটাই বরং জ্ঞান। ৪

দ্যাখ্ ঐ উপযুক্ত না হ'লে অনেক সময় গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে হয়। উপযুক্ত জ্ঞানী হওয়া দরকার। ৫

দ্যাখ্, আর কতক আলাপ ক'রেও যাচ্ছে, কতক নিজের জোরেও চ'লে যাচ্ছে, এইটি জ্ঞানভক্তি। রাজাকে দেখা যেমন ক'রেই হোক্। ৬

জ্ঞানটাতে চাপ্‌লে, বুকে খুব জোরের দরকার। পাকা জ্ঞানী না হ'লে গলায় ধাক্কা খেয়ে আসতে হয়। ৭

বিশ্বাস চাই। ৮

মনটাকে সাফ্ কর্‌তে হয়, মনে গলদ থাকলে কিছু হয় না। ৯

ও বাবা, বিচার-তর্কে মেলে না, হৃদয়ঙ্গম হওয়া চাই। ১০

দ্যাখ্— ঐ একজন টক্ খেয়ে এল, আর যে টক্ খায় নাই সে জিজ্ঞাসা করল, "টক্ কেমন লাগে?" ও বলল, "চুকে-চুকে লাগে।" সে বলল—, "চুকে-চুকে কেমন ভাই?" তখন ও একটু টক্ নিয়ে এসে ওর মুখে দিল, তখন সে বুঝল। ১১

আরে, কীর্ত্তন ক'রে যা না, সব পাবি। অন্তরে-অন্তরে নাম কর্, নামে ডুবে পড়্। কর্ত্তব্যের ভিতর ভগবানকে রাখ্, তোদের সব হবে। ব্রহ্মজ্ঞান আপনি ফুটে উঠ্বে। ১২

দ্যাখ্—ভগবানটা চিন্তামণি। চিন্তা করতে-করতে ঐ মণি লাভ হয়। ১৩

ঐ মণিটা লাভ হ'লে সে আবার পরশমণি হ'য়ে পড়ে। তাকে যে স্পর্শ করে, সেই হয় নীলকান্তমণি। ১৪

তখন তার জ্ঞান জেগে ওঠে, তখন পৃথিবীটা নেতি-নেতি ক'রে বিচার কর্‌তে থাকে। এম্‌নি ক'রে বিচার কর্‌তে-কর্‌তে চিন্তা জেগে ওঠে। চিন্তা আর বিচার, এম্‌নি কর্‌তে-কর্‌তেই চিন্তামণি হ'য়ে পড়ে। ১৫

পেট ভরা দিয়ে উদ্দেশ্য, এখন যা' খেয়েই পারি। ১৬

ঐ পাঁজা-পাঁজা বই প'ড়ে কি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়? দিনের মধ্যে চৌদ্দখানা দুর্গোৎসব ক'ল্লেও হয় না, চিরজীবন বেদমন্ত্র পাঠ ক'ল্লেও হয় না; ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে হয়। ১৭

এক পণ্ডিত চিরজীবন ভ'রে পাঁজা-পাঁজা বই প'ড়ে ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না, আর, এক রাখাল গরু রাখ্‌তে-রাখ্‌তে মনে কর্‌ল, "আমি কে?" এম্‌নি কর্‌তে-কর্‌তে পাগল হ'ল! তারপর সেই রাখাল

কত পণ্ডিতকে বুঝিয়ে দিচ্ছে “আমি কে”? “ব্রহ্ম কা’কে বলে”? ১৮

নিষ্কাম হ’তে হয়। ১৯

মা, মা ! আচ্ছা মা, তুই খেয়ে ঠাকুরকে দিস্ কেন মা? খেলে যে এঁটো হ’য়ে যায়। তুই যদি ঠাকুর, তো ঠাকুরকে দিস্ কেন? ২০

সব দিয়ে ফেলে যদি ঠাকুর হওয়া যায়, তুই একবার সব দিয়ে ফেল্ না? ২১

সব দিয়ে ফেলে যা’ থাকে, তাই ঠাকুর। আমিও ঠাকুর, তুমিও ঠাকুর, খোকাও ঠাকুর। ২২

ঠাকুর এতগুলি হ’ল কেন মা? ২৩

তা’ আমি–তুমি কি ক’রে হ’লেম? আচ্ছা। ২৪

সাফা কর্ দে তেরা মন্‌কা মই হুঁ। ২৫

ঐ জ্ঞানটা লাভ হ’লেই তো সব হ’য়ে যায়। ঐ জ্ঞানটা জ্বলে উঠ্‌লেই সব পাপ–তাপ নষ্ট হ’য়ে যায়। ২৬

দাও না গো, একবার জাগিয়ে দাও না? প্রত্যেকের প্রাণে–প্রাণে জাগিয়ে দাও না গো, “আমি কে?” মন আত্মাকে জিজ্ঞাসা করুক— “আমি কে?” প্রাণ পরমাত্মাকে জিজ্ঞাসা করুক— “আমি কে?” পরমাত্মা বলুক ‘আমি’। ২৭

আর চিন্তা কী? ঐ শোন্, কি মধুর ঝঙ্কারে প্রাণমাতানো তানে, ব্যাকুল প্রাণে কীর্ত্তন কর্‌তে–কর্‌তে পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলেছে। দ্যাখ্, অন্ধকারে ডুবে থাকবি? ঐ শোন্—সেই মৃদঙ্গ, সেই করতাল, সেই হরিবোল, সেই ব্যাকুল পরাণ,— ঠেসে ধরেছে বুকে–বুকে, অন্তরে–অন্তরে। ছুটে যা—সব ধুয়ে যাবে, সব মুছে যাবে, ঐ আলোকে হৃদয়ের সব অন্ধকার দূর হ’য়ে

যাবে; তখন আপনি বল্‌বি "সোঽহং, সোঽহং," তখন আপনি ব'লে উঠ্‌বি— 'শিবোঽহম্, শিবোঽহম্, শিবোঽহম্" তখন ...... অহং নারায়ণ, রাধাস্বাম্যহং। তখন তুই আমি, আমি তুই। ২৮

বাহিরের শব্দটা ভিতরের শব্দটা জাগিয়ে দিতে সাহায্য করে। ২৯

নাচ্‌তে-নাচ্‌তে শক্তির নীচের গতি অনেকটা লাঘব হ'য়ে আসে, অন্তর্দৃষ্টি মধ্যে রাখার জন্য আত্মাকে উর্দ্ধে চালিয়ে নেয়, ইষ্টে লক্ষ্য থাকার জন্য তার ভাব হয়, তার স্বারূপ্য লাভ হয়। অন্তরের ভাবটাতে শক্তিটাকে তুলে দেয়, তখনই হয় 'জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী'। তখন মা আমার হেলে দুলে ...... প্রাণমাতান সুরে .... শব্দ হ'য়ে পড়ে। তখন মা আমার শব্দব্রহ্ম। আবার, মা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে— এখানে গেলে আমার আমি আছে। ৩০

দ্যাখ্, একদিনে রাজা হওয়ার কথা শুনিছিস্? ঐ কীর্ত্তন। ৩১

একবার যদি মনের সমস্ত বাসনা ত্যাগ ক'রে নিতাইকে স্মরণ কর্‌তে-কর্‌তে কীর্ত্তনে ঝাঁপ দিস্, তবে একদিনে রাজা। নিষ্কাম হওয়া চাই, অন্ততঃ ঐ সময়ে সব ত্যাগ করা চাই। ৩২

জ্ঞানটাকে আশ্রয় কর দাদা! ঐ ভক্তিটা ওর সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে আস্‌বে। মুক্তিটা তো তার হাতের কাছে। ৩৩

বুজরুকী যদি দেখাতে চা'স্, সাতদিনে দেখাতে পার্‌বি। অষ্ট-প্রহর নাম চিন্তা করা চাই। হাঁ। ৩৪

বৃন্দাবনবাবুকে বল্‌বি তৈয়ারী করতে জীবন তার। নিষ্কামভাবে কাজ ক'রে যা। ৩৫

পরের উন্নতি-চিন্তাও নিষ্কাম চিন্তা। ৩৬

ঐ কাঁটা দেখে পালালে গোলাপ তোলা হয় না। ৩৭

পালালে কাজ হয় না, ভয় পেলে কাজ হয় না। ৩৮

সব সময় মনে-মনে জপ্‌বি— 'অভীরভীরভীঃ'! ৩৯

সাবধানে গোলাপ গাছটি ধরবি, এর ভিতর যদি দুই-একটি ফোটেও তবে ক্ষতি নাই, গোলাপটি পেলেই তার সুগন্ধে সব কষ্ট দুর হ'য়ে যাবে। ৪০

দ্যাখ্, মানুষের রোগ একটা কি, জানিস্? বলে— "আমার সময়ই নাই, আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলকে খেতে দিতে হয়," ইত্যাদি এক নিঃশ্বাসে কত কথা বলে' ফেল্‌লে, কিন্তু একবার হরি-হরি বল্‌তে সময় পায় না। তখন তা'কে বল্‌তে হয়— "তোমাকে খাওয়াচ্ছে কে ভাই? তোমাকে অর্থ-চিন্তা করাচ্ছে কে ভাই?" অর্থ-চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গে কি তাঁকে চিন্তা করা যায় না? নিশ্চয়ই যায়। 'তোমার সংসার, তুমি খেতে দিচ্ছ .... তুমিই অর্থ-চিন্তা করাচ্ছ,' এমনি হ'লেই নিষ্কাম। যারা ও-কথা কয় তা'রা শয়তান। ৪১

দ্যাখ্, ঐ ভণ্ডদেরও ভালবাস্‌বি, ঐ ভণ্ডামি কর্‌তে-কর্‌তে একদিন ফুটে উঠ্‌বে। ৪২

দেখে-দেখে বেড়ালে হয় না, চাখ্‌লে- গা হয়! ৪৩

দ্যাখ্, যেমন ঐ ব্রহ্মভাবটি জেগে ওঠে, তখন কি হয় জানিস্? — ঐ যে কাজ করছিস্ সেও ব্রহ্ম, যে-কাজ সে-ও ব্রহ্ম। দ্যাখ্, প্রস্রাব করতে বসেছিস্, তখন দেখবি— আমি ব্রহ্ম, আমার শিশ্ন ব্রহ্ম, মাটিটা ব্রহ্ম, প্রস্রাবটা ব্রহ্ম। তখন দেখ্‌বি—একমেবাদ্বিতীয়ম্। ঐ সবগুলি একটা। ৪৪

যা' ভাব্‌বি সব চ'লে যাবে, ঐ অনিত্য ভাবনা সব চ'লে যাবে; আর যদি ব্রহ্ম ভাবিস্ সেটা চ'লে যেতে পারে না। ৪৫

দ্যাখ্, ভাগবান্‌টা ঐ অন্তরে-অন্তরে আছে। যে ডাকে তার কাছেই আছে, যে খোঁজে তার কাছেই আছে। ভগবান্ বলেছিলেন,— "নাহং

তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগীনাং হৃদয়ে ন চ! মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ!" ৪৬

পরমাত্মার বাণী কেমন প্রাণমাতান সুরে! একটু চেষ্টা কর্‌লেই অম্‌নি অন্তরে জেগে উঠ্‌বে। যেমন-তেমন ক'রে ভক্তি করিস্‌ তবেই জেগে উঠ্‌বে। ফলকথা— তাঁর স্মরণ মনন হলেই হ'ল। ৪৭

দাদা! তোর আর ভাবনা কী? জেগে আছি অন্তরে। যা' দেখ্‌বি বা যা জান্‌বি সব আমি। আমি তো তুই, তুইও আমি। ও-সব ফেলে দে, সব মুছে গেছে। ৪৮

বিশ্বাস অন্তরে-অন্তরে। দুই-এক ঘা'য় যদি বিশ্বাসটা মুছে যায় তখন ঘোর অন্ধকারে ডুবে গিছিস্‌। ৪৯

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। ৫০

গুরুর কাছেও প্রার্থনা করতে হয়,— "আমার বিশ্বাসটা নিশ্চয় ক'রে দেও।" বিশ্বাসটা ভেঙ্গে গেলেই সব মাটি। ৫১

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ তোর। ঐ তো তোর মোহের বাঁধ ভেঙ্গে দিচ্ছে। ঐ তো তোর এক-একটা ক'রে খুলে দিবে। ৫২

সংসার-চিন্তা ক'রে কী হবে? অর্থচিন্তা ক'রে কী হবে? ঐ এক ভাব্‌বি। যাকে ধ'রে ভগবান চিন্তা কর্‌বি তাতেই ভগবান পাবি। ভয় নাই। যাই। আর না। ৫৩

জ্যোতিষ পরমাত্মার ছায়া দর্শন ক'রেছে। যার ভিতর তেম্‌নি জাগ্‌বে তাকেই জান্‌বি বহুত অগ্রসর। ৫৪

কাকেও বল্‌বি না। জিজ্ঞাসা কর্‌বি তবে বুঝতে পার্‌বি। ৫৫

হ্যাঁ, ঐ ভবিষ্যৎ-চিত্র। ৫৬

যার যেমন বিশ্বাস, সে তেম্‌নি পায়। ৫৭

তুমি ফুট্‌লেই আমি হ'য়ে যায়, তখন তুমি থাকে না—আমি। ৫৮

গুরুকে ডাক্‌তে—ডাক্‌তেই গুরুত্ব লাভ হয়। সেখানে তখন শিষ্য মুছে গিয়ে গুরুই হ'য়ে পড়ে। ৫৯

সে যে এমন ঠাঞি, গুরু—শিষ্যে দেখা নাই। ৬০

মনটা যখন একটু সাফ্ হ'য়ে আসে, তখন তার ভিতর—দিয়ে সূর্য্যের কিরণ দেখা যায়। ৬১

সূর্য্যব্রহ্ম, ঐ মনটাই কাঁচ; শেষে কাঁচটা ফেটে যায়, মনের লয়। ৬২

আমিই সবার দাসানুদাস, আমিই সবার ইষ্টদেবতা। ৬৩

ভগবানের পায়খানায় যখন অনেক গু হ'য়ে পড়ে, গন্ধ বেরোয়, তখন এক—একটা মেথর পাঠায়। সে গু—গুলি মাথায় নিয়ে গঙ্গায় ডুব দেয়। তখন গু-ও শুদ্ধ, নিজেও শুদ্ধ। আর আসতে পারে না। ৬৪

এক ভাবলে আর দেরী নাই, দুই ভাবলে অনেক আছে; আর ৩, ৪, ৫, ১০, ১০০, ১০০০, ছত্রিশ কোটি যদি ভাবিস্ তবে জানবি বহুদূর, বহুদূর। ৬৫

(তৎপরে বাহ্যজ্ঞান আসিবার সময়) আহা হা! উহু উহু বাপরে বাপ! যাই। ও, ঐ তো নারায়ণ।

ভাববাণী
ষোড়শ দিবস

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, কাজ চালাও। ১

To-day a private advice to tell you. Let me go now. 2

নাম কর, আর বিশ্বাস কর। যাই। শক্তিটাকে কাজে লাগাতে হয়, কাজ কর্ত্তে হয়– তীব্র, দৃঢ়, শান্তভাবে; কিন্তু কর্ম্মে মত্ত থাকা চাই। এখনও অতটা বিশ্বাস নাই। ৩

হ্যাঁ, এইবারই সে– পরমাত্মার পূর্ণ স্ফুরণ হ'তে পারে। তোদের কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারলেই পূর্ণব্রহ্মকে পাবি। এই তাই। ভালভাবে কাজ করতে পারলেই ফুটে উঠলো ব'লে। বিশ্বাস করেন এবং খুব বিশ্বাসী তাকে বিশ্বাস করান। যাই। ৪

বৃন্দাবনবাবুকে বলবি তার বিশেষ বিশেষ বন্ধুদের বুঝিয়ে দিতে তাড়াতাড়ি, কাজ করতে তাড়াতাড়ি। কাজ খুব তাড়াতাড়ি চাই। .... আলসের মত ব'সে ভাবলে কাজ হবে না। ৫

যুদ্ধটা তোদের একত্রের জন্য। ৬

ও বেশ শোনা আছে। ৭

চাঁদ উঠেছে। ৮

বড় ব্যথা, —বুকে আর মাথায়, সব্বার প্রাণে। কাজ কর্। হবেনে বললে হয় না, তীব্রবেগে কাজ ক'রে যা। যাই। ৯

ও, আর বেশ মনে আছে। আচ্ছা। তাঁরই। হ্যাঁ। তুই ছুটে আয় না? হয়েছে। কেউ সাথে যাবে না তোর। ডাল–পালায় যত বাঁধবি, তত এঁটে যাবে। ঝাঁপ দে না কীর্ত্তনটায়। তোর হবে সব। বিশ্বাস রাখবি প্রাণে–প্রাণে। বিশ্বাস না করলে কিছু হবে না।

সারাদিন হাটে ব'সে করলি বেচাকেনা .... মেলে না .... কীর্ত্তনে ঝাঁপ দে। মিশতে–মিশতে মিশবি, তখন সব বেরুবে। ১০

আহা, আহা রে! আয় না কেন? উঃ। ১১

কতকগুলি কুমারনাথের গীতা নিয়ে আয়। যারা সংস্কৃত বোঝে না, জানে না, তাদের ঐ গীতাটা পড়তে দিবি। নিজে খরচ ক'রে নিয়ে আয়, তারপর বিক্রি করবি। ১২

এর পরে কতকগুলি উপদেশ পাবি, সেগুলি করবি কি পকেট সাইজ ক'রে ছাপিয়ে দিবি। দশবার পয়সা ক'রে দাম করবি—আর প্রত্যেককে দিবি। আরে যাক বালাই। ১৩

পরমহংসদেবের ছোট উপদেশগুলির দামও কম, কাজও হয় বেশী। ১৪

আর বিবেকানন্দের সন্ন্যাসীর গীতি। ১৫

কাজ কর, ব'সে থাকলে কিছু হয় না। তীব্র কর্ম্মী হওয়া চাই। ১৬

পেটের ব্যথা। জল—জল খাব। পচা গরু এই তো খাচ্ছি। সব নারায়ণ। বাঃ বেশ! গেল ক'নে? জল খাব।

'হিমাইত্তপুর' আগুনের মত অক্ষরে কি যেন লেখা—পড়া গেল না। ১৭

ভাববাণী

সপ্তদশ দিবস

১ ভাদ্র, ১৩২১

দ্যাখ্, এ সংসার–জঙ্গলে মেলা জুজু আছে। সাপ, বাঘ, ভালুক কত আছে। সংসার–জঙ্গলে বেড়াতে গেলে বড়ই কঠিন, অজ্ঞাতসারে ধ'রে খেয়ে ফেলে। এদের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় একমাত্র হরিনাম–কীর্ত্তন। নাম শুনলেই এরা পালিয়ে যায়। নাম শুনলে এরা বন্ধু হ'য়ে পড়ে, তখন আর কামড়ায় না। দ্যাখ্, এই অন্ধকার পথ চলতে লোকে হাততালি দিয়ে–দিয়ে চলে। কেন যায় জানিস্? সাপ, বাঘ, ভালুক পালিয়ে যায়। হাতে তালি দিয়ে নামকীর্ত্তন করলে আপদ— বিপদ সব পালিয়ে যায়। ১

সংসারের প্রত্যেককেই ইষ্ট ভাববি। ঐ রকম ক'রে করতে–করতেই "তৃণাদপি সুনীচেন.....।" সব্বার কাছেই হরিকথা বলবি। নাম করতে –করতে কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি সব খুলে প'ড়ে যায়। যে জায়গায় নামকীর্ত্তন হয় না, সে জায়গা শ্মশান ব'লে জানবি। সহজলোকে যেমন শ্মশান ব'লে ভয় পায়, নাম না করলে সেখানে যেতে পায় না। শ্মশানের ভূত তাড়ানের মন্ত্র হরিনাম করতে–করতে শ্মশানের ভূতপ্রেত পর্য্যন্ত ঐ নাম করতে থাকে। হরেকৃষ্ণ নামে আধিব্যাধি সব দূর, ভবরোগ দূর হয়, মুক্তি তার করতলে হয়। যার প্রাণে নাম নাই তার দেহটা রোগের মন্দির হ'য়ে পড়ে, তার সংসর্গে যারা আসে তারাও রোগা হ'য়ে পড়ে। যারা বোঝে সোঝে, যাদের জ্ঞান আছে, অথচ সংসারমদে মত্ত হ'য়ে থাকে, তাদের বেশী পাপ অজ্ঞানের চেয়ে। তারা মুখে বলে "আমার নয়" কিন্তু

সবই "আমার আমার", তারা নরকে ডুবায়। যারা–যারা প্রাণে-প্রাণে বিশ্বাস করে, প্রাণে–প্রাণে ডুবে থাকে, তাদের সংসার অচল হয় না। ভগবান মাথায় ক'রে তাদের খাদ্য সামগ্রী এনে থাকে। তাদের পুত্র–পৌত্রাদি পর্য্যন্ত সুখে থাকে।

যে স্ত্রী স্বামীকে ভগবানের দিকে যেতে দেয় না সে জানবি অসতী, তার সংসর্গে স্বামী সমেত মারা যায়। সৎ-দিকে যে যেতে না দেয় সেই অসতী।

ভগবানই সৎ–বস্তু। নাম আর ভগবানে পৃথক নাই। নামকেই জানবি ভগবান ব'লে। ভক্তের হৃদয়ে ভগবান বাস করে। দ্যাখ্, যে মুখে বলে হরি–হরি, অথচ ভক্তের অপমান কানে শোনে, চোখে দেখে, তাকে তিন লাথি মেরে তাড়িয়ে দিবি। লাথি দিবি তার স্বভাবকে। বুকে বুক দিয়ে তার আপদ বালাই দূর ক'রে দিবি। কোন কথা তাদের প্রশ্রয় দিবি না, তাহ'লে তোদেরও পাপ হবে।

দ্যাখ্, ক্রোধকে পাপ বলে জানবি। ওকে প্রশ্রয় দিবি না, সহ্য করবি। প্রাণ খুলে সহ্য করবি সমস্ত। সহ্য করার চেয়ে আর গুণ নাই। দ্যাখ্, সংসারে থাকতে হ'লে মাঝে মাঝে ফোঁস করার দরকার। রামকৃষ্ণঠাকুরের কথা মনে আছে? যে ফোঁস করবি সে নিজের জন্য নয়। আগে ভক্তের জন্য, তারপর নিজের জন্য। ভক্তকে রক্ষা করাই পরম ধর্ম্ম। অজ্ঞানকে আশ্রয় দিবি আর অজ্ঞনতা দূর করবি।

সংসারে প্রত্যেক কাজেই ভগবানকে মেখে রাখবি। প্রচণ্ড বেগে কীর্ত্তন করবি, কাজ করবি— কীর্ত্তন ভাঙ্গলেই যে–তিমিরে সে–তিমিরে। কীর্ত্তন জীবনের ব্রত ব'লে জানবি।

সারাটা দিন প্রাণ দিয়ে খাটবি, সন্ধ্যাবেলা সংসার থেকে বিদায় নিবি— 'এখন আমি চল্লাম পিতার কাছে!' পিতাকে আশ্রয় করবি।

ঘুমটা খুব কম করার দরকার। চার ঘন্টা ঘুমই যথেষ্ট। বিদ্যুৎ-বেগে কাজ করবি, আলসে হ'য়ে ব'সে থাকিস্ না। আলসে হ'য়ে ব'সে থেকে হরিনামের কলঙ্ক করিস্ না। একবার হরিনাম করলেই জীবের শত শক্তি বৃদ্ধি হয়।

সকল সময় ভাববি— "আমি যন্ত্র, ভগবান যন্ত্রী।" তাহ'লে পাপ স্পর্শ করতে পারে না। কামকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। কুকুরকে একমুঠো ভাত দিয়ে বেতিয়ে দেওয়া যায়, খুব পালায়, আবার আদর করলেই আসে। হরিনাম করলে রিপুগণ আপনিই পালায়, আবার প্রশ্রয় দিলে আপনিই আসে। রোগ ও রিপুকে সমূলে ধ্বংস না করলে ধ্বংস পায় না, আবার সময় পেলে জেগে ওঠে।

তুমি কাজটা বড় ভাল কর নাই। কামিনীতে করে স্ত্রীবুদ্ধি যে-জন, হয় না তাহার বন্ধন মোচন।

আচ্ছা যা। হায়রে হায়! যাই। কীর্ত্তন, সন্ধ্যা, আহ্নিক ছাড়িস্ না। ও ছুটে গেলে আবার অঙ্গার হ'য়ে পড়বে। ২

এবার কি ছাই। না, না, না, আঃ না। তোমার সবই অমনি। ৩

আচ্ছা, একদিন কেন রে? আয়, আয়, সব চ'লে আয়। অমনি জাহাজের মত বুকখানা নিয়ে ভেসে উঠে পড়বি। ৪

শশধর ও অতুল প্রায়ই সমান। শারদাবাবু ক'নে? অতুলটাকে বলিস্ দু'নৌকায় পা দিতে হয় না। যখন যেটায় থাকবি তখন সেইটায় থাকবি। এ রে, একটা নৌকা উজিয়ে যাচ্ছে, একটা ভাটিয়ে যাচ্ছে, দুটোর'পর পা দিলেই কি হয় জানিস? মাঝখানে প'ড়ে গিয়ে ভাটিয়ে যেতে হয়। চব্বিশ ঘন্টার মত হিসাবে চলতে হয়— চব্বিশ ঘন্টা। উজান নৌকায় কতক্ষণ

চলতে হয়, ও ভাটেন নৌকায় কতক্ষণ চলতে হয়, যাতে উজানের দিকে বেশী সময় থাকে তাই করতে হয়। উজানটাই ভগবান, ভাটেনটাই সংসার। ৫

দ্যাখ্, জগৎ কিন্তু তোকে ধীরে–ধীরে মাথায় তুলেছে। এখন যদি নামকীর্ত্তন ছেড়ে দিবি তবে ফেলে দিয়ে হাড় গোড় ভেঙ্গে দেবে। কিশোরীকে বলবি, মাথায় তুলেছে, এখন ছেড়ে দিলে হাড় গোড় ভেঙ্গে দেবে। জগৎ যখন .... জীবের মাথার উপরে — আমায় তুলে নিবি তখন সব্বার .... নামকীর্ত্তন করবি .... মাথায় .... দ্যাখ্ একলা যখন মাথায় উঠেছিস্, জগৎ করুক গে। ৬

(দ্বিতীয়বার সমাধি অবস্থায়)

আচ্ছা, বলা যাবে। কে ও রাম? হুঁ, ঠেকেছে। আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও না কেন? যা' বল। এরা দশরথ, সব দিকে যেতে পারে। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় এদের নাই। তুমি কেমন দেখে নিই। পাঠাও না। দেখা যাক্। ওতেই তোমাদের সর্ব্বনাশ হয়, ওতেই 'অহং' যায় না। অহংকে মান দিতে হয় কি ক'রে? ছোট কাজ হ'তে। কেমন যাব না? তুমি ঢুকিয়েছ তাঁর অন্তরে। হুঁ আমিই সব কাজ করি। ঐ কি একটা কথা আছে, সেই কথা মেয়েরা বলে,— "ঝড়ে কাক উড়ে, ফকিরের কুদরৎ বাড়ে।" না, না, আমি আর ও শুন্তে চাই না। আমি মনে–প্রাণে ঠিক জানি, আমার কোন শক্তি নাই, সব সেই পরমাত্মা ভিন্ন কিছুই না। চল, আচ্ছা! এটাও একটা নেশা। খামখেয়ালী। ১

ভাববাণী

অষ্টাদশ দিবস

২ ভাদ্র, ১৩২১

আর চিঠিখানা। আর একখানা বড় চিঠি যা, পড়তে অন্ততঃ এক ঘন্টা লাগে। চিঠি না পড়লে আমি থাকতে পারি না। সাইকোলজির সঙ্গে যোগ রেখে বেদান্তখানা মিলিয়ে দিবি। তোর বি.এ. টা যেন আমার বুকে ঢুকে গেছে! রেবতীটাকে খাঁচায় পুরে রাখিস্, খেলার দিন ছেড়ে দিবি; এক টোপকীতে কতশত হাতীঘোড়া মেরে ফেলবে। ১

উকীলবাবু তো আসে নাই। আচ্ছা। **ইচ্ছাটাই গোড়া, ইচ্ছাটাকে যেমন ক'রে খাটাবে, তেমনি হবে। পাথর ভাবতে— ভাবতে পাথর পাবে, ভগবান ভাবতে— ভাবতে ভগবান পাবে। মানুষ কী চায়রে? মানুষ চায় সুখ। প্রতি পদে–পদে কেবল সুখ চায়, বাস্তবিকই তাই। যেখানে আনন্দ, সেখানে স্বর্গ। দ্যাখ্, যত আশু সুখ দেখে তাতেই লিপ্ত হয়, কিন্তু ভাবে না,– পরবর্ত্তী দুঃখ আসছে। কিন্তু ভাবে না, এ–সুখের পরে পরিণাম কি অসীম দুঃখময়। ২**

সেই বিবেকের আকুল আহ্বান শুনে হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ ব'লে ডাকায় তার সব দুঃখ ঘুচে যায়। ৩

সংসারটা কি জানিস্? আফিং। জীবগুলো আফিং খেয়ে মত্ত থাকে, তারা সব্বাই নেশা করে, তাদের দুধ যোগায় কে? ভগবান যে দুধ যোগায় তা' আর দেখে না। ৪

যে যে–ধর্ম্মই ভজুক না কেন, সকলেই এককেই চায়। তাই, ভগবান বলেছেন— "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" ৫

জল— পিপাসা লেগেছে, ব'সে আছি! হা জল, হা জল করছি! শারদা! মনমুখ এক হওয়া চাই, অকপট হওয়া চাই। অ্যাঁ? হ্যাঁ, তাই দরকার! একা ব'সে যদি ভগবান ব'লে ডাকা যায়— 'আমাকে ভক্তি দাও, আমাকে কৃপা কর' অমনি করতে করতে তাদের বুক ব'য়ে চোখের জল আসে। তাই বলি, মনে এক, মুখে এক করলে হয় না! সন্ধ্যা আর কি করতে হবে? চোখের জল কি থাকে? জল আপনি গড়িয়ে পড়ে। ঐ আমার হ'ল, ঐ আমার হ'চ্ছে। বাহিরের লোককে দেখাচ্ছে—ঐ আমার হ'চ্ছে ....! পরমপিতাকে ডাকতে হয়— "তোমার ভাব আমার হৃদয়ে জাগিয়ে দাও।" এইরূপ ডাকতে হয়। ৬

দ্যাখ্, মুকন্দ! তুই বেশ একটি বাহাদুর আছিস, তুই ইচ্ছা করলেই ভাবটাকে জাগিয়ে নিতে পারিস্! দুই নৌকায় পা দিলে থাকে না। যখন যে- নৌকায় পা দিবি তখন সেই ভাবেই চলবি। দুই-চার দিন আকুমাকু করলে হয় না, দিন-দিন এগোন চাই, অধ্যবসায় দরকার। সৎসঙ্গ চাই, চেষ্টা করা চাই। দ্যাখ্ এই মাছ ধরার টোপ ফেলে ব'সে থাকতে হয়। দুই-এক ঘন্টা ব'সে থেকে ধরে না ব'লে উঠে গেলে তার মাছধরা হ'ল না। কিছুক্ষণ অবধি ব'সে থাকলে যখন মাছের ঝাঁক আসে তখন খালুই ভ'রে যায়। তখন নিজে কত খাবি আর কত লোককে বিলিয়ে দিবি! যখন যে- কাজ করতে হয় তখন মনে- মনে গেঁথে নিতে হয় যে সারা না হ'লে উঠবো না। দ্যাখ্, আলস্য -জড়তা হ'ল মূল, আলস্য -জড়তা ধ্বংস ক'রে দেয়! বিশ্বাস থাকে না। 'ঐ হ'ল না' ইত্যাদি ধারণা এনে দেয়। কীর্ত্তন খুব করা চাই। কীর্ত্তন না করলে মন তৈয়ারী হয় না। যে- জায়গায় কীর্ত্তন হয় সেখানে শক্তি জ'মে যায়; লোক আসলেই ভাবে, 'এখানে কী হ'চ্ছে'। শ্রীবাসের অঙ্গিনায় তাই হ'য়েছিল। সেখানে লোক গেলেই মোহিত হ'য়ে পড়ে, সে- জায়গাটায় চৈতন্য হ'য়ে পড়ে। ফুল ফুটলেই আপনি গন্ধ বেরিয়ে পড়ে। বাতাস তো তৈয়ারীই আছে, তাই

বহন করে। ভগবানের নাম ক'রে অনবরত কাঁদা, তাঁর বই পড়া ইত্যাদি করিস্, তা হ'লেই এগিয়ে যেতে পারিস্। ৭

কিশোরী! তুই করিস্, তাই এগিয়ে গিয়েছিস্। ৮

দুই আর একে তিন— ঠিকে মিলই থাকে। ৯

তাঁকে অনবরত স্মরণ, মনন, ভজন করতে— করতে তাঁর স্বারূপ্য লাভ হয়, তখন ভগবান আপনি মাথায় ক'রে আহার যোগায়। ১০

কামাদি রিপুগণ দমন করতে হয় না, নাম করতে— করতে সব হ'য়ে পড়ে। আসন ইত্যাদি কিছুই করতে হয় না, নাম করলেই সব হ'য়ে পড়ে। ১১

বিষয়ীদের কাছে কি ভগবানের নাম ভাল লাগে? তারা টাকা— টাকা করতে ভালবাসে। তাদের কাছে টাকা— টাকা করতে— করতে ভগবানের নাম উঠাতে হয়। দ্যাখ্, যাদের ম্লেচ্ছ বলে, দেখেছিস্ তারা শিয়াল ধরে কেমন ক'রে? জানিস্, তারা শিয়ালের মত ডাকে, অমনি শিয়াল নিকটে আসে, অমনি ধ'রে ফেলে। তেমনি সংসারীদের কাছে যেতে হয়। দুইটি কুকুর কী জানিস্? সব শিয়াল তো সমান নয়, কুকুর সামলিয়ে রাখতে হয়। ১২

সংসারটা কী জানিস্? বাঘ–ধরা খাঁচা, ঐ খাঁচার মধ্যে মায়া–ছাগল আছে, বাহির হ'তে লোভ হয় খুব, ভিতরেই গিয়ে ছাগলের লোভে থাকে। যেই যায়, এদিকে কপাট বন্ধ; ছাগল ধরাও হ'ল না, বেরোনও গেল না। শেষে বন্দুকের গুলি। যাই। ১৩

ভাববাণী

ঊনবিংশতিতম দিবস

৩ ভাদ্র, ১৩২১

দ্যাখ্, লোকে খাঁচায় পাখী পোষে, কত ক'রে তাকে রাধাকৃষ্ণ বুলি শিখায়। কত মা ডাকে, কত বাবা ডাকে, কিন্তু বিড়ালে ধরলে টেঁও—টেঁও করে, তখন আর হরেকৃষ্ণও থাকে না, বাবা–মাও থাকে না। দ্যাখ্,— নাম করতে হয় প্রাণে প্রাণে। এমন ক'রে করতে হয় যে বিড়ালে ধরলে আর টেঁও–টেঁও না বেরোয়! ১

যদি বিশ্বাস করিস্ তো কাণাকড়িরও মূল্য আছে, আর যদি বিশ্বাস না করিস্, তবে মোহরের মূল্য নাই। ২

যা কিছু করবি এই মনটা দিয়ে, এই মনটাকে সই করতে পারলেই হ'ল। ৩

দ্যাখ্, গঙ্গা দেখেছিস্? ঐ সমুদ্রের পানে ছুটে যায়, আর যখন জোয়ার আসে তখন উজিয়ে যায়। যাদের ভগবানে বিশ্বাস হয় নাই, তারা এটা ওটা বাছে, যাদের ভগবানে বিশ্বাসটা সই হ'য়ে গেছে, তারা সব সমান দেখে। ৪

সব জাতি মিলে একসঙ্গে খেলে কি সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় হয় রে? সব্বাইকে জানতে হয় এক—সব ভগবান, সব্বার প্রাণ এক হওয়া চাই, প্রাণে প্রাণে জানা চাই ঈশ্বরকে। ৫

মেয়েগুলিকে দেখা চাই মায়ের মত। বাজারে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকেও, ঘরে যে আছে তাকেও। ৬

ফুল ফুটলেও তার গন্ধ বেরোয়, আবার মানুষ ম'লেও গন্ধ বেরোয়। ৭

আহা হা হা বিধ্বস্ত! হায়, হায়, হায়! বিশ্বাস না করলে তার অনন্ত শাস্তি। বিশ্বাস না থাকলে তার সামনে জ্ঞানের আলো স্থান পায় না, বিশ্বাস হ'লে তার হৃদয়ে ভগবানের জ্যোতিঃ প্রকাশ হয়! ৮

হায়, হায়, হায় রে বিধ্বস্ত মানব! বিধ্বস্ত মানব! বিশ্বাস এখনও নাই অন্তরে তোমার? তুমি কী বিশ্বাস কর? দেহকে বিশ্বাস কর, না অর্থকে বিশ্বাস কর, না রূপ বিশ্বাস কর? আজ যাকে দেখছো ঢল ঢল যৌবন ...... বল, রূপও অনিত্য। একটা একটা ক'রে অনন্ত অনন্তকাল ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখ্ছো সব অনিত্য, কিন্তু এখনও বিশ্বাস করতে পারছ না? এস ছুটে, সব ছেড়ে দাও। ঐ হাসি–হাসি .... ঐ ঢল–ঢল .... অনন্ত–অনন্ত সূর্য্যজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত, প্রেমে ঢল–ঢল আঁখি, হাসতে–হাসতে মানবের হৃদয়ে উপস্থিত হচ্ছে। ঐ শোন্ ঐ মৃদঙ্গের ধ্বনি, ঐ করতাল, ঐ আকুল হরেকৃষ্ণ বোল, পরমাত্মার জ্যোতিঃ, ঐ পরমপিতা! হোস তুই নরহত্যাকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী, স্ত্রীহত্যাকারী, ভ্রূণহত্যাকারী, ভয় নাই, ভয় নাই, —ঐ শোন্ পরমাত্মার বাণী— "ভয় নাই, অভীরভীরভীঃ।" ঐ শোন সেই বিবেকের বাণী! সকলের আত্মা আমি বিদ্যমান, আজ তার পূর্ণবিকাশ! ঐ দ্যাখ্, হাসি–হাসি মুখখানি নিয়ে ছুটে এল, ঐ দ্যাখ্, আর তোদের সব খুলে পড়বে! কামিনী থাক, সিন্দুকভরা টাকা থাক, অট্টালিকা অর্থময় হোক, সুবর্ণ অট্টালিকা হোক ....! ভুলে একবার ঐ তানে তান মিশিয়ে বল হরেকৃষ্ণ, দেখবি সব খুলে গেল! ঐ প্রেমে ঐ মায়ামোহ সব ঘুচে গেল, সংসার কন্টকাকীর্ণ হ'য়ে পড়ল, স্ত্রী–পুত্র সব খুলে পড়ল, আর কিছু ভাল লাগল না! তখন

সে বলে হরিবোল–হরিবোল .... বুকভারা প্রেম আর হরিবোল নিয়ে পশুর হৃদয়ে হৃদয় মিশিয়ে বলবি, অমনি পশুও বলবে হরিবোল ...... মর্ত্ত্যের নরকগুলি সব স্বর্গ হ'য়ে পড়বে ....! ৯

আর ডমরু বাজে না, আর ফণী ফন্–ফন্ করে না। ঐ দ্যাখ্, মা আমার মহাকাল পদে দমন করতে–করতে আসছে আর বলছে হরিবোল। ঐ শোন বাঁশরীর তান, ঐ শোন সেই আকুল ডাক রাধা–রাধা তানে .... ঐ দ্যাখ্ সব মুছে গেল! ঐ পুরুষ ও প্রকৃতি। কোটি-কোটি সূর্য্য জেগে উঠল; ঐ দ্যাখ্ অর্ব্ব–খর্ব্ব সূর্য্যজ্যোতিঃ পরমাত্মা জেগে উঠেছে—বলছে হরিবোল! ঐ দ্যাখ্, এই তো দয়ালদেশ, এই তো 'ইটারনাল থ্রোন'। ঐ দ্যাখ্, রাধাস্বামীর সঙ্গে মিশে গেল! স্বামী নাই, রাধা নাই, আমি, আমি, আমি! ১০

দ্যাখ্, রেলগুলো সোজা—জটিল নয়, তাই দৌড়ে নিয়ে যায়। তেমনি মনটা কোন রকমে সরল করতে পারলেই প্রাণ-ইঞ্জিন গেল আর কি একদম দার্জ্জিলিং! ১১

দ্যাখ্, ঐ জ্ঞান–অহঙ্কারেই পণ্ডিতগুলি বড় জটিল। ও গুলির হৃদয়-রেলের উপর দিয়ে নামগুলি কিছুতেই যেতে পারে না। ওদের ঠিক করতে হয় ভালবাসার হাতুড় দিয়ে পিটে, আর বিশ্বাসটা ঢুকিয়ে দিতে হয়! ১২

ভাববাণী

বিংশতিতম দিবস

যে যা' ভাবে আমি তাই।
প্রাণের কোণে একটু শুধু
অমল ধবল বিশ্বাস চাই।
আমি ভক্তের কাছে শালগ্রাম শিলা,
জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মভেলা,
আমায় পাতা দিয়ে পূজলে পরে
ছাগল হ'য়ে পাতা খাই।
আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করি,
সাধুজনায় বুকে ধরি,
আমি মদের বোতল বগলে ক'রে
মাতাল ভায়ার পিছে ধাই।
আমি নাস্তিকের কাছে কিছু নই
জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম হই,
আমায় যা ব'লে যে ডাকে, তারে আমি
তেমনি হ'য়ে তথায় যাই। ১

যাও, যাও, সব ভুলে যাও। নাম। আবার দেখা যায়। আচ্ছা রে আচ্ছা। অ্যাঁ? অনেক দূর এসেছি, আর যেতে পারিনে। আর একদিন। না, না, আর অতদূর উঠতে পারি না। না, না, না। আঃ, ও এখন গেলে একদম আসতে হবে। না। উঃ, তোমরা কতগুলি প্রবেশ ক'রেছিলে?

বেশ খেলা খেলাচ্ছ বাবা! আচ্ছা, এতগুলি তোদের ... হচ্ছে না যে? তৈয়ারী করতে হবে তো? আচ্ছা, এ পূর্ণ হ'তে–হ'তেই হবে। ২

বেদান্তের জয় সব দিক্– দিয়ে। হাঁ গো হাঁ, সত্য ঠিক থাকে। ও' সাধতে হ'বে না কা'কেও। জ্ঞানের উন্মেষের সাথে–সাথেই নেবে। ওরাও নেবে, বৌদ্ধরাও বেদান্ত নিয়েছিল। ৩

তুমি একটা জায়গা কেন্দ্র ক'রে নাও, তারপর দেখতে পাবে। আচ্ছা, এই কত বেলুড় মঠ তৈরী হবে! যাও, তুমি পচাল পেড়ো না, করতে দাওনা ছাই! ভুল, ভুল। তুমিই বা কী, আমিই বা কে? তোমার মরাই বা কী, আমার বাঁচাই বা কী? জোর জবরদস্তি করা কিছু নয়! ও কি হয় ছাই? করতে যাওয়াই ঠকা। ৪

ভাববাণী

একবিংশতিতম দিবস

১৯ ভাদ্র, ১৩২১

তুমি তাই আমি, আমি আমি আমি। ১

তুই পালাবি কোথায় রে? পালাবি কোথায়? ২

বেশ বাবা, শক্ত জেলের হাতে প'ড়েছ। আসতে হয় এস, না হয় চ'লে যাও। তোমার যাহা কর, তোমারটুকু আর কেহ করবে না। ৩

You must finish your case. এবার না কর আবার ঘুরে আসতে হবে। ও, বা'র থেকে ত্যাগ করলে কি ত্যাগ হয় রে? অন্তরে গাঁথা আছে, ও তোর ইচ্ছা। ৪

তুই তো রে মুক্ত পুরুষ, তুই তো সব জানিস, একটু নেড়ে–চেড়ে নিতে হবে। 'ও', বেদান্তের উন্নতির চেষ্টা খুব করবি। পাতঞ্জল দর্শনখানা দেখিস্। ওটার সব হ'য়ে গেছে। তুই যা'কে ছুঁবি, সেই মুক্ত হ'য়ে যাবে। তোকে ছোঁব আমি। নগেনটা গেছে, ওর'পর জোর দিবি, খুব জোর দিবি, ওর ঠিক হ'য়ে গেছে, ওর বুকে চ'ড়ে কত যাত্রী পার হ'য়ে যাবে। ৫

সুরেনবাবুকে পেলে ছাড়িসনে্ রে! ওর কাছে লিখিস্ মহাদেববাবুকে আসতে। ডুব দে, ডুব দে, ডুব দে, ডুব দে। ৬

তোরাই তো ভগবানের গলায় দড়ি দিয়ে এনে ফেলেছিস্। তোরাই তোদের স্ফুরণ করেছিস্, তোরাই তোদের ইচ্ছাশক্তিকে স্ফুরণ ক'রে একত্র ক'রে রেখে দিয়েছিস্। আমি সেই পরমাত্মা। ৭

সবগুলি ঢুকিয়ে দিবি, সব ঢুকিয়ে দিবি। যা'কে পাবি তাকে ঢুকিয়ে দিবি। নামে আবার জাতি–বিচার কি রে? ৮

যদি প্রসাদই মনে করলি, তবে আবার জাত কী রে? ওরে প্রসাদ মনে করিস্নে, ও যে প্রসাদকে অপমান করা হয়। ছি ছি ছি ছি ছি, আরে ভীষণ —ভীষণ! ৯

তর্কচূড়ামণিরাই মূর্খচূড়ামণি। ১০

দ্যাখ্, ভগবানকে আনতে হ'লে বিশ্বাস দিয়ে সিংহাসন তৈয়ার করতে হয়। দ্যাখ্, সেই অমল– ধবল বিশ্বাস ব্যতীত সেই পরমাত্মার আগমন হয় না। ভগবানের আসন হয় না। ১১

দ্যাখ্, চোরকে বলবি এর টোঁপলাটা একদিকে, ও' টোঁপলাটা একদিকে রাখতেই হয়, তাহ'লে বলবি হরিনামের টোঁপলাটা কোথায় আছে? ১২

আগে বিশ্বাসটা ঢুকিয়ে দিতে হয়। যার প্রাণে বিশ্বাসটা আনতে পেরেছিস, তাকেই ভগবান দিয়েছিস্। ১৩

দ্যাখ্, কীর্ত্তি চাস্? কীর্ত্তি চাইলে কি করতে হয় জানিস্?—ত্যাগ করতে হয়। ত্যাগ কর্। বল্ যে .... ঐ দ্যাখ্ অনন্ত কীর্তি স্থাপন হবে! ঐ দ্যাখ্,—কীর্ত্তিস্তম্ভের উপর পরমপিতা! ১৪

দ্যাখ্, কী চাস্? সম্মান চাস্? সে তো সামান্য কথা রে! সম্মান চাস্— মান দে তবে; প্রাণে–প্রাণে মান দে তবে। ঐ দ্যাখ্, গু —এর বালতি মাথায় ক'রে যে চ'লে যাচ্ছে, তার পায় ধর্ আর বল্ "হরিবোল", সকলের পায়ে লুটিয়ে পড়্, দেখবি তোকে একেবারে মাথায় তুলে নিয়েছে। আর, যদি সম্মান চা'স তবে সকলের মাথায় পা তুলে দে, দেখবি সকলে তোকে পায়ে চাপিয়ে ফেলবে! ১৫

উঃ ও কি? কী ভীষণ! কে ডাকে? ওঃ ভীষণ আর্ত্তনাদ! ভয় নাই, ভয়

নাই, আমি আছি সম্মুখে তোদের। প্রাণ খুলে বল হরি হরি। আমার অস্তিত্ব জগতে থাকতে একটি প্রাণী যেতে পারবে না। এক পা ন'ড় না। ছুটে যা, ঐ যে কীর্ত্তনের ঋষিরা হরিনাম গেয়ে-গেয়ে বেড়াচ্ছে, একবার ঐ দিকে কান ফেলে দে। আমি আছি, খুঁজে নিতে হবে না, আমি আছি। অনন্ত পাপের বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দে। ভয় নাই, আমাকে বিশ্বাস কর্। ঐ দ্যাখ্—কীর্ত্তনের ঋষিরা তোদের জন্য এসেছে, বল্ হরিবোল। সব আমার মাথায় চাপিয়ে দে, আমি অনন্ত নরক ভোগ করবো। আমাকে বিশ্বাস কর, তোদের সব পাপের বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দে। একবার যদি প্রাণ খুলে হরি বলিস্, যদি তোদের সম্মুখে কাল আসে, মহাকাল আসে, আমি মহাকালের মহাকালত্ব লয় ক'রে দেব। আমায় একটু স্থান দে তোরা ...।

ওরে আমি আছি রে, আমি তোদের শান্তি দেব, হরি বল্, হরি বল্! পত্নীর মুখে চুমো দে—বল্ হরি বল্। শত্রুকে বল্, ভাইরে! হরিবোল-হরিবোল ব'লে আমার বুকে ছোরা বিঁধিয়ে দে। ওদের বুকে তুলে শান্তি দিবি, ওরাই নারায়ণ। বিশ্বাস না করলে তবেই ঠকা। ঐ অবিদ্যাটা শয়তান। ঐ যে খৃষ্টেরা বলে শয়তান, ঐ যে মুসলমানেরা বলে শয়তান, ঐ শয়তানটা প্রতিদ্বন্দ্বী ইচ্ছা। ঐটাতেই বিশ্বাস নষ্ট ক'রে দেয়। ১৬

হ'স না কেন মাতাল, হ'স না কেন বেশ্যাসক্ত, একবার কীর্ত্তনে ঝাঁপ দিয়ে পড়, সব খুলে যাবে! ফুতীর মালার সুতোটি ধরে টান দিলে যেমন তার গুঁটিগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি কীর্ত্তনে তোদের সব ছিড়ে পড়বে! ১৭

আস্তে-আস্তে বাঁশীর তান লয় হ'য়ে গেল, তখন আস্তে-আস্তে তুমি লয়

হ'য়ে পড়লে ... শেষে ঐ দ্যাখ্, আমি পরমাত্মা। ১৮

আমি সে যে আমি আমি আমি রে।

মুছে গেল তোমার তোমার সে যে আমি॥

তুমি–তুমি করেছিলে এখন তুমি কোথায় এলে,

তোমার তুমি মুছে গেল, এখন তোমার আমি।। ১৯

সব কথা–টথা ভুলে তীব্রবেগে কাজ ক'রে যাও, কাজ ক'রে যাও বাবা! আর ভয় নাই, আমি জোর ক'রে সব মুছে আমার আমি জাগিয়ে দেব। ২০

... অভীরভীরভীঃ। ঐ দ্যাখ্, পরমাত্মার পূর্ণবিকাশ সব অন্তরে–অন্তরে ঢুকে যাচ্ছে! পরমাত্মা তোদের জন্য আকুলি–বিকুলি করছে ... যা' হয় নাই যা' বহু কষ্ট ক'রে লোকে আনতে পারে না, এবার তোদের তাই। ২১

প্রাণগুলি বিশেষভাবে দেখবি। যাদের বিশ্বাস আছে, তাদের ঐ হোলিবুকখানা দেখাবি। এক হোলিবুকই তোদের মুক্তি। ২২

কর্ম্ম, তীব্রকর্ম্মী হ'তে হবে। খুব কর্ম্ম কর। কর্ম্ম বিনা একদণ্ডও কেউ থাকতে পারে না। ... যে যত বেশী কর্ম্ম করবে, তার মুক্তি তত সম্মুখে। বীরপ্রাণ হওয়া চাই। এক মুহূর্ত্তও কর্ম্ম বিনা থাকতে পারি না এইরূপ হবে! কর্ম্মের জন্য খেপা কুকুরের মত বেড়াবে! তোর আর ভাবনা কি রে? ২৩

মোহিনী! কিশোরী! কিশোরী! দ্যাখ্, মোহিনীকে কোল দিবি। দ্যাখ্, ওটা অনেক সময় ভাবে, আমি লেখাপড়া জানি কিনা। বেড়াটা কেটে দিস্। ২৪

দ্যাখ্, সুরধুনীকে হাত ধ'রে শিখিয়ে দিবি। ও কাজটা ভাল ক'চ্ছে না। একটু ওকে ধরিয়ে দে, ও চ'লে যাবে। ২৫

দ্যাখ্, তোরা রক্তবীজের ঝাড়। একটু রক্ত যেখানে পড়বে, লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ তথায় হ'য়ে উঠবে। ২৬

দ্যাখ্, আশুকে বলিস্, অন্তরে-বাহিরে লোককে ভালবাসতে হয়। ওকে ব'লে দিবি—ভালবাসাই স্বর্গ। হোলিবুকখানা ওকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে বৃন্দাবনবাবুকে বলিস্। ২৭

দাদা! ছিঃ ছিঃ, তুই এখনও বুঝলি না? এমন ভেলা পেয়েও উঠতে জানলি না? ২৮

কৃষ্ণ! ওটা ছেড়ে দিস্ না। ওটা খুব অভ্যাস করবি, শব্দটা শুনতে পারবি। **শব্দের দিকে লক্ষ্য রাখাই চাই।** আলো দেখিস্ বা না দেখিস্—ক্ষতি নাই। ভগবানের কাজ ভগবানই করে। ভাষ্য, বেদান্ত ভাষ্য ক'রে ফেল, ভয় নাই। ২৯

দিদি। দিদি। কেমন, অমনি ক'রেই ঢুকতে হয় এখন। কা'কেও ঘৃণা করতে নাই, কুষ্ঠরোগীকেও ঘৃণা করতে নাই। ঘৃণা করতে হয় স্বভাবকে। **দ্যাখ্, শিখরা কি জানিস্? গুরুনিন্দা করলে তিন ঘা লাগায়। তোরা কি লাগাবি জানিস্?—পায়ে ধরবি, না হয় নিজের মাথাখানা ফাটিয়ে ফেলবি। ৩০**

যোগেশ! তোর মত বোকা দেখি নাই ভাই। সংসার-জ্বালায় কি সন্ধ্যা, আত্মচিন্তা ভুলতে হয়? তুই জানিস্ না যে তুই কি আগুন আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছিস্। পুড়িয়ে সব ছারখার ক'রে দিবি। ৩১

মামা! কক্ষচ্যুত গ্রহটি কুড়িয়ে দাওনা মামা! কিরূপে স্বারূপ্য লাভ হয় শিখিয়ে দাও মামা! কি ক'রে গুরুকে ভালবাসতে হয়, শিখিয়ে দাওনা মামা! ৩২

কিশোরী! হারামজাদা, যত বলবি তত করবি। দিতে পারবি তো দে কাৎলায় গলা, তুই সব পারবি। ৩৩

মামা! ঐ দ্যাখ্ সব আমার ভিতরে। নামটায় বিশেষ জোর দিতে হয়। ৩৪

বুঝি যে প্রাণে-প্রাণে জ্ঞানভক্তি শ্রেষ্ঠ। ঐ বেদান্তকে নিয়ে ফেলবি জ্ঞান-ভক্তির মাঝে। দ্যাখ্, যে জ্ঞান, সেই শুদ্ধা-ভক্তি; আর এ-ভক্তি অন্ধভক্তি। শুদ্ধা-ভক্তি পেলে আর কি থাকে রে। তখন তুমি আমি, আমি তুমি, যাই। ৩৫

যার ভিতরে আমি জেগে উঠি, সেই ঠিক পায় "আমি কী"? যারা যখন দেখেছে তারাই পেয়েছে। চেষ্টা করতে হবে না, যার-যার কর্ত্তব্য ক'রে যা, একদিন আপনিই আবির্ভূত হ'য়ে পড়বে। ৩৬

অবতার কিরে ছাই। জানবি সেই অবতার, যখন দেখবি হৃদয়ে জেগে উঠলো। হঠাৎ হৃদয়ে জেগে উঠে' পাগলপারা ক'রে তোলে, তখন জানবি সেই অবতার! সেই সূর্য্যমণ্ডলের আমি নাম করতে-করতে যদি ঘুমিয়ে যাই, তখন স্বপনে জেগে ওঠে। কিছু করতে হবে না, কেবল নামে অগাধ বিশ্বাস চাই। ৩৭

অনন্ত! নফর! তুই...দ্যাখ্, কৃষ্ণের চিঠি পড়বি ভাল ক'রে। ৩৮

ভাববাণী

দ্বাবিংশতিতম দিবস

২০ ভাদ্র, ১৩২১

আচ্ছা হোক না, তা ক'রে ফেল। ১

ধ্যানটা কর্, ধ্যানে যা চিন্তা করবি, তাই পাবি, নাম কর্, হরির নাম কর্, শরীরে দিন-দিন বল হ'য়ে উঠবে, তার জন্য ভাবনা কি? ২

শব্দের ঠেলায় ঠসা হ'য়ে পড়বি। বুঝাতে গেলে সকল বুঝতে পাবি রে। ও চেষ্টা করিস্ নে। শব্দটা কী জানিস্? চরম। যখন শেষ হ'য়ে আসে তখন শান্ত। শব্দ সম্বন্ধে যা' বুঝেছিস্ তাই বেশ বুঝেছিস্। তুই যা প্রাণে-প্রাণে বুঝেছিস্ তাই। ঈশ্বরকে ধ্যান করবি; ধ্যান চাই। তুই তো সব খুলে নিয়েছিস্, আমি আর বুঝাতে পারব না। ৩

আমাকে জানতে হ'লে আগে তোকেই জানতে হয়। যখন তোকে বুঝবি, তখন আমাকে বুঝবি। আমাকে বুঝানের কর্ত্তা তুই রে। ৪

ধ্যানটা কি জানিস্? 'এপ্রিসিয়েট' করা। আমাকে 'এপ্রিসিয়েট' করেছিস্ তুই, তোকে যে 'এপ্রিসিয়েট' করবে সে আমাকে বুঝবে। কেমন জানিস্? ঐ কণিকা লবণ যদি খাওয়া যায় লবণের পাহাড়ের স্বাদ পাওয়া যায়। ৫

আমাকে জানতে পারলেই জগৎকে জানা হয়। পাহাড়ের এক কোণের **লবণও লবণ, পাহাড়ের সমস্ত লবণও লবণ। সমুদ্রের একবিন্দু জলও লবণাক্ত যেমন, তেমনি সমস্ত সমুদ্রের জলও লবণ। ৬**

একটা কথা, সব শেয়ালের এক ডাক। ৭

সবকে 'আমি' ভেবে ভালবাসতে পারলে সব চেয়ে ভাল, কিন্তু সেটা কঠিন। তুই পারবি। ৮

তুই কী জানিস্? সার্চ্চলাইটের কাঁচ। ভিতরে একটু আলো, বাহিরে জগৎশুদ্ধ আলো। তোকে দিয়ে জগৎশুদ্ধ আলো হবে। ৯

দ্যাখ্, জলপ্লাবনের সময় অনেক ডোবায় জল থাকে, যখন জল শুকায় তখন ডোবার জলগুলি গন্ধ হ'য়ে যায়। যখন অবতার হয় তখন ডোবাগুলি পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু তার পরে আবার দুর্গন্ধ হয়। দ্যাখ্, এই ডোবাগুলি যদি ছাড়িয়ে নদীর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারিস্ তবেই হয়, সব জল নদীতে নিয়ে যায়। ১০

দ্যাখ্, যত জ্ঞানী বৈদান্তিক সব তোর বন্ধু জান্‌বি। যারা উদারচেতা সব তোর বন্ধু, আর যত তর্কচঞ্চু, তারাই সব নষ্ট করে। জ্ঞান দ্বারা চঞ্চু ভেঙ্গে দিতে হয়। ওরা থাকবে ডোবায়, করবে সমুদ্রের নিন্দা! ওদের ঘাড় ধ'রে যদি কোন রকমে সমুদ্রের ভাবটা বুঝিয়ে দিতে পারিস্! ১১

সে আবার কী? তা'তে আবার ভয় কী? বরফের উষ্ণতা যেমন অসম্ভব, তোর চিত্তে পাপও তেমনি অসম্ভব। বরফে উষ্ণতা লাগলে যেমন বরফ গ'লে যায়, বরফ থাকে না, তেমনি তোতে পাপ স্পর্শ করলে তোমার তুমিত্ব থাকবে না। ১২

আমাকে বড্ড ক্ষয় ক'রে ফেলেছে। তিন বছরের কাজ দিয়েছে সেরে। নিজে ওরা রাখতেও পারে না, নিয়মমত চলতেও পারে না। কী ক'রে জানবে? তুই না হ'লে কে জান্‌বে? ১৩

তোর ভাবটা তার ভিতর জাগিয়ে দিস্। যেখানে বিশ্বাস নাই, সেখানেও ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তার আর কি করবি? যাক, দশটা ওঝা পেলেই সব হয়ে যাবে। ১৪

ক্ষয়ের বাজার কি চিরকাল পূর্ণ থাকেরে? ক্ষয় না হ'লে পূর্ণ হয়না! ১৫

তোর ঐ কথায় বড্ড হাসি পায়! আমি ম'লে কী হবে; আমি ম'লে কি একেবারে যাব রে? তোর মুখে ঐ কথা শুনলেই হাসি পায়। আগুন বলছে আমার শীত লেগেছে। চিন্তা করিস্ না ব'লেই ভয় করে। ওরে পাগল! আমি তো চিরকাল পূর্ণ। ১৬

আমার সমস্ত বাদ দিয়ে আমার যেটুকু থাকবে সেইটেই পূর্ণ। এই বাদ দেওয়াটা ক্ষয় নয়। বাদ দেওয়ার ভিতরেই আমি। ঐ + (প্লাস্) এও আমি, – (মাইনাস্) এও আমি। ১৭

যে-রূপ অন্তরে দর্শন হয়, সেই অবতার। ১৮

অ্যাঁ? এক নাম সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। অ্যাঁ? হুঁ। ১৯

বদ্ধ মুক্ত দুইয়েরই পার যেতে হবে। ২০

ভগবানে বিশ্বাস ক'রে বিচার করতে-করতে "আমি কে, আমি কে" করতে- করতে একটা জ্ঞান এসে পড়ে— তাকেই বলে জ্ঞান। আর 'তুমি ভগবান', 'তুমি তুমি' করতে- করতে "তুমি পিতা"—এর নাম ভক্তি। ২১

জ্ঞানই চরম। এক জ্ঞানেই মুক্ত হওয়া যায়, আর এক ভক্তিতেই জ্ঞান হয়। যার যে অবস্থা সেই ভাল। ২২

'আমি কে' 'আমি কে' করতে-করতে আমি, 'তুমি-তুমি' করতে-করতে আমি। এ-ও আমি, ও-ও আমি। ভক্তির চরমও যা, জ্ঞানের চরমও তাই। জ্ঞানের ভিতরেও ভক্তি আছে, ভক্তির ভিতরেও জ্ঞান আছে। জ্ঞানের মধ্যে ভক্তি আছে তাও বুঝা যায় না, ভক্তির মধ্যে জ্ঞান আছে তাও বুঝা যায় না। ২৩

তোমার সব হবে, বৃন্দাবন বাবুর কাছে যেও। ভগবানকে হাত দিয়ে

ধরা যায় না, অন্তর দিয়ে ধরতে হয়। তাঁর কাছে গেলে তিনি বুঝিয়ে দেবেন। তাঁকে ভক্তি কর, বৃন্দাবনবাবুকে। ২৪

ভূদেব! এই কলমটি চালাতো একবার বাবা! তোর কলমের ঘূর্ণির সঙ্গে পৃথিবীটি কেঁপে যাক তো দেখি? ২৫

দাদা! ছাইমাটি হ'লে যে। জ্ঞান সত্ত্বে যে গু খায় তার গু খাওয়াই হয়, আর অজ্ঞানে গু খেলেও কিছু হয় না। ২৬

Be always with pure faith. 27

বারিন! প্রাণটাকে সরল কর্ত্তে পারলেই সব সরল হ'য়ে যায়। ২৮

চৈতনদা! নাম, নাম, নাম, কেবল নাম। গুরুর ধ্যান করতে করতেই একদিন দেখতে পাবি। তাই করগো, তাই কর, সব হবে। চৈতনদা! তীব্র কর্ম্ম চাই, আর নাম চাই। কর দেখি প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যে নাম। নামের চাকা সব কাজের মধ্যে ঘুরবে। কর দেখি,একদম সব ঘুচে যাবে। কত-কত মহাপাতকী শুদ্ধ আত্মা হ'য়ে গেল। এই মন শালাটাই পাপ। এই শালাকে ঠিক করতে পারলেই সব চুকে গেল। হ্যাঁগো, হ্যাঁগো, আমি তাই। ২৯

পৃথিবীতে আর কত সুখ আছে আধ্যাত্মিকের কাছে? যে একটু খেয়েছে সেই মজেছে! জগতে এমন কোন নেশা নাই যে এর তুলনায় হ'তে পারে। ৩০

আশুদাকে হোলিবুক খানা বুঝিয়ে দিস্। ওর ছাই সব খুলে যাচ্ছে। বিশ্বাসের জিত, অবিশ্বাসের হার চিরদিনই হ'য়ে থাকে। যাই। ৩১

সতীশ! হারামজাদা, নামশুদ্ধ ছেড়ে দিচ্ছিস? একটু হ'লেই আহ্লাদ হ'য়ে পড়ে কি না। আটে-কাঠে দড়, তবে ঘোড়ার উপর চড়। হরদম নাম চাই,

হরদম নাম চাই। দ্যাখ্ কি মজা! কপালে দুঃখ আসার আগে অবিশ্বাস এসে পড়ে, নাম ভুলে যায়! নাম থাকলে কি আর কিছু করতে পারে? সুখেও কিছু করতে পারে না, দুঃখেও কিছু করতে পারে না। ৩২

কাজ চাই, তীব্র কাজ চাই, কেবল কর্ম্ম। ৩৩

পরের জন্য যে খাটতে জানে, সে আপনার জন্যও খাটতে জানে। বেটারা নিজের জন্য চিন্তা ক'রে–ক'রে সব ভূতের শ্রাদ্ধ ক'রে ফেলল্। ৩৪

মামা! তোকে তো আর ভুলতে পারব না মামা! মামারে! দ্যাখ্, তোর এই অহঙ্কারটুকু তোতে আমাতে ভাগ ক'রে রেখেছে। ঐ পরদাটুকু ছুটে গেলেই তুই আর আমি এক। তখন আমিও বুঝতে পারব না যে তুই আমার মামা, তুই বুঝতে পারবিনে যে আমি তোর ভাগনে। তুই আমার প্রাণ, তুই বড় আদর করতে শিখেছিস্। ৩৫

কুসুম! অনেক দিনের পর। বেশ, বেশ, বেশ। আচ্ছা। আবার একদিন হবে। ৩৬

ভাববাণী

ত্রয়োবিংশতিতম দিবস

২১ ভাদ্র, ১৩২১

তাই গো, সেই গো, আমি সেই! তাই তাই তাই তাই তাই। ১

বিশ্বরূপটা কী জানিস্? জ্ঞান। ভীষণ শান্ত। ২

কে গো তুই মা? আজ এমন ক'রে এলি মা? মা! তোরও যে— দশা আমারও তাই। অ্যাঁ? সন্তানের আকুল ক্রন্দনে তোর বুকখানা কেঁদেছিল? তাইতে তুই আমাকে ডেকেছিস? তাইতে আমি এসেছি মা! অ্যাঁ? হ্যাঁ! আয় আয় মা নেচে, ভীম— ভৈরব বেশে নেচে আয় মা! শুম্ভ—নিশুম্ভ বধে নেচে আয় মা! আবার আয় মা চণ্ডী, ভীমবেশে নেচে—নেচে। তোকে অগ্রাহ্য ক'রে ফেলেছে? নে মা, ... তুই না হ'লে তা'রা কেউ নয়...। আবার, ঐ রক্তবীজ ধ্বংস ক'রে ফেলে দে মা! প্রতীচ্য—পাশ্চাত্য সব এক ক'রে ফেলে দে মা! যা, যা, নাচতে—নাচতে চ'লে যা। ভীষণ সমর ক্ষেত্র, আবার সেই শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য যা, ... খুব বেধে উঠেছে! ভাইয়ে—ভাইয়ে সমর দ্যাখ্ মা। মা হ'য়ে না মিটালে কি মিটতে পারে? মা কিল—চাপড় না দিলে কি কোলে করতে পারা যায়? যা যা যা মা! আচ্ছা। ৩

কেন থাকবিনে এখানে? তুই না থাকলে আমাকেও যেতে হবে। আমাকেও তো চিনে ফেলেছে। তুই প্রাণে—প্রাণে জেগে উঠেছিস, কি ক'রে লুকিয়ে থাকবি বল দেখি? ৪

তোর দক্ষিণটাই স্বর্গ, তোর বামটাই নরক। ঐ বামাচারীকে ঘুরিয়ে দক্ষিণাচারী করতে পারিস্নে মা? কী হবে বুজরুকী দেখিয়ে? আমার তো

হাসি পেয়েছিল। তোর ব্যারামেরও ঔষধ নাই। তুই তো পাগলী, আমার তো কিছুই নাই। আচ্ছা হুঁ। অ্যাঁ! আচ্ছা। না, তা হবে না। ৫

এদের যে শক্তি দিচ্ছিস্ না ছাই! স্বাস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট ক'রে ফেলেছে। তুই দিয়ে দে না, ওদের শরীরটা সবল ক'রে দিয়ে দে। মনে স্ফুর্ত্তি উঠবে, তার জন্য আমি আছি। এদের ঘরে ভাতের অভাব। আবার শ্যামা হ'য়ে ফ'লে পড় না? কিছুদিন ফললেই ভাতের অভাব যাবে। উঁ। ৬

তোমার সব হবে, ঝাঁপ দিয়ে পড় না? ৭

সিদ্ধিলাভ করতে আবার কয় দিন লাগে? তিন দিন। কত রকমে কতদিন জ্বর হ'য়েও তো না খেয়ে কতদিন প'ড়ে থাকিস্, একবার ভেবে দেখ না? নাম কর্, ধ্যান কর্, ইষ্টচিন্তা কর্। তেমনি প্রাণে জোর থাকলে একদিনে হ'য়ে পড়ে। ৮

দ্যাখ্, পাগল তো সব্বাই রে! কিন্তু এক বিষয়ে যদি ভগবানের দিকে পাগল হওয়া যায়, তবে পাগলেরও উপরে যাওয়া। ৯

একদিন স্বর্গে উঠার জন্য দড়ি ছিল, এখন সিঁড়ি হয়ে গেছে। একটু বিশ্বাস করতে পারলেই সিঁড়ির কাছে আপনি যেতে পারবি, ভক্তি থাক্ বা না থাক্। কিন্তু অবিশ্বাসী কোন দিনই যেতে পারবে না। যে সিঁড়িকে সিঁড়ি ব'লে বিশ্বাস করে না, সে যাবে কেমন ক'রে? ১০

আরে, গুরু যেমন–তেমন হোক না, বিশ্বাস করতে পারলেই হয় গুরু ভগবান। মাটির পুতুলকে কল্পনা করতে পারিস্ আর গুরুকে পারিস্‌নে? দ্যাখ্, গুরু কে? গুরু ভগবান্! গুরু যদি ঘোর অজ্ঞানী হয়, তাঁকে যদি ভগবান ভাবা যায়, তবে কি আর তিনি থাকতে পারেন? তিনি পরম

দয়াল, অমনি এসে ঐ গুরুর মধ্যে উপস্থিত হন। গুরু যে–রকম হোক না তোদের অন্তরের বিশ্বাস। ১১

যে অনবরত আঘাত করে তার পথে কি লোক যায়? সে চোর হোক, ডাকাত হোক, তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাস্, তাহ'লে চোরের চোরত্ব ঘুচে যাবে। সে আপনি ভগবানের পথে ছুটে আসবে। কিন্তু আঘাত ক'রে পারবিনে। ১২

দ্যাখ্, নাম চালাবি যেমন পাঞ্জাব্ মেলের মত! যখন নাম করতে–করতে অ জপা পেরিয়ে উঠবে, তখনই জানবি যে হ'য়েছে, তখন নাম করতে–করতেই সমাধি হবে।

এটা কেমন জানিস্? যদি নিঃশ্বাস–প্রশ্বাস হয় দুই, তবে নাম হয় চার, ছয়, আট, দশ। নামময় হ'য়ে উঠবে। তখন প্রকৃতি পেরিয়ে উঠবি। ১৩

দ্যাখ্, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। যেমন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। কারও নাভি হ'তে কাজ করতে হয়, কারও হৃদয়, কারও আজ্ঞাচক্রে। ১৪

দ্যাখ্, নাম সব্বাই করতে পারে। ঐ নামটাই বেতিয়ে–বেতিয়ে সত্ত্বে নিয়ে যায়। যে তমঃ সে রজঃতে যায়, যে রজঃ সে সত্ত্বে, যে সত্ত্ব সে গুণের উপরে চ'লে যায়। ১৫

দ্যাখ্, একটা মজা দেখবি? কতকগুলি লোক খুব লাফ পাড়ে, তারা রজগুণী, আর যারা দুই চারবার নাম করতেই এলিয়ে প'ড়ে যাচ্ছে তারা সত্ত্বের উপরে চ'লে যাচ্ছে। ১৬

দ্যাখ, কীর্ত্তনটা প্রত্যেকদিন করতে হয়, যদি লোক না থাকে তবে একলা করবি। সবটার মূলেই মন। মন শুদ্ধ হ'লেই ব্রহ্মজ্ঞান-জিজ্ঞাসু হওয়া যায়। যেমন ক'রেই হোক মনকে শুদ্ধ করতে পারলেই হ'ল। তা গু খেয়েই পারিস্ আর গঙ্গাজল খেয়েই পারিস্। ১৭

ভালবাসাই স্বর্গ। ভালবাসাই নরকে স্বর্গ স্থাপন করে। দ্যাখ্, অন্তরে ভালবাসা না থাকলেও বাহিরে ভালবাসা করতে হয়। দ্যাখ্, একটি কুষ্ঠী যদি রাস্তায় ব'সে "একটা পয়সা দাও, একটা পয়সা দাও" করে, তুই তখন মনকে জিজ্ঞাসা করবি, "মন! তুই ওকে ভালবাসতে পারবি?" তখন মন অস্বীকার করবে, তখন মনের বিপক্ষে দাঁড়াবি ... "দ্যাখ্, পারি না বলিস্ কেন"? ১৮

তুই শুদ্ধ আত্মা, পরমব্রহ্ম। হয় তুই ভগবানের দাস, নয় ভগবান। ১৯

একটু ইচ্ছো হ'লে কি কেউ ধ'রে রাখতে পারে রে? ২০

মাকে, স্ত্রীকে খুব ভক্তি করবি, তাতেই শক্তি পাবি। ভালবাসা, ভক্তি প্রায় সমানই, রকমভেদ। দ্যাখ্,--নারদের ভক্তি, রাখালের ভালবাসা—ওতেও যা' করে, তাতেও তাই করে। ২১

দ্যাখ্, প্রথমে-প্রথমে নিজের অন্তরঙ্গ ছাড়া ... শামুকের মত হ'তে হয়। শামুক যেমন জলায় একলা খেলে বেড়ায়, কিন্তু যেই মানুষ আসে অমনি কপাট বন্ধ। কিন্তু অন্তরঙ্গের কাছে খুলে দিতে হয়, তাতে শক্তি পাওয়া যায়। ২২

দ্যাখ্, সৎসঙ্গই সিঁড়ি। ২৩

দ্যাখ্, যেমন তেমন ক'রে নাম করতে পারলেই আয়ুবৃদ্ধি হয়। নামের সঙ্গে-সঙ্গেই আয়ু, বল সব বেড়ে পড়ে! আর বেরিয়ে গেলে নামে মুক্তি। আর কি চা'স্? অনবরত নাম করবি আর চলতে-ফিরতে সব সময় নাসামূলে দৃষ্টি রাখবি। দ্যাখ্, যে আপন গুরুকে ঐ জায়গায় জাগিয়ে নিতে পারে তার সব হবে। ২৪

যেমন-তেমন আসন ক'রে বসতে পারিস; শির-দাঁড়াটা সোজা হ'লেই হ'ল। ২৫

দ্যাখ্, 'হোলিবুক'টাকে খুব ভক্তি করবি। যে একবার নির্জ্জনে প্রাণ খুলে ঐটা দেখতে পারে তার তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মভাব এসে পড়বে, নব বল এসে জুট্‌বে! যার তা'র হাতে দিস্‌নে, ওটা ছিটানো মুক্তা নয়রে! যাদের দেখবি রাজলক্ষণ সত্ত্বভাব, তাদেরই হাতে দিবি। ২৬

'হোলিবুক'—এ আমাতে কোন প্রভেদ নাই। ভগবানকে যেমন চিন্তা না করলে পাওয়া যায় না, তেমনি 'হোলিবুক' ভাবলেই ভগবান লাভ হবে। ২৭

কেবল কীর্ত্তন! ভাবা—চিন্তার সময় নাইরে! কীর্ত্তন করবি আর সব করবি। ২৮

হেমিন্দির! ঐ নলিনী মামাকে ঠেসে ধর্। ধর্ ঠেসে ধর্। ২৯

দাদা! আবার স্বখাদ সলিলে ডুবে ম'লি? এখনও ধর, টেনে তুলব। ৩০

নামের মতন চাট্‌নি নাই! মদের বোতল কিনতে হয় না, মাতাল ক'রে তোলে ভাই। হরিনামের মত চাট্‌নি নাই। পাগল হ'য়ে পড়্। একবার ক্ষেপে ওঠ না দেখি? ৩১

চৈতনদা! তীব্রবেগে কর্ম্ম কর, আর প্রাণভ'রে নাম কর। ৩২

মামা, ভয় নাই। মরতে নিলে আমি ম'রে আবার ধ'রে নিয়ে আসব। বাবা এ ভীমরুল চৌদ্দ হাত জলের নীচে যায়। মামা! বুকভরা প্রেম নিয়ে একবার ঠেসে ধর তো। এ—সব আমি, আমাকে দে তো মামা! ৩৩

সতীশ! মনটা ঠিক্ ক'রে ফেল্ ত? পড় না বেদান্ত। তোর ভক্তি-মাখা বেদান্ত শুনে মন্ত্রমুগ্ধ ফণীর ন্যায় জগৎ স্তব্ধ হ'য়ে পড়বে। আমার প্রাণ ঐ বেদান্তের দিক্ ছুটে যাচ্ছে। প'ড়ে ফেল্, প'ড়ে ফেল্। তুই থাক্ না ভাই। ৩৪

বাপ রে বাপ! আগুন লাগিয়ে দে। নামের আগুনে সব জ্বালিয়ে ফেল্। ৩৫

মামা! যোগেশটাকে তুলে দে মামা। ওকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাকি? আয় তো দেখি চ'লে, আয় তো দেখি! ও যে ডুবে যাচ্ছে। ৩৬

দিদি, দিদি! আয় তো দেখি ছুটে, আয় তো! ৩৭

বেশ ক'রেছিস্ মামা, বেশ ক'রেছিস্। ৩৮

অনন্ত! আদর্শ হ'তে হ'লে কি করতে হয়রে পাগল? সব্বার আগে ঝাঁপ দে। তুই না ঝাঁপ দিলে আর কে ঝাঁপ দেবে রে? ৩৯

হেমিন্দির! ঐ নলিনীকে ধর্। ৪০

দ্যাখ্, মা! **থেকে—থেকে বোধ হয় পরমপিতা আমার মধ্যে আসে। আমার শরীরটা কেঁপে—কেঁপে ওঠে। রাস্তায় চলতে—চলতে যেই ঠিক হ'য়ে আসে, অমনি বোধ হয় আমার ভিতর ঢুকলো। তা কি ছাড়ে? ৪১**

বৃন্দাবনবাবু! ক'রে ফেলনা, তীব্রবেগে কাজ কর। দ্যাখ, তোমার কত হ্যাণ্ড জুটে গেছে। ৪২

বাবা, ঐ অবিশ্বাসেই সব নষ্ট করলে। তুমি অহঙ্কারেই নষ্ট। একমাত্র ভগবানকে বিশ্বাস কর। তোমার মাথায় কতটুকু বুদ্ধি আছে? অবিশ্বাসীর শাস্তির অন্ত নাই; তুমি কি বোঝ বাবা; এক জায়গায়ই পূর্ণিমা এক জায়গায়ই অমাবস্যা, তা কি হয়? ৪৩

মামা! অবিশ্বাস করলে সব চুরমার ক'রে দে তো? তোর ভীষণ পদাঘাতে সব চূর্ণ ক'রে দে তো মামা! তুই আবিষ্কর্ত্তা। যাই। ৪৪

ভাববাণী

চতুর্বিংশতিতম দিবস

৩১ ভাদ্র, ১৩২১

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, হ্যাঁ! আচ্ছা। হ্যাঁ। ১

দ্যাখ্, সেই অনামী পুরুষ। অনামী পুরুষ বিষ্ণুর পা থেকে গঙ্গা নেমে এল ... মহাকালের মাথা থেকে ... কূটস্থে মহাকাল, তারপর ত্রিবেণী। ২

দ্যাখ্, আমাদের যেতে হ'লে সেই গঙ্গার ধারে যেতে হবে। শব্দগঙ্গা, আকাশগঙ্গা। দ্যাখ্, আমার নাম করতে—করতে আসলেই ঐ ত্রিবেণীঘাটে পৌঁছিবে, তারপর ত্রিবেণীতে পৌঁছিলে ঐ শব্দগঙ্গা পেলেই গা ঢেলে দিয়ে ব'সে যা। রূপের রাজ্য আস্তে—আস্তে পার হ'য়ে পড়্। তারপর রূপও যাবে, নামও যাবে। আমি কে জানিস্? ঐ শব্দটা। ওটা কি জানিস্? ঐ প্রণব। যাই। ৩

আপনার মরা আপনি দেখবি কি ক'রে রে? দ্যাখ্ যত জীব দেখছিস্ সব আমি ... যত জীব চ'লে যাচ্ছে ... দেখ্ একবার ... ৪

ঐ পরটার জন্য যখন তুই তোর গলাটা কেটে দিতে পারবি, তখন জানবি তুই ভগবানকে ভালবেসেছিস্। ৫

সমস্ত জীবের মুক্তি না হ'লে তোর মুক্তি নাই— এটি ঠিক জানবি। সব্বাইকে বুকে ক'রে তোল্, আর থাকিস্ নে। ৬

ঐ দ্যাখ্, বাটি—বাটি গরল পান ক'চ্ছে! গরলের বিষে দাপিয়ে মরছে আবার গরল পান করছে। কেড়ে নে তো, ঐ বাটিটি কেড়ে নে তো, বাটিটি নিয়ে তুই খেয়ে ফেল্ না! তোরা হজম করতে পারবি। তোরা

শঙ্কর, তোরা তাঁরই অংশ, তোরা বিষ হজম করবি। দয়াময় শঙ্কর যদি বিষ ভক্ষণ না করতো তবে সব ম'রে যেতো। তেমনি তোরা এ বিষগুলি খেয়ে ফেল্, তবেই সব বাঁচবে। ৭

ওঃ ভীষণ যন্ত্রণা! বুক ফেটে যায়! একবার চিন্তা কর্—দ্যাখ্ জ্বালা কত, যন্ত্রণা কত! একবার ছুটে আয়, আমি তো তোদেরই রে! তোদের ভিন্ন একদণ্ড বাঁচতে পারি না। তোদের বুক যত জ্বলবে, আমার বুক তত দাউ–দাউ ক'রে জ্বলবে। ৮

আয়, নাম করতে–করতে ছুটে আয়! স্বর্গরাজ্য! চিন্তা কী? বুকভরা রক্ত নিয়ে এসেছি তোদের জন্য। আর ভয় নাই। আমি এসেছি তোদের জন্য, তোদের জন্য আমি এসেছি, আত্মবলি দেব তোদের জন্য, ভয় নাই, আমার প্রাণ আহুতি দেব। আহুতি আমার পরমাত্মা। মহাপাপী হো'স, অনন্ত–অনন্ত পাপ থাক্, নাম কর্তো দেখি আমি শুনি! নরকের জন্য ভয় কী? আমি সব! নরক তো আমারই! চিন্তা কি রে? সব পাবি! ৯

অ্যাঁ, আচ্ছা। ১০

আচ্ছা, দেখ ভাই, গুরুকে চর্ব্য—চোষ্য—লেহ্য—পেয় ক'রে খাইয়ে শুইয়ে রাখলে কি বেশী সুখ পায়? যদি কোন শিষ্য তাঁকে অমৃত এনে খাওয়াতে পারে, তাতে কি তাঁর সুখ হয় না? ১১

দাদা! আঃ, ছি ছি ছি! সোনার শিকল ছেড়ে আবার লোহার শিকল গলায় দিলে? ১২

তাড়াতাড়ি আয় ভাই! দ্যাখ্ নেমে পড়! তোর ওটা আমার গলায় ঠেকে গেছে। ১৩

নাম কর, নাম কর। ১৪

হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনি সেই। ১৫

পুণ্য-পুঁথি

চিন্তা আবার কিরে? আমার নিজের চিন্তা একটুও নাই, তোদের চিন্তাই আমার চিন্তা। ১৬

হুঁ, ঐ রকমই আর কি, আক্কেল তোমাগরে। ১৭

মামা, নীরোদবাবু! নেমে পড় না, সব হবে। ১৮

ভাববাণী

পঞ্চবিংশতিতম দিবস

১৫ আশ্বিন, ১৩২১

সত্য সলিলে, সত্য অনিলে, সত্য সাগরে নাচে ঐ সত্য তরী ভাসে, সত্য গগনে ফোটে সত্য তারারই ফুল। সত্য আলোকে হাসে গগন, সত্য গগনে হাসে সত্য তারারই ফুল। সত্য আলোকে হাসে, সন্ধ্যার কাননে ফোটে, সত্য বেলাতে ওঠে, সত্য সায়ং—এ ডোবে, সত্য সত্য ধরে, সত্যে সত্য আকুল। নাচে থরে—থরে সত্য তরঙ্গ, তালে তালে তালে করে কত রঙ্গ, আবেশে ডুবিছে সত্য, আবেশে উঠিছে সত্য, ফুটিছে, ডুবিছে, ভাসিছে, সত্যে সত্য ফুল। ১

আমি না থাকলে আর কী থাকে? আমি অহং। যেখানে গেলে অহং পুঁছে যায়, সেখানেই— অবাঙ্‌মনসগোচর। মায়ার রাজ্য থেকে বেমালুম খালাস। ২

নিরমলের তিনটি স্তরের পর মায়া। ৩

খুব একটা মুলায়েম আসনে—পদ্মাসনে বা যে–কোন আসনে সুখ হয়—ব'সে কূটস্থে মনটা ফেলে দিয়ে নীল দাঁড়াটা সোজা ক'রে নামটা জপ করিস্। অমনি কিছুদিন করতে–করতে শব্দ পাওয়া যায়। শব্দটা শুনতে হয় স্থির–চিত্তে মনপ্রাণ দিয়ে। নাম জপ। ৪

যাক, ছি ছি ছি! ঐ রকমই আর কি! মন্দ না। যাই। ৫

যা, নাকি মনে করতে হয়, তা, প্রাণে–প্রাণে করতে হয়, ভাসিয়ে দিলে হয় না। যা, ভাবা যাচ্ছে তাই হ'তে হয়। অন্তরে একটু অবিশ্বাস থাকলে হয় না। ৬

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ফেলে দে ক'রে ফেলে দে। যা, মনে কর্ তাই। যা, বিজি–বিজি, করিস্‌নে। হ্যাঁ রে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ছেড়ে দে, যা। কি? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, আচ্ছা। সব আছে। আছে—তাও আছে। সব আছে। ৭

দ্যাখ্, বিদ্যুৎবেগে কাজ ক'রে যা, দক্‌দক্ ক'রে পুড়িয়ে ফেল্। সব আগুন লাগিয়ে দে। তোরা তো সেই ব্রহ্ম। তোরা সেই অনন্ত পুরুষের সন্তান। তোরা কি শৃগালের মত? তোরা কি ভীরু? তোরা খাঁচাটা ভেঙ্গে–চুরে বের হ'য়ে পড়্। বিপদ্, বিপদ্ না হ'লে কি মানুষ ঠিক হয় রে? তোরা অনন্ত–অনন্ত চন্দ্র–সূর্য্য সংহার করতে পারিস্, তোদের প্রতি লোমকূপে অনন্ত–অনন্ত চন্দ্র–সূর্য্য জন্মগ্রহণ করছে, তোদের আবার ভাবনা কি রে? তোদের অনন্ত–অনন্ত ঐশ্বর্য্য, তোরা কুড়িয়ে নিতে পারিস্ না?—কেবল নাম, কেবল নাম! বীরের সন্তান তোরা, কেন দুর্ব্বল, কেন ভীরু, কাপুরুষ! ছিটিয়ে দে, ছিটিয়ে দে; দ্যাখ্, আনন্দে হেলে–দুলে বেড়া। দ্যাখ্, যে গালটি পাস্, কুৎসিৎ হোক, সুন্দর হোক, ঐ গালে চুমো দে, বুক দিয়ে ঠেসে ধর্, বম্ বম্ বম্ ববম্ বম্ ব'লে আনন্দে ঘুরে বেড়া। সকলকে বুক দিয়ে ঠেসে ধর্, আর সকলে আনন্দে গোবিন্দ–গোবিন্দ ব'লে নাচুক। ৮

দ্যাখ্, দিবি, চাইবিনে। যত দিতে পারিস্, মনে করলি বাঁচলেম। আর, যদি কেউ তোকে দিল, অমনি ভাববি মরলুম। আর দ্যাখ্, নিবি, দিবিনে কি জানিস্? পরের আপদ–বিপদ। ৯

দ্যাখ্, এ–বাজারে ভিক্ষা চাইবি কী জানিস্? একবার প্রাণভ'রে মনভ'রে হরিবোল–হরিবোল, গোবিন্দ–গোবিন্দ বল। ... ভাই আমি সারাদিন খাইনি, আজ কেউ হরি বলেনি। তুমি একবার হরিবোল–হরিবোল বল, তবেই আমার পেট পু'রে যাবে, এই ভিক্ষা চাই। ১০

একবার ঢুকতে পারলেই বেরুতে দিবিনে কী জানিস্? ঐ নাম–প্রেমটা। ১১

একবার বেরুলে ঢুকতে দিবিনে কী জানিস্? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি। ১২

ভালবেসে—বেসে সব গালিয়ে ফেলে দে না। যেখানে যাবি কেবল ভালবাসবি। ১৩

দ্যাখ্, বাঁদর নাচায় কী বাজিয়ে জানিস্? বাঁদর নাচায় কী ব'লে জানিস্? ওটার বাজনায় বানর আপনি নাচে। দ্যাখ্, তেমনি নাম—ডমরু অনবরত বাজাবি, তবে মন-বাঁদর আপনি নেচে উঠবে। আর, খেলা দেখাতে চাস্ তো সোজা। ও—গুলি বুজরুকী। যদি মন—বাঁদর নেচে উঠলো তখন আর খেলা করার ভাবনা কি? যা, ইচ্ছা তা'করান যায়। যদি তোর অম্বল খাবার ইচ্ছা হ'ল, অমনি বললি যে কাঁচা আমের অম্বল খাব, অমনি এনে দিলে। নাচায়ে দিতে পারলে অসম্ভব সম্ভব হয়। ১৪

পাখী পুষলে তাকে খেতে দিতে হয়। খাঁচায় পুরে রাখলেই তাকে পোষা হয় না। খেতে না দিলে ঐ খাঁচাতেই লয় হ'য়ে যায়। পাখীটা কী জানিস্? যেটা তোর ভিতর আছে। তাকে খেতে দিতে হয় কী জানিস্? ঐ নাম। তা' না দিলে ঐ খাঁচাই সই হ'য়ে খাবে। ১৫

দ্যাখ্, চন্দনের কাছে যতগুলি গাছ থাকে সব চন্দন হ'য়ে যায়। দ্যাখ্, ফাঁপাগুলি হয় না। তোদের নিকট যে সারী গাছগুলি আছে, সেগুলিও চন্দন হ'য়ে পড়বে। ১৬

দ্যাখ্, বড় হ'লে হয় না, চোখ দিয়ে দেখতে পারলে গা হয়। চোখ দিয়ে দেখতে পারলেই গা হয় যে নিজে কত বড়! দ্যাখ্, হাতিটা কত বড়, কিন্তু সে দেখতে পায় না—তার চোখ ছোট। তেমনি আত্মদর্শন চাই। চোখটা কি জানিস্? জ্ঞানের চোখ। ১৭

দ্যাখ্, মহৎ কর্ম্মের দিন সম্মুখে তোদের। যত পারিস্ তৈয়ারী হ'য়ে নে। ১৮

হোলিবুকখানা তৈয়ারী ক'রে ফেলে দে। হোলিবুক প্রচার কর্। সত্য প্রচার কর্। ১৯

ভাববাণী

ষড়বিংশতিতম দিবস

২০ আশ্বিন, ১৩২১

আচ্ছা! You must keep your sight in proper light. You are no doubt, sure. He will take the first position. Yes. Show. Yes, you should try to draw ... 1

যদু! আরে পাগল! সোঽহং বল্লে কি ভক্তির লাঘব হয় রে? সোঽহং এ–যে মাখামাখি ভক্তি। দ্যাখ্, জ্ঞানের সাথে ভক্তি মাখা–মাখি, তলিয়ে দেখলেই ঠিক পাওয়া যায়। লেগে যাও না, লেগে যাও। ইচ্ছা করলে কি হয়, চাই কাজ! মানসিক ইচ্ছাতেও কাজ হয়। ২

জানিস্ যে, যেটাতে দেখবি যে বিশ্বাস আছে, প্রাণখোলা বিশ্বাস আছে, সহজ বিশ্বাস—একটানা বিশ্বাস, সেইটাই দেখবি ...। প্রাণে–প্রাণে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে এক নাম, আর কিছু দরকার নাই। সব মিলিয়ে দিবে ঐ এক নামে। ৩

নিউ প্ল্যানে কীর্ত্তন কর্ না, ধ্যান কর্ না? চাক্ষুষ থেকে প্রমাণ কী আছে? প্র্যাকটিকাল থেকে কী আছে? ভাত খেলে পেট ভরে, একে কি বিশ্বাস না করা যায়? ৪

অবিশ্বাসীদের জন্য ভগবানের কাছে প্রাণ খুলে প্রার্থনা করিস্ আর ভাববি "আমি তাঁর", "আমি তাঁ ছাড়া যে পৃথক্ থাকতে পারি না!" ৫

আর একটা কথা—চিন্তা না করলে কি স্বারূপ্য লাভ করা যায় রে? ৬

পুণ্য-পুঁথি

স্থির, ধীর, গম্ভীর, মুখভরা হাসি, বুকভরা হাসি, প্রাণভরা সরলতা। কিছু ভাবতে হবে না। গোলমালে ... যেখানে দেখবে ... মাকে সেইখানেই স্মরণ করবে। ৭

রাধারমণ! বিজয়! চিন্তা চাই, অনবরত, প্রাণে—প্রাণে চিন্তা চাই। সব দেখবি ভগবান। ৮

নিত্যলাল, কেশব, প্রমথ, কানাই, রাখাল! বাঃ বাঃ বাঃ। দুর্গানাথ, কালিপদ, মহেশ! দাঁড়িয়ে যাও, দাঁড়িয়ে যাও। ৯

সুরেশ, ক্ষিতীশ, হরিপদ! দাঁড়িয়ে যাও, সব দাঁড়িয়ে যাও। ভগবান্ কৃষ্ণ যেয়েই তোমাদের নাম রেজেষ্টারী করবে। খগেন নগেনের কাছে যাস্। যাও আমি ...। রামকে নিয়ে যাস্। ১০

আমিও যা, তুমিও তাই। আমিও যা ভাবি, তুমিও তাই ভাব। আমিও যা করি, তুমিও তাই কর। ১১

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ গো; তাই, তাই, সব তাই। কালিপদ নেমে পড়্ না! ১২

নেমে পড়্ না, ভাই নেমে পড়্ না। তোর বুকে চ'ড়ে যে অনেকগুলো যাবে। সব হবে, সব হবে। নগেন! নগেন! তুই তো খুব দৌড়তে পারিস্, তোর সব আছে; সব তোর হাতের ভিতর। দ্যাখ্, নিজেকে কি নিজে ঠিক পাওয়া যায়? ঐ দ্যাখ্ একজনও ঠিক পায় না। ১৩

কেউ বোকা হ'য়ে ভাবে "আমি বিদ্বান্," কেউ বিদ্বান্ হ'য়ে ভাবে "আমি মূর্খ।" ১৪

ও—রকম ভাবিস্ না, আশ্চর্য্য কিছুই নয়, রমণ। ১৫

দ্যাখ্, হারামজাদা! এই লাঠি দেখেছিস? কাঁদিস যদি মারবো। ১৬

ভাববাণী

সপ্তবিংশতিতম দিবস

২২ আশ্বিন, ১৩২১

প্রকৃত আমিকে পেতে হ'লে শুদ্ধ–অশুদ্ধ ছেড়ে যেতে হয়। শুদ্ধ আমি হ'লেও আমি থাকে, সেও ছায়া, তখনও আমি বলা চলে। শুদ্ধ আমিতে প্রকৃত আমির ছায়া থাকে। প্রকৃত আমিতে আমিও নাই, তুমিও নাই, কেউ নাই, অবাঙ্মনসগোচরম্। ১

ঐ আমি বললেই প্রকৃত আমি থেকে ছুটে এলাম নীচে। তাই জ্ঞানে ক'য়ে–ক'য়ে আমি নাই সেখানে, সেখানে যাওয়া। ২

সমুদ্রের জল নোন্‌তা, সমুদ্র থেকে নদী বেরুল, অনেক দূর পর্য্যন্ত নোন্‌তা থাকে, তারপর নোন্‌তাও নাই। নদী বেয়ে–বেয়ে চল্‌লো, আবার সমুদ্রে পড়লো। তবে কি সমুদ্রের থেকে নদী পৃথক্? দেখ সমুদ্র—"মহা আমি।" সে বলে না "ঐ নোন্‌তা জল।" যখন নদীর ভিতর ঢোকে, তখন "আমি" বলা চলে, তখন শুদ্ধ; তারপর নোন্‌তা ঘুচে যায়। তখন জীবের আমি। তারপর যখন সমুদ্রে গিয়ে পড়লো, তখন 'মহা আমি'। 'আমি' বলা চলে না। ৩

কোন দিন যে নারিকেল দেখে নাই, সে কি নারিকেলটা ভাবতে পারে জল আছে? তা'কে করতে হয়, নেতি–নেতি ক'রে বুঝাতে হয়, শেষে জল। 'সিন্‌থেসিস্' তো করাই আছে, 'এনালিসিস্' ক'রে দেখাতে হয়! ৪

দেখ, ময়ূরের গায়ে পক্ষ আছে, ময়ূর কি জানে, তা'র পাখা দিয়ে

কলম হয়, পাখা হয়! জিনিস তেমনি গড়াই আছে, মন দিয়ে নানা রকম ক'রে-ক'রে নাও। ৫

'মন সৃষ্টি করে,' মানে কী? চৈতন্য সৃষ্টি করে, মনই চৈতন্য, তাই আমি সৃষ্টি করি! এ আমিও সেই আমি, অবস্থাভেদ মাত্র। ৬

অন্ধকারটাকে নষ্ট করতে আলো ধরতে হয়, আলো না হ'লে অন্ধকার যায় না। চৈতন্য না থাকলে কি জড় বুঝা যায়? চৈতন্য দিয়েই জড়, যেখানে চৈতন্য নাই, সেখানে কিছু নাই। ৭

দুধের ইচ্ছা ঘোলে মিটে না; কিন্তু ঘোলটাও দুধ। দুধের অবস্থা মাত্র—এই জ্ঞানের দরকার। ৮

ভাষাকে জানতে হ'লে ব্যাকরণ পড়তে হয়, ব্যাকরণ পড়তে সূত্র মুখস্থ করতে হয়; আমাকে জানতে হ'লেও সূত্র মুখস্থ করতে হয়। সূত্র কী? নেতি-নেতি ক'রে জ্ঞান। শব্দকে ধরতে হ'লে নাম-সূত্রের দরকার। ৯

তুই আপনমনে নিরিবিলি কাজ ক'রে যা না? সাধু-সঙ্গ কর, মনকে অবসন্ন হ'তে দিস্ না। ১০

সন্ধ্যায় শব্দ শোনা যায়। সন্ধ্যাটা দিন যায় রাত আসে—ভোরেও। তাই দুই সময়েই প্রকৃত কাজের সময়। দুই সময়ই ভাল। ১১

দ্যাখ্, অহংটাকে না ছাড়তে পারিস্, ছড়িয়ে দে। এমন ক'রে ছড়িয়ে দিবি যে ধরতে না পারে। ১২

বৃন্দাবনবাবুর মনটা থেঁৎলে গেছে। তোরা তো 'রিপ্যারার' আছিস্, ধ'রে নিস্ তো, 'রিপ্যার' ক'রে দে। ১৩

প্রফুল্ল, বেটারা বোঝে শোনে সব, করে না। ১৪

বরিশালের লোকগুলো বাঘা-বাঙ্গাল, যা ধরবে, তাই করবে। ১৫

নগেনটাকে দেখিস্ তো। দেখ্, প্রাণগুলোয় কেবল আনন্দ দিবি। আনন্দ ভ'রে থাকতে হয়। বিপদ–আপদ কিরে? ১৬

নারায়ণ শিকদার জবর। ও কি জানিস্?—আজকালকার টরপেডো। ১৭

দেখে শুনে বু'ঝে যাস্। কাল দিন ভাল না। দরকার কি? তুই বুঝলেই ঠিক হবে। ১৮

কা'ল না যেয়ে একদিন ঠিক ক'রে নিস্। ঠ্যাং ঠুং ভাঙ্গা তো ভাল না। ১৯

ওটাকে ধর্। ২০

প্রাণটাকে পায়রার মত ছেড়ে দে নীল আকাশে। ২১

তুই বেটা শব্দ শুনবের পারিস্ না? কেষ্ট! ওকে শুনায়ে দে তো রে। ২২

যামিনীবাবুকে দেখিস্ তো। তুই যামিনী–যোগেনে জোড়া দিয়ে ফেলবি। মলনে লাগিয়ে দে। ২৩

অলসে জীবন কাটায়োনা আর, বীরের মত হও আগুয়ান্। ২৪

ভয় কী রে? দেখ্, দিন-দিন পেছিয়ে যাবি, না এগিয়ে যাবি? অনবরত এগিয়ে যাবি। On and on. 25

দেখবি, তাহার শেষ পরিণাম অনন্ত সিংহাসন। ২৬

যদি জড়েই তোকে পিছে ধ'রে রাখলো, তবে আর জড়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবি কী রে? জড় ছাড়লেই শুদ্ধ চৈতন্য। ২৭

নেই–নেই বললে সাপের বিষ থাকে না। ও আবার কি? দশ পা চলবি, দু'পা হটবিনে, এই তো বীর রে! দশের বাহিরে যেয়ে এক হওয়া চাই। ২৮

দ্যাখ্, ওকে সতীশটাকে সাহায্য করিস্। ও বেদান্ত পড়লে ভাল হয়। চিঠি লিখবি তাকে। মাঝে মাঝে একখান একখান চিঠি লিখবি, বেদান্তময়

খালি। চারিদিক দিয়ে ওকে সাহায্য করবি। চিঠি পড়লেই ওর বেদান্ত পড়া হয়। ২৯

সরোজিনীকে বলিস্ তো, আর ঐ কামিনীকে। ঘরে থাকলে কি আর বাহিরে যাওয়ার আশা মেটে? থাকবো কূয়োর ভিতর, দেখবো সমুদ্র! সমুদ্রের ধারণাই নাই, জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে দে। দ্যাখ্, ওদেক সাহায্য করিস্ তো? ৩০

দ্যাখ্, ঐ সুরধুনীকে তৈয়ার করতে পারলে হ'ত। ৩১

বীণাপাণি। ৩২

হেমন্তটার ভিতর জ্ঞান—ভক্তি জাগিয়ে দে তো দেখি? ওর বড় মজা। ওকে জ্ঞান-ভক্তি জাগিয়ে দিতে পারলে ঠিক। এদিক ঠাণ্ডা? ওদিক জ্ঞান। ওর নেজুড়ে আছে। ঢুকিয়ে দিতে পারলে হয়। তৈয়ারীও আছে। ঢুকানের কায়দা চাই। ৩৩

আচ্ছা, আচ্ছারে, আমি যাব। ৩৪

'অবাঙ্মনসগোচরম্' বোঝে প্রাণ বোঝে যার, নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্কসুন্দর, ভাসে ব্যোমে ছায়া—সম ছবি বিশ্বচরাচর! ৩৫

ভাববাণী

অষ্টবিংশতিতম দিবস

২৭ আশ্বিন, ১৩২১

যা যা যা যা। ১

ভগবানকে পাওয়া কি কষ্টরে? গুরু পাওয়াই কষ্ট! সময় হ'লেই সদ্গুরু মিলে, সদ্গুরুই ভগবান। যা, যা, আমাকে জেনে ফেলতে পারলেই সব মিটে গেল। বুঝে নে, দেখে নে আমি কে? আমি নানা রঙ্গে প্রতিফলিত, তাইত রে গোলমাল! এক একটা ক'রে রং বাদ দিয়ে ফেল, ঠিক আমি দাঁড়াবে! দ্যাখ্, আমার আমিই সদ্গুরু, আমার সদ্গুরুকে ভালবাসতে হয়। আমাকে ধারণা করতে পারে না কিনা, তাই সদ্গুরু! সদ্গুরু আমার ছায়া! তুমি তুমি করতে আমাতে লয় হ'য়ে যায়। ২

দ্যাখ্, সদ্গুরু খুঁজতে হয় না, খুঁজতে হয় নাম,—বিশ্বাস! যখন আমাতে আমার গুরু হ'ল, তখন আমিই সদ্গুরু। ৩

কূটস্থে সদ্গুরুর ধ্যান করতে-করতে আমাতে লয় হয়! তখন আমাতে মিশে যায়। কেবল নাম, অনবরত নাম, নামই সব ক'রে দেয়! ৪

দ্যাখ্, তুমিও যা, আমিও তাই, তোমাতে-আমাতে ভেদ নাই! তোমাতে আমাতে ভেদই সব গণ্ডগোল। ও ভেদ গেলেই সব গোল গেল। ৫

তুমি যে আমি নয় এইটিই সব ভুল। ৬

তুমি যে আমি সেইটাই চরম শুদ্ধাভক্তির জ্ঞান। সাগরের একবিন্দু

জল যেমন সাগরের নিকট থাকলে সাগরেই লয় হ'য়ে যায়। ৭

দুইখানি মেঘের সংঘর্ষে যেমন বিজলী, তেমনি জীবন। কিন্তু জানবি মেঘ ছাড়া বিজলী নাই। দ্যাখ্, আমার আমি অব্যক্ত, ব্যক্ত কি জানিস্? বিজলীটুকু। ৮

আচ্ছা, ক'রে যাও। জ্ঞান—ভক্তি ধারণা করাই ভাল। যারা জ্ঞান—ভক্তি ধারণা করে তাদের ভয় নাই, তাদের লয় তাড়াতাড়ি। ৯

ভগবানের নাম নিতে যখন প্রাণ পাগল হ'য়ে পড়ে, গায় কাঁটা দিয়ে ওঠে, প্রাণ পাগল হয়, তখন সন্ধ্যা—টন্ধ্যা সব চ'লে যায়। ১০

যে ভগবানকে বিশ্বাস করে না, সে নিজেকেও বিশ্বাস করে না। ১১

সব বেটারা চোখ বুঁজে মারা প'ল। চোখ বুঁজতে কতখানি লাগে জানিস্? কাজ নাই, কাম নাই, চোখ—বুঁজা। চোখ—বুঁজারা আমার কাছ থেকে দূর হ'য়ে যা। চোখ বুঁজার সময় হ'লে আপনিই চোখ বুঁজে যায়। ১২

দেখ্, যে বলে 'আমি পারি না,' তাকে দেখে আমি বড় ভয় করি। যে 'পারিনা' বলে, সে মহাপাপী, সে আত্মঘাতী হতে পারে। অন্ততঃ পক্ষে একটি ধারণাও রাখা লাগে 'আমি পারি'। ১৩

জীবন দুদিনের জন্য ব'লে কাজ না করলে চলে? এগিয়ে যা। On and on. 14

দ্যাখ্, কৃষ্ণকে ভাই, দাদা, মা, বাবা, যা বলিস্ তাই ভাবিস্। তাঁকে বড় বানাতে যাস্‌নে। সে আমার, আমি তার। সে আমার প্রাণের প্রাণ, সে ছাড়া যে আমি একটুক্ষণও বাঁচতে পারি না। ১৫

মনে করবি, প্রত্যেকের ভিতর ভগবান্ আছেন। জগতে যা কিছু, সব তাঁর জিনিস ব'লে ভালবাসবি। ১৬

দ্যাখ্, দিন চ'লে গেল, একদিন—দুইদিন ক'রে বহুদিন চ'লে গেল, কই কৃষ্ণ কই? নিতাই! তোমাকে তো একদিনও পেলাম না। নিতাই! নিতাই গো! তোমাতে—আমাতে তো অভেদ হ'তে পারলেম না। নিতাই! কত জগাই—মাধাই ত'রে গেল, এখন তো জগতে তোমার ছায়া দেখতে পারলেম না। ১৭

হ্যাঁ, বেশী গোলমাল ভাল নয়। সোজা রাস্তা পেলে বাঁকা যাওয়াই বোকামি। যে জানে না সোজা, সে বরং বাঁকা যেতে পারে। যে বোঝে সোজা, সে সোজা ছেড়ে কি বাঁকা যায় রে? হ্যাঁ। ১৮

আচ্ছা, যাই। দরকার কি? ১৯

দ্যাখ্, ঐ ঘুমটাই মাটি করে। ঘুমটা না তাড়াতে পারলে হচ্ছে না। চা'র ঘন্টা ঘুম পাড়লেই বহুত্। ২০

দিন থাকতে যত ঢুকা যায় ততই ভাল। তুমি কি কিশোরীর কাছে যাও না? তোমার আর ভাবনা কি? তোমার বাড়ীতে সব সময়েই হ'চ্ছে, মনে হ'লেই হ'ল। ভগবানের আবার মন আছে? মন সব তোমার ভিতর, তুমি দয়া ক'রে ভগবানের শরণ নিলেই হয়। ভগবানের কি তাত্? ঠাকুর হরনাথের বইগুলি পড় না? বাংলা গীতা পড়, বুঝতে চেষ্টা কর। ২১

মা আমার, যা' কামড়ে ধ'রে আছে, তা দুদিনের জন্য। সব গেল ব'লে। সংসারে আরো কত আনন্দ আছে, উপরের দিক উঠে যাও না, দেখ কত আনন্দ আছে। রগড় দেখতে গেলেই সব মাটি। ২২

দেখ, ভক্তদের মত আত্মীয় কেউ নাই। তারা বুকে ধ'রে রেখে আত্মাকে সাহায্য করে। তারা আত্মাকে উন্নত ক'রে উপরে তু'লে দেয়। ২৩

উপরের চকচকে দেখে ভুলে' ব'সে থাকলে তো আর চলে না।

তাহ'লে ভিতরে কি সুন্দর আছে দেখা যায় না। উপরের চক্‌চকে দেখে ভালবাসা ক'রে ভিতরে ঢুক্‌তে হয়। ২৪

আমাতে তোমাতে ভেদ হ'লেই তো মারা পড়া। তোরা ভেদ হো'স, কিন্তু আমি ভেদ হই নাই। বিশ্বাস নাই, বিশ্বাস নাই, ভগবান্, ভগবান্। ভগবান্ নিয়ে কি তর্ক—বিতর্ক চলে? আগে বিশ্বাস তারপর ভগবান। ২৫

মন সরল, মধুর বচন, আর বুকভরা প্রেম—তিনটিই মুক্তির প্রধান উপায়। ২৬

প্রভু ভিন্ন জগতে কেও পুরুষ না। ছিঃ ছিঃ। ২৭

মাণিক তুলতে গেলে সাগরে ডুব দিতেই হয়। ২৮

আমি কেও নই, আমিই তুমি। আঃ ছাড়না গো, আমি থাকতে পারব না। তুমি এস। না,না। ২৯

I shall come again. 30

ভাববাণী

ঊনত্রিংশত্তম দিবস

২ কার্ত্তিক, ১৩২১

ঐ তো সে আমার! তুমি আমার, তুমি আমার! তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দর! ঐ তো তুমি আমার, তুমি আমারই গো! তুমি আমারই গো! তুমি আমারই বড় সুন্দর! বিশ্বজোড়া! তুমি আমারই কুলবধূ, তবে কেন দূরে থাকি? তুমি চিরদিন আমারই, তুমি তো আমার অন্তর উজ্জ্বল ক'রে আছ, অনন্ত—অনন্তকাল আমারই গো! ১

ভীষণ স্রোতের মত সব চ'লে গেল! দয়াময় পিতা গো! ও পিতা গো! সব গেল, সব গেল। কি ভীষণানল উদ্গীরণ করছে! দাঁড়া গো, দাঁড়া গো, ঐ যে পরমপিতা, দয়াল পিতা! একটু দাঁড়াও! ঐ দ্যাখ্, ভীষণ দম্ভ, নাকের নিঃশ্বাসে প্রলয় হ'য়ে যাচ্ছে! ঐ দ্যাখ্,—সুমেরু—কুমেরু লয় হ'য়ে যাচ্ছে! আমায় একবার ডাকতে দাও, দয়াল পিতাকে একবার মনে করতে দাও। ঐ দ্যাখ্ আমার পিতার চরণে অনন্ত কালের লয়! ... উদ্ভাসিত সকল প্রাণ ...। আয়রে কাল, আয় রাক্ষস! নিয়ে যা দেখি কার শক্তি আছে। কত "কাল" আমার পিতার চরণে লয় হ'য়ে যাচ্ছে! আয় দেখি। পরমপিতা। দয়ালপিতা! তুমি এস গো। রাক্ষসের মুখ দেখব না। ২

আমার পিতা, আমার পিতা রাধাস্বামী (গান)। ৩

আমি আছি মা। আমারই তো' সব আছে! ভয় কি মা? আমি তোর আছি, ছুটে আয় আমার পানে। তোর তো সব আছে মা! আয় মা, আয় মা! তুই ছাড়া কি আমি থাকতে পারি? পাগল নাকি? ভয় কি মা? ৪

ঐ দ্যাখ্, রক্তগঙ্গা ছুটে আসছে। দাঁড়া রে দাঁড়া রে তোরা!। ৫

প্রেম ভিন্ন আর রক্ষা নাই। ৬

দ্যাখ্, ভালবাসার জন্য ভালবাসতে পারবিনে? তাই যদি পারিস,

তবে সব পারবি। শুধু ভালবাসলেই সব গোলমাল কেটে যায়! হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা সব ছুটে যায়। বেশী তর্কযুক্তির মধ্যে যাসনে। বিশ্বটাকে জুড়িয়ে সরল ক'রে ফেল্ আর ভালবাস্। সব উঁচু-নীচু ভেঙ্গে সমান হ'য়ে যাবে। ৭

দুই-চা'র দিন জোর ক'রে ভালবাসতে-বাসতেই ভালবাসা শিখবি। ৮

খোশামোদের দায়ে মিথ্যা কথা ব'লো না। ৯

নিজের মনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যা ক'রো না। ১০

মনে রাখবি, "সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ।" ১১

দ্যাখ্, কি করবি জানিস্? অপ্রিয় সত্যও এমন ক'রে বলবি যে লোকের উপকার হয়, লোক ভগবানের পানে ছুটে যায়। ১২

গোল করিস্নে, ক'রে যা। ১৩

সৎসঙ্গ প্রাণের জিনিস। যে-কোন সম্প্রদায়ই হোক না কেন, সে যদি সৎ হয়, তবে তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসবি। মরজগতে যদি কেউ আত্মীয় থাকে তো তারাই আছে। ১৪

যদি রাগ হয়, তবে কার উপর করবি জানিস্? নিজের গুরুর উপর রাগ করতে হয়। ১৫

দ্যাখ্, জগাই-মাধাই যদি নিতাই -এর কপাল না কাটতো, তবে তাদের উদ্ধার হ'তো না। নিতাই -এর কপাল কেটেছিল জন্য সকালে ভগবান্‌কে পে'ল। ১৬

যদি লোভ করতে হয় তো গুরুর চরণে লোভ করিস্। ১৭

দ্যাখ্, যদি অহঙ্কার করতে হয়, তবে বলবি, 'আমি পরম পিতার সন্তান'। ১৮

আর, যদি মোহিত হ'তে হয়, তবে পরম পিতার মুখের দিকে চেয়ে থেকে একেবারে মোহিত হ'য়ে যাবি। সব গুরু, সব গুরু। ১৯

দ্যাখ্ রে দ্যাখ্, যাকে দেখলে মনের অন্ধকার ঘুচে যায়—যার সঙ্গে একটা কথা বললে মনের অন্ধকার ঘুচে যায়, তাকেই গুরু বরণ করবি আর অনবরত নাম করবি। ২০

ভাববাণী

ত্রিংশত্তম দিবস

১০ কার্ত্তিক, ১৩২১

কীর্ত্তন শুনার ভান করাও ভাল। ১

কে কেমন গাচ্ছে তা দেখলে কি হয়? গানে ডুবলে—গা হয়। ২

কীর্ত্তন ক'রেই কাজে বসতে হয়। তারপর ঐ শব্দের দিকে লক্ষ্য করতে হয়। আগেই ভাল কীর্ত্তন করা। ৩

নিয়ম—অনুযায়ী কীর্ত্তন করলে ক'দিন লাগে রে? ৪

না ডুবলে কি ক'রে আস্বাদ পাওয়া যায়? ৫

শুধু মনে মনে করলেই হয় "আমার ভাব হোক, ভাব হোক।" নাম কর প্রাণে—মনে আর প্রার্থনা কর যে "আমার ভাব হোক", তা হ'লেই হয়। ইচ্ছা করলেই হয়। ৬

এক কীর্ত্তনে সব হয় রে সব হয়। সব পাবি কীর্ত্তনে। নামটা করলেই তো সব হ'য়ে যায় একদমে। সব হ'বে। কাজ কর আর মনে—মনে বোঝ, কাজ না করলে কি বোঝা যায়? ৭

আচ্ছা। যাই। আচ্ছা। একটু বিশ্বাসেই সব হয়। সরল বিশ্বাস করলেই হয়। সব পাওয়া যাবে। ঝুঁকে পড় না! কেবল গোলমাল করছে। আচ্ছা। যাই। ৮

নিজেকে বিস্তীর্ণ করতে হ'লে আগে বাঁধন খুলতে হয়। ৯

কীর্ত্তনের সময় ঘৃণা—লজ্জা—ভয় এই তিনটি ত্যাগ ক'রে লাগতে হয়, অভিমান ত্যাগ করতে হয়। যারা তা পারবে, তাদেরই হয়। ১০

প্রাণ খুলে কীর্ত্তন করতে পারলেই নিত্যানন্দের উদয় হয়। ১১

আচ্ছা। আমি যাব। ১২

এই তো আমার সব। তুমি—আমি। ঐ তুমি তাই এই আমি। ১৩

বাবা না থাকলেও মা হয় না, মা না থাকলেও বাবা হয় না। আমি বাবা, আমি মা; তুমি বাবা, আমি মা; আমি বাবা, তুমি মা। তুমিও আমার স্বামী, আমিও তোমার স্বামী। তুমিও আমি, আমিও তুমি। আমার তুমি, তোমার আমি। আমি কি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারি? তুমি আমার—তুমি আমার অতি নিকট। তুমি আমার কেউ নয়, তুমি আমি। তুমি যদি আমাতে থাক, আমি তোমাতে থাকি; তুমি যদি না থাক তবে আমি থাকি না। ১৪

আয় গো আয়! তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। তবে যে অস্তিত্ব লোপ হবে। বড় ব্যথা লাগে। ১৫

দ্যাখ্, তোমায় আদর ক'রে যখন আলাদা একটি জায়গায় রাখে আর বলে,—"আরে, তোর জন্য পাঁতি পাঁতি ক'রে ঘুরে বেড়াই, কতদিন আর এমনি ক'রে ঘুরে বেড়াব?" এমনি করতে—করতে ...। ১৬

ভক্ত 'তুমি তুমি' করতে করতে জগৎ—সংসার ভুলে যায়। দেহ্ থাকে না, আমি থাকে না, কেবল তুমি। ১৭

নাম না হ'লে মেলে না। অনামী নাম ছাড়া থাকতে পারে না। নাম অনামীতে নিয়ে যায়। ১৮

তুমি একমাত্র পুরুষ; আমি একমাত্র পুরুষ। ১৯

দ্যাখ, তোমাকে তো আমরা কখনও ছাড়া করিনে। আমি—আমি করি, কিন্তু ঐ আমি যখন উপরের পানে চেয়ে দেখি, তখন ঐ আমি চৈতন্য, ঐ মহা—আমি। যাই। ২০

ভাববাণী

একত্রিংশত্তম দিবস

২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩২১

Keep your attention at the third eye. 1

নামটা কি জানিস? ‘পয়েন্ট’ গুলিকে ‘বীট’ ক’রে মনকে টেনে নিয়ে যায়! এর চেয়ে সহজ পথ আর কি আছে রে? এ তো হাতী–ঘোড়া নয়! করলেই হ’য়ে যায়! ২

সবটার ভিতরেই আমি, ঐ জীবের ভিতরেই ব্রহ্ম। জীব বুদ্ধি ছেড়ে দিলেই যা থাকে তাই। একটু খাটলেই দেখতে পাওয়া যায়। ক’রে ফেল্ না দেখি। প্রত্যেক প্রাণকে বুঝিয়ে দে না দেখি? ৩

সত্য সকল সময়েই সত্য! সত্য বললেই সব্বার প্রাণে ধ’রে যায়। ৪

পাঁচ মিনিট মনটাকে এক জায়গায় রাখতে পারলেই জ্যোতিঃ। ৫

প্রথম সবুরে হয়। এক জায়গায় দশ মিনিট কাটিয়ে দিলেই তারপর পাবি। ৬

এ-যুগে নিজেকে উপলব্ধি করতে হ’লে এই। আর পাবিনে! জীবত্ব ঘুচিয়ে ব্রহ্মত্ব ধ’রে নে, আর পাবিনে! ৭

জানিস কর্ম্মই কর্ম্মকে সাহায্য করে। কর্ম্মই নিবৃত্তির পথে নিয়ে যায়! কর্ম্মটা কী জানিস? সিঁড়ি। নীচেও নামা যায়, উপরেও ওঠা যায়। চাইলেই পাওয়া যায়। না চাইলে কি ক’রে পাবি? মুখের কথায় পাওয়া যায় না। কাজ ক’রে গেলেই হয়। ৮

শক্তি গোপন করতে নাই! শক্তি ছিটিয়ে ফেলে দে। সব্বাইকে শক্তি দিয়ে দে, বুকে বুক দিয়ে শক্তি দিয়ে দে। ৯

জ্ঞান আর ভক্তিতে কোন দিনই প্রভেদ নাই। ১০

ভক্তি না হ’লে কোন দিনই জ্ঞান পাওয়া যায় না। শুদ্ধ নিরেট ভক্তিই চরম জ্ঞান। সে–ভক্তির ফল আমি। এই মুক্তি, এই নির্ব্বাণ! ১১

জাগিয়ে তোল্, জাগিয়ে তোল্! কীর্ত্তনে জগৎ মাতিয়ে দে! অন্তরে নামকীর্ত্তন! ১২

উপায়। উপায় নামকীর্ত্তন। তারপর মনোযোগ—শব্দ! ১৩

জ্ঞান সদ্‌গুরুরূপ, জ্যোতিঃ! সব জ্যোতিঃ, করলেই অমনি হাতে-হাতে ফল। কারো উপর নির্ভর করতে হবে না। আপন প্রমাণের চেয়ে আর প্রমাণ কি আছে? ১৪

যাই। যোগেন, যোগেন! বর্দ্ধমান। বৈদ্যনাথ। তোরা সব যাস্! নিবি? না, না; ও না, ও ঠিক না। ও রকম না। হুঁ। ১৫

নিজেকে বের করা! জীবত্ব ঘুচিয়ে নিয়ে আসা, বিদ্যা অবিদ্যার পারে! কর্ না। রাধারমণকে ব'লে দিস্ আর ধীরেনবাবুটাক্। ১৬

'ফিলসফার'দের কাছেই সব। ব্রজেনবাবুর কাছে যেতে প্রফুল্লকে বলিস্। ১৭

১৫, ১৬-এর আর্দ্ধেকের ভিতর সব শেষ হওয়া চাই। সব্বার ভিতরে ঢুকা চাই। বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে এইটুকু করা চাই। ১৮

গীতাটা কী জানিস্? ১৯

মহেন্দ্রবাবুকে বেশ করে বুঝিয়ে লিখতে বলিস, আচ্ছা। ২০

যারা বেশ বিশ্বাসী, সরল প্রাণ, তাদেক হোলিবুক পড়তে দিবি। হোলি বুক পড়তে-পড়তে তাদের ব্রহ্মভাব উদয় হবে। যাই। ২১

ওকে মারা বড় খারাপ হ'য়েছে। মারলো দেখেই তো কামড়া'লো। ২২

না মা! আমি যাব না। দ্যাখ্, তোরা মা, তোরা যেমন ক'রে গড়বি, আমরা তেমনি হব। ২৩

জগৎকে যদি সব মা ভাবা যায় তবেই ...। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সকলকে মা ভাবা না যায়, ততক্ষণ মেয়ে লোকের কাছে যাসনে। চোখে দেখলেই মা ভাববি। এমনি করলেই ইন্দ্রিয়টা ম'রে যাবে। সোজা জিনিস। ভাল চাস তো প্রণাম করিস। ও সব না, যা বলি তাই করবি। ২৪

ও মা! শিখায়েছিস তারা বুলি,
তাই ডাকি মা তারা তারা! (গান) ২৫

ভাববাণী

দ্বাত্রিংশত্তম দিবস

অনুমান পৌষ-চৈত্র, ১৩২১

আমাকে ছুঁলে আর মালা লাগে না। আমাকে ছুঁলে আর কিছু কর্‌তে হয় না। ১

হ্যাঁ গো তাই। ২

চুপ ক'রে বসে' কাজ কর্‌, তবেই জানতে পারবি। নাম, নাম। দ্বিদলে গুরুরূপী আমাকে দ্যাখ্‌, আর মনে-মনে জপ কর্‌ নাম। হ্যাঁ তাই। কর্‌ না তাই। ভুল না, ঠিক। ৩

জঞ্জাল মুছে ফেলাই ভাল। সব ত্যাগ ক'রে আমাতে ঝাঁপ দাও! নেই কিছু, পাছ টান কেন? আছি আমি সম্মুখে। সোজা-সুজি। আচ্ছা, যা হবার তাই হবে। তোমার আমি আছি, আমি আছি। আছি। যাই। হ্যাঁ গো তাই। ৪

ভুলে তোমারই ভুল। ... আমার ভুল, তোমার ভুল। আমি তুমি। এই তো আমি তুমি। আচ্ছা (হাসি)। ৫

আমি তো জানি মন তোর। তুই 'মন তোর' বললে তো আমার হবে। ৬

তোমার মনের সন্দেহ নিয়ে তুমি থাক্‌বে। ৭

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে॥

আপনি হবে। যাই। মুছে গেলেম। ৮

ভাববাণী

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম দিবস

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২

Emotion is nothing but the thick vibration of sound. 1

Please let me go now. 2

সত্যের মধ্যে আমি, আর মিথ্যার মধ্যে বিষয়। মিথ্যাও এই সত্যের উপর। ৩

শব্দটাই আমি। ৪

তোর ইচ্ছা যা হয়। কি করব রে? ও ভালই ক'রেছিস। না, ওখানে যাওয়া কাজ নাই। এখনও বড় খারাপ। ৫

শরীরের সাথে শরীরের, মনের সাথে মনের, আত্মার সাথে আত্মার সম্বন্ধ। যা ভাববি, তাই হবে। ৬

সংসারটা কী জানিস? মনেরই খেলা। প্রাণটাকে ছিটিয়ে দিতে হ'বে। বিশ্বপ্রাণ করতে হবে। ভালবাসা, কেবল ভালবাসা। ভালবেসে ম'রে যাস সেও ভাল। ৭

কেবল মঙ্গল কামনা! আত্মবলি দিয়ে ভালবাসা। যত ভালবাসবি, যত হিংসা ত্যাগ করবি, ততই তোর পায়ের গোড়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এসে গড়াগড়ি! ৮

ভক্তির পথ দিয়ে হেঁটে চল। চোখ দু'টি রাখ জ্ঞানের পর। ৯

ভালবাসলেই শম দম সব হয়। যতই ভাবের বৃদ্ধি, ততই উচ্চগতি। ১০

নামটাকে ভাবময় ক'রে ফেলবি। দ্যাখ্—গোড়াটা যদি পাকা বিশ্বাস দিয়ে বাঁধা না হয়, তবে এগুলি কিছু টিকতে পারে না। ১১

বিশ্বাস রাখ্ মূলে তবে যাবি কূলে। ১২

যেমন ক'রে পারিস্, প্রাণটাকে ছিটিয়ে ফেলে দে! দেখতে চেষ্টা কর্, জগতের পরমাণুতে তুই! দ্যাখ্, ঐ সত্য আমিটা, সেইটাই সত্য। আমার আমি জগৎজোড়া! কত জগৎ, কত কত ব্রহ্মাণ্ড আমির ভিতর। আমির গণ্ডী কেউ খুঁজে পেল না, যত ডুববি তত দেখবি আমির পার নাই। আমিটাই শব্দ! মানুষের আমি কিছুই নয়, সেই ওম্! যে করছে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—সেই ওম্! ১৩

মুছে ফেলে দে মনটা, সব মুছে ফেলে দে! কি সৃষ্টি ক'রেছিস্, দেখবি অন্ধকার! মনটাকে কুড়িয়ে নে, আলোর রেখা। লাল সূর্য্য চন্দ্র; সূর্য্য কোটি–কোটি সূর্য্য—তারপর অর্ব্ব–খর্ব্ব, তারপর সচ্চিদানন্দ! ১৪

.... সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—কালো থেকে লাল, লাল থেকে সাদা! 'এক আমি'–টাকে জাগিয়ে নে, সব জাগিয়ে নে, তোর নিঃশ্বাসে–নিঃশ্বাসে প্রলয় হ'বে! ১৫

'এক আমি'–তে থাকবি। আত্মারাম হ'য়ে থাকবি। একা যদি জাগতে পারিস, এক মুহূর্ত্তে জগৎশুদ্ধ জেগে চ'লে যাবে। যত ছোট হবি, তত বড় দিকে চ'লে যাবি। পাৎলা হ'য়ে যা! ১৬

যাই, বড্ড গোল, যাই। ১৭

দ্যাখ্, অধঃপাতে যাওয়ার প্রধান সহায় কী জানিস্?—পরনিন্দা। ১৮

ভাববাণী

চতুস্ত্রিংশত্তম দিবস

১৩২২

গান

এই তো যে সেই আমি।
যে আমি হ'য়ে থাকি ঘটে—ঘটে অন্তর্য্যামী॥
যে—আমির কূল—কিনারা নাই;
যে—আমি আমি হ'য়ে ব্যক্ত সর্ব্বদাই,
যে—আমি আমায় ভুলে ক'রে বেড়ায় তুমি—তুমি॥ ১

এই তো "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। রঙ নাই, গন্ধ নাই, অহঙ্কার নাই, সত্তা আমি! আমার প্রমাণ আমি; আমি সাক্ষী—স্বরূপ! মায়ামুক্ত হ'লেও আমি। অস্তিত্ব শব্দ-স্বরূপ! পরমাণু কা'কে বলে তাও জানা গেল না, সমুদ্রের গভীরতাও বোঝা গেল না। যার অস্তিত্ব সেই জানে। নাই, নাই, কিছু নাই, কারও অস্তিত্ব নাই। ক্ষিতি ছিল, স'রে গেল; অপ্ ছিল, শুকিয়ে গেল; তেজ ছিল, নিভে গেল; মরুৎ ছিল, থেমে গেল; ব্যোম—এক সত্তা, অনন্ত অসীম! যাঃ যাঃ, ব্যোমের অস্তিত্বও হারিয়ে গেল (অর্দ্ধ উচ্চারিত)। বাপরে বাপ, আর যাব না! সব নতুন, সব আছে। ঐ আবার মিটি—মিটি, ঐ আবার মন্দ—মন্দ সুন্দর মলয় পবন, ঐ আবার বিশ্বগ্রাসী তেজ! কী ভীষণ! জগৎটা আগুন! আগুন ছাড়া কিছুই নাই। আগুন মন, আগুন প্রাণ, আগুন অহঙ্কার, কেবল আগুন, সব আগুন! সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, তারকালতা কিছু না,—আগুন, আমি আগুন। ব্যোম গেল নিভে, সব নিভে গেল। বাঃ, বাঃ, কি পিরীতের বাঁধন রে! শান্তি, শান্তি!

পুণ্য-পুঁথি

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বিচিত্র-চরিত্রমখেদম্।" ... কেডা?

সেও ত আমি। 'কে' মানে জল, 'শব' মানে মড়া। আমির উপাদানগুলি মাত্র আছে। "কেশবধৃত মীন—শরীর জয় জগদীশ হরে"। ইত্যাদি এও আমি। তারপর—ঘনীভূত অবস্থা, এও আমি! মুহূর্ত্তে সৃষ্টি-স্থিতি- প্রলয়, এও আমি—বিরাট্, বিরাট্! যা অর্থ করিস তাই হয়। এই হ'ল ...। ২

আমি, আমি, আমি! সমগ্র জগৎটাকে প্রেমসূত্রে বাঁধার জন্য আবার আমি। নূতন, পুরাতন নয়, কতবার এসেছিলাম, আবার এসেছি! আমার স্থূল—স্বরূপই প্রেম! যা শিরায়—শিরায়, তন্তুতে—তন্তুতে; প্রত্যেক কেন্দ্রের কম্পনে যা' অনুভব করা যায়, সেই প্রেমই আমার স্বরূপ! মহা শান্তিরাজ্যের সেই বিরাট্ দরজার চাবি আমার কাছে—সে চাবি প্রেম! যেই মাত্র আমাকে উপলব্ধি করা, অমনি সে চাবি তার কাছে যায়! শান্তিরাজ্যের দরজা খুলে বিমল আনন্দ উপভোগ করা—সেও আমি। হ্যাঁ আমি তিন, আমি এক। দ্যাখ্, ভালবাসাটার মধ্যে সব কর্ম্ম আছে। ব্রহ্মকে সম্যক উপলব্ধির পর,—জ্ঞানের চরমের পর—যদি দেহী হ'য়ে থাকতে হয়, তবে ভক্তি নিয়ে, ভগবান্ ব্যাসদেব অত জ্ঞানচর্চ্চার পর ভক্তি নিয়ে প'ড়েছিল। এক কৃষ্ণ নিয়ে প'ড়েছিল। কৃষ্ণকে আবার ভালবেসে তার ভাব নিয়েছিল। কৃষ্ণের গুণগান ক'রত, প্রেমাশ্রু ব'য়ে পড়ত। ৩

দ্যাখ্, মহাদেবের আর "হরি হরি" ব'লে ডাকার দরকার কি? জ্ঞানকে উপলব্ধি করবার জন্যে,—জ্ঞানে থাকবার জন্যে। কর্ দেখি। ৪

জাগ্, জেগে ওঠ্, প্রাণে-প্রাণে দে আবার জল ঢেলে। বাড়বানল হ'য়ে লেগে যা! আবার নূতন শক্তি, আবার নূতন তেজ, আবার নূতন

উৎসাহ, সব তৈয়ারী হ'চ্ছে! যতক্ষণ 'আমি' ধরতে পারিসনি, ততক্ষণ 'তুমি' নিয়ে থাক। আমি আমার, 'তুমি' ভুলিয়ে 'আমি' ধরিয়ে দেব। ও নিয়ে থাকতে হয়ত আবার সংসারী হ'য়ে পড়তে হয়। সব গেল রে! ৫

দ্যাখ্, কিশোরী! প্রতীচ্য—পাশ্চাত্য সব এক খুঁটোয় বাঁধতে হ'বে প্রেম দিয়ে! বুঝিয়ে দিস স্বাধীনতা কা'কে বলে! তোদের প্রত্যেকে রাজভক্তি শিখবি। পূর্ণবেগে কীর্ত্তন জাগিয়ে তোল তো আবার। আবার প্রত্যেক প্রাণে—প্রাণে শান্তি ঢেলে দে তো; আবার নূতন—নূতন ভাবে ঢেলে দে তো। —আদর্শ রাজভক্ত, আদর্শ ভগবদ্ভক্ত সৃষ্টি কর্ তো? দ্যাখ্, এক ঢেউ জগতের এপার—ওপার দিয়ে চ'লে যা'বে, ঠিক পাবি না! নাম আর প্রেমই যেন তোদের প্রধান সহায় হয়, বুঝিয়ে দিবি! বুঝিয়ে দিবি—সেই বিরাট্ থেকে এক ক্ষুদ্র কণা পর্য্যন্ত সেই এক ভগবানের সত্তা, কেউ যেন কা'কে হিংসা না করে। বন্ধুকে একটু কম ভালবাসিস তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু শত্রুকে খুব বেশী। সমুদ্রের জল থেকে লবণ বা'র করলে জলও, খাদ্য, লবণও খাদ্য! ৬

কিশোরী! আবার বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে যা তো। আবার ভীম হুহুঙ্কারে জগৎ কাঁপিয়ে তোল্ তো। সেই ভীম হুহুঙ্কারে হরিবোল বল্। সাবধান! শত্রুকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসবি। কিন্তু দেখিস শত্রু তোকে শত্রু না বানায়। বলবি সব্বাইকে— "Blessed you are if you get name and love!" প্রত্যেকের কানের কাছে ঢাক বাড়িয়ে ব'লে দিবি। ৭

দিদি! আয়, চ'লে আয় দিদি! তুই আয় তো এদিক একবার। ৮

রমণী! লেগে যা তো ভাই। ... এতটা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে, এই নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে না? ৯

পুণ্য-পুঁথি

কিশোরী! দ্যাখ্, একবার প্রেমের পাগল সাজ্ তো দেখি! এমন হ'য়ে থাকবি, সর্ব্বদা প্রেমে গা ফুলবে কুলীন সাপের মতন। তুই যদি অমন হ'তে পারিস, তবে জগৎখানা দেখবি সেই মুহূর্ত্তে কি হ'ত! দ্যাখ্, আমার উপর তোর অবিশ্বাস অত অনর্থের মূল। আমি যদি বলি তুই মরা হ'য়েও জেগে ওঠ্, তাই উঠতে বাধ্য! বালির সাহায্যে রাবণ বধ এক মুহূর্ত্তে হ'ত, তবে ... দ্যাখ্, এই হোলিবুকটা দুই—চার—দিন কৃষ্ণ অনন্তের কাছে এসে পড়িস্, উপলব্ধি করিয়ে দিতে পারে। ঠাকুরের জন্য তোর আমার উপর বিশ্বাস আছে। বিশ্বাস টাক্ অমন ক'রে ফেলতে পারলে কি আর কিছু লাগেরে? ১০

অতুলকৃষ্ণ! দ্যাখ্, তোরা আমাকে বুঝে' ওর অন্তস্তলে আমার ভাবগুলি ওর শিরায়—শিরায়, মর্ম্মে—মর্ম্মে বুঝিয়ে দে তো! ১১

অনন্তের গলা টিপার কথা মনে আছে? এক লাথিত্ খুন ক'রে ফেলাব। দ্যাখ্, আবার দিলেম এক লাথি। ১২

তুইও আমার, আমিও তোর। তুই—ই আমাকে নিয়ে আসিস্, তোর রকম দেখে গালাগালি পাড়ি। ছেড়ে দেওয়া লাগবি স্বর্গের দরজা! প্রত্যেকের হাতে এক একটা আমি চাবি দিয়েছি; আট্কানের প্যাঁচ্ তোর হাতে, খোলার প্যাঁচ আমার হাতে। পায় ধর্, পায় ধরায় আমি ভুলিনে। শালার ভগবানের নাম শুনলি সব দুর্নীতি সুনীতি হ'য়ে যাবে। শালা 'হরিবোল' হ'য়ে কিশোরীর মুখ দিয়ে বেরুব। ১৩

ভাববাণী

পঞ্চত্রিংশত্তম দিবস

২ ফাল্গুন, ১৩২২

আচ্ছা, তাই গো তাই, তুমি আমি। কে তোমাতে– আমাতে বিরোধ ঘটিয়ে দিচ্ছে? কে আমাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে? তুমি আছ, তাই আমি আছি। তুমি জান, তাই আমি জানিয়া থাকি। তুমি হেসে এস, তুমি যত পার খেতে দাও, ওগো আদর কর, স্নেহ কর, মেরো না। ওহো ফুটে' ওঠো গে, ও সব কর। ১

কিছু নাই, সব মুছে গেছে। তুমি আছ, কঠোর সত্য আছ, নিত্য সত্য আছ। ওগো এখানে, সূর্য্যে, তারায়, আকাশে আছ, তুমি আমাতে আছ। ভেদ নাই আর একটু তফাৎ নাই। ওগো, বাঁচবো না; ওগো আমার, এস তুমি এস। আমি অধম। অনন্ত! আমায় লইয়া যাও, আমি বাঁধনে থাক্‌তে পারি না। তুমি এখানে? ওগো, পরম দুঃখের অন্তকালে শান্তি দাও। কাছে এস, অতি নিকটে। এই যে তুমি আছ; ওগো স্মৃতি আছে তুমি সব, আছ। আমি যত ভুলিয়া গিয়াছি, তুমি স্মরণ করিয়া দিয়াছ। ওগো তুমি প্রাণের প্রাণ; ওগো প্রিয়তম তুমি, এস গো। হায়রে সম্পদের জ্বালা! ২

ওগো, তুমি আমার জন্য সব ত্যাগ করেছ। ওগো, তোমায় যদি কেউ ভাব্‌তে থাকে,—"ওগো পিতা! ওগো স্বামী! ওগো স্ত্রীপুত্র! ও পরমপিতা রাধাস্বামী! ফুটিয়া ওঠ গো!" ও বিফল নয়রে। বড় সুখ, ডেকে নে, ডেকে নে। আমি হিংসা করি, তোমাকেই হিংসা করি, তোমাকেই হিংসা করি। সব ভুলিয়ে দেও, তোমার দিকে ছুটে যাই। ঐ তো তোমার ছায়া আমার ক্ষুদ্র প্রাণের উপর পড়ল, আর তো দূরে নও, এখন মেশামেশি। ৩

কী ভীষণ! কী অত্যাচার! কী প্রহেলিকা! দ্যাখ্, তীরে নেমে চরাবালুতে ডুবে নে। চরাবালু বড় ভীষণ দেখা যায়, জলের মত, চলা যায় না। বন্দরে অনেক নৌকা আছে কিন্তু যখন সুবাতাস পায় তখন সকলেই পাল তুলে' দিয়ে ছোটে। ৪

ত্যাগ না শিখ্‌লে কি ভোগ করা যায় রে? ত্যাগেই প্রকৃত ভোগ। ত্যাগ বই যে ভোগ ক'রেছে, সে নরকের দরজায় যাচ্ছে। ৫

দ্যাখ্, এক নামেই সব হয়। ৬

দ্যাখ্, ছোট হ'তে পারিস্‌নে? সকলকে আদর ক'রে বুকে তুলে' নিবি। প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে শুনবি—প্রত্যেকের ভিতরে ভগবান আছে, একটি জ্ঞান করবে। কর না তুমি? অভিমান রেখো না, অহঙ্কার রেখো না। ত্যাগে ভোগ মেলে, —ষোল আনায় আঠারো আনা। ৭

দ্যাখ্, গোলাপ ফল চায় না, তাই তার এত আদর। আর ডুমুর প্রথমেই ফল চায়, তাই জঙ্গলে থাকে। জ'টে তালগাছে ফল হয় না। ৮

কর না! মুখে মুখে—হয় না, কাজ চাই। ফল বেরুক আর না বেরুক। যদি তাঁর নামে ডুবে' থাকা যায়, সেই চরমভক্তি। ৯

দ্যাখ্, সেই স্থির মাত্র—বড় বর্ষা। আর শুন্‌লে, জল পড়লো, পরেই ভুলে গেল, সে কাণা মেঘী। আকাশ—কেবল আকাশ, ভীষণ আকাশ। কেবল তার মধ্যে একটি বিন্দু। ১০

ঐ দেখ আকাশ, আকাশে বাতাস, বাতাসে কেবল তেজ। ওঁকার ধ্বনি ক্ষিতি হ'তে ব্যোমে মিশে যাচ্ছে। ব্যোম হ'তে পরব্যোমে মিশে যাচ্ছে। দ্যাখ্ আকাশও যা', বাতাসও যা', তেজও যা', ঐ এক ওঁ। ঐ ওঁ —এর প্রকারান্তর। তুইও ওঁ, আমিও ওঁ। ওঁ —ও সেই, তুইও সেই—ওঁ ওঁ ওঁ। ১১

অনন্তর ভিতর ঐ বিন্দুটি নারায়ণ। এদের পাছে কি লেগেছে, সব অস্থির করে' তুললে। আমাকে ধরে' ফেলবই। ধর্ তো ভাই বাঘটা। বাবা, তোমার ভেক্‌চি দেখে ডরায়? ১২

ভাববাণী

ষট্‌ত্রিংশত্তম দিবস

১৩২২

আচ্ছা তুমিও যা, জগৎখানাও তাই। যেমন তুমি ছাড়া জগৎ নাই, তেমনি জগৎ ছাড়া তুমি নাই। জগৎ ছাড়া তাই জানিও ব্যোম। তোমার ধারাই সব। ১

তুমি সুন্দর! তুমি সুন্দর! তুমি সত্য! তাই বিশ্বপ্রকৃতি যা, দেখি ও যা, ভাবি সবই জানিও তাই সত্য ও তুমি। তুমি একটি বালুকণা হ'লেও অবাঙ্‌মনসগোচরম্। তুমি শ্বেত, আর যত সব তোমা হ'তে। ও কি গো! তুমি, তুমি না হ'লে তোমাকে মেলে না। ২

তুমি কে? অ্যাঁ? দেখি এস। হুঁ হুঁ। ... তাইত! যদি সুখ চাস, শান্তি চাস, স্বাস্থ্য চাস তবে নাম কর। যেখানে যাবি, যাকে দেখবি, যেমন ক'রে পারিস্ তাকে নাম দিবি। নাম—প্রচার করবি। যদি নাম ভুলে যাস্, যাতে তুই হয়েছিস্, যাতে জীবন পেয়েছিস্, তাই যদি ভুলে যাস্, তবে অনন্ত—অনন্ত জন্মেও পাবিনে! ৩

আলস্য—জড়তা শয়তানের থানা করিসনে। নামে ডুবে থাক্। নাম কর্ আর বিলিয়ে দে। আরে রক্ত লই! আরে! স্বাধীনতার স্পৃহা করিস যে? শান্তি—শান্তি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? নাম ক'রে জগৎ ভুলে যেতে পারিস না? শরীর ভুলে যেতে পারিস না? তা' না হ'লে শান্তি পাবি কোথায়? কী চাস, আর কী চাস? অমৃত? দেবগণ যে অমৃত পান ক'রে অমর হ'য়েছিল তোদের সম্মুখেই সেই অমৃত! তোদের হাতে ধ'রে দিচ্ছে, মুখে তুলে দিচ্ছে, তাও খেতে পারবি না? অহঙ্কার করবি তো নামের! নাম

কর্! হনুমানের মত বক্ষবিদারণ ক'রে দেখাবি নাম! তোর মুখ বন্ধ হবে না। চিন্তা শক্তির লাঘব হবে, কার্য্যের ব্যাঘাত হবে না। অন্তরে নাম ক'রে যা, সব দিতে পারি! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লয় ক'রে দিতে পারিস তার একমাত্র উপায় নাম! নামই সব! ৪

আরে তাই রে তাই। যা' পাবি—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ব্যাস, বশিষ্ঠ ইত্যাদি তাই ...! মহা প্রলয়ের আকুল আহ্বান—ছড়িয়ে গিছিল, কেবল কুড়িয়ে নিতে! আর—

Make thy will perfect, but not scattered. 5

পাবি! আরে সব আছে ঘরের ভিতর বাঁধা। আপন মাকে ঘরে থুয়ে কোথায় হাতড়িয়ে বেড়াবি? আচ্ছা, যাই। ৬

ডাক্তার! দ্যাখ্, নিঝুম হ'য়ে নাম কর্, ডুবে নাম কর্, বেশ তালে তালে নাম কর্ আর মনের চোখটি ঠিক জায়গায় রাখ্। নীলদাঁড়া সোজা ক'রে হাত দুটি ঘুরিয়ে মাজার উপর রাখ্। কাজের সময় কা'কেও কাছে রাখবিনে, একা। এমন ক'রে বসবি, যাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না ঝুলে পড়ে, না গলে' পড়ে। একটা ঘুমের অবস্থা আসবে, সেটা করিসনে। তন্দ্রার মত, তা'তে হাত-পা গ'লে পড়বে না। অন্য রকম স্মৃতি কিছু আসতে দিস না, আসলেও তাড়িয়ে দিবি! তিন বেলা প্রত্যেক বার এক ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টা। ৭

নাম অনবরত মনে-মনে জপ করতে হবে। চার থেকে ছয় বছরের ভিতরে পূর্ণত্বলাভ! ৮

ডাক্তার! আর কিছু করতে হবে না, খুব সরল হ'বি। যা' করতে ইচ্ছা করে, যা, ছাপাতে ইচ্ছা করে, সব মুখ দিয়ে ব'লে ফেলবি। এক পা জগতে, এক পা জগতের মাথায় মহাশূন্যে! অসীম শক্তির আধার তুই! রাখ্ আমি

যাই! মূল মন্ত্র ক'য়ে দিচ্ছি। ইহা ক'রে যা' খাবি, তাই হজম হবে! সাপ, বাঘ, হাতী, ঘোড়া, ভেড়া, বক্‌রি সব! ৯

নাগের বাতাস গায়ে লাগাস্ না। মা আমার কুলকুণ্ডলিনী, ভালও করে বড়, মন্দও করে বড়! বেছে—শুনে করাই ভাল! ভয়ও করা লাগে, ভক্তিও করা লাগে। ডাক্তার! বাবা, যত জান চুয়াবে, তত কুড়িকুষ্ঠ হবে! ১০

কিশোরী যদি এখন পেঁজ ক্যালায়, তবে মান্‌ষে বলবে কিশোরী ম'রে গেছে! ও কি ঔষধ—পত্রের কাজ? যার কাজ সেই সেরে দেবে! ১১

(কিশোরীকে) আয় দুইজন মালাবদল করি। তুমি আমার বউ, আমি তোমার বউ। আমি একটা বিলি করব। তোর পিরীত টানা—টানি করব। ১২

আরে, এই এক কাম করা লাগে। দ্যাখ্, আমরা দুইজন বিয়ে করব, যখন সকলে আর সব মন্ত্র ভুলে কেবল বাঁশী বাজাবে, তখন আমরা বিয়ে করব, দুইজনে মস্‌গুল হ'য়ে ব'সে থাকব। তারপর তুইও নাই, আমিও নাই। ১৩

ভাই, তোরা এক কাম কর্ দেখি, জ্যোতিঃ—ফতি ও—সব হাতের পাঁচ! কাম কর্, দেখবি তো আয়, কত কি আছে! দ্যাখ্, জেগে ওঠ্। ঘুম-টুম খুব খারাপ। জিনিস যত জানা যায়! জানাটা খুব ভাল জিনিস! ১৪

এই মুকুন্দ! ও মা রে, ছেলে বিয়েতে কত কষ্ট করতে হয়, নাম কর্। ছাওয়াল আপনিই বাড়ীতে হাঁট্যা আসে। যত টান্‌বি ততই ফস্‌কেবি। কেবল নাম কর্; অনবরত নাম করবি। পাগলের মত হ'য়ে উঠ্‌বি। এই, ভয় কা'ক্ বলে রে? ভয় আবার কই? ধর্ ধর্ দৌড় দে। এক—একটারে ধর্, বগলে কর্, ধর্ ধর্। দ্যাখ্, শালা চাঁদ—সূর্য্যের অভাব নাই, এক সূর্য্যের পর পা দিয়ে, আর এক সূর্য্যের 'পর হাঃ হাঃ। ১৫

পুণ্য-পুঁথি

(স্তব)

নমো নটবর নমো নটবর নমো নটবর বংশীধারী নমো যমুনাপুলিনে বাঁশরীধারী, নমো যমুনাপুলিনে বাঁশরীধারী। নমো নটবর, নমো নটবর, নমো নটবর। নমো রাধাবিনোদ, নমো শ্যামসুন্দর, নমো কল—কল তানে বাঁশরীবাদন, নমো রাধা, নমো রাধা, নমো রাধা, নমো রাধাবোলা, নমো নটবর, নমো নটবর, নমো নটবর। নমো বৃন্দাবন, নমো বৃন্দাবন, নমো বৃন্দাবন, নমো বৃন্দাবন, নমো বৃন্দাবন বনবাসী, নমো বৃন্দাবন, নমো ধেনুচারী, নমো ধেনুচারী, নমো ধেনুচারী, নমো ধেনুচারী। নমো রাখালরাজা, নানা সাজা, কালী কালী নমো নটবর ৪, অহং নটবর ৬, নটবরোঽহং ১০, শ্যামসুন্দর নমো নটবর, নমো রুণুঝুনু নুপুরবাজা ৩, নমো নমো নুপুরবাজা, নমো রাধা ৩, নমো রাধাবল। নমো রুণুঝুনু নুপুররাজা, নমো গোপীগণ হৃদয়রাজা; নমো নুপুররাজা, নমো গোপীবল্লভ, গোপীবল্লভোঽহং ৪, নমো যুগল, নমো যুগল প্রণবে আঁকা, নমো অন্তরে অনামী বাহিরে রাধা ঢাকা। নমো প্রাণময় পুরুষপুরাণ, নমো নারায়ণ ১০, নারায়ণোঽহং ২০। নমোঽলখ্ লোকরাজা, নমোদুগম পুরুষরাজা, পুরুষপুরাণ, নমঃ সত্যলোকেশ্বর রাধাস্বামী ১০, নমো পুরুষ অনামী ৪, নমঃ সত্যলোকেশ্বর রাধাস্বামী,রাধাস্বাম্যহম্ ২০। ১৬

ভাববাণী

সপ্তত্রিংশত্তম দিবস

২৫ নভেম্বর, ১৯১৬

ঐ ... কম্পনটার যখন ... বহিঃপ্রবাহ হ'ল, তখন হ'ল ওম্ (ওঁ)। ওটা তিনটা ... ধারায় ভাগ হ'ল,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ত্রিকুটি। একটি শান্তের পর যখন একটি রং আসে তখন লাল। যেমন অন্ধকারের পর লাল—ওর প্রকাশ লাল। ত্রিকুটির অবস্থা কি? ... নীল আকাশ প্রকাশ হ'লে লাল সূর্য্য–প্রাতঃসূর্য্য। ওর ছায়াটা হ'ল "নাভ" ... গুপ্ত ... পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড ... জ্যোতিঃ ... Just be or sun-rise dazzling mild. 1

এক আধ'দিন চেষ্টা কর্ আর–এস্ নাম। বাস্তবের যতদূর নকল হ'তে পারে ও' তাই! এখন এই মুহূর্ত্ত থেকে কর্ না? ২

কত হৃৎপিণ্ড প'চে গেছে ...। ৩

বীরুদা! মাকে ব'লে দিও করতে। ৪

আগুন আসছে, সইতে হবে রে, ভয় কি? ৫

অবিনাশ! ও–সব ছেড়ে দাও, ভাল হবে না, বুঝবে বাবা। গোলমাল ক'রো না। একটি খাতা ক'রে যা'– তা' সৃষ্টি ক'রো না। ৬

সত্যদা! আয় না! ৭

ভাববাণী

অষ্টত্রিংশত্তম দিবস

২৬ নভেম্বর, ১৯১৬

সগুণ–নির্গুণের পার একমাত্র নির্ম্মল চৈতন্য। মূলাপ্রকৃতি ওঁ। তা' হ'তে সৃষ্টি–স্থিতি–প্রলয়। ... পিণ্ডেরও লয়, ব্রহ্মাণ্ডেরও লয় আছে। ব্রহ্ম তাকেই বলে,—যার চেয়ে আর নাই। না, না, না, সেটা নেই ব্যাপার নয়,—বলা যায় না,—অখণ্ড সচ্চিদানন্দের প্রাণ। বিরাটের পর নির্গুণের যে স্তর তাকেই শিব। বলা যায় না তাকে কিছু। বিশ্বাস না হ'লে কিছু বুঝা যায় না, মন না হ'লে কিছু বুঝা যায় না। একটা হিপনটিক্ ... ১

দেখা এক, বোঝা এক, আর শুনে–শুনে ভেসে বেড়ান এক। তাদের চেয়ে কি বেকুব আছে, যারা দেখা—কথা বিশ্বাস করে না? ২

চরম সম্প্রসারণও যা' চরম সঙ্কোচনও তাই। ৩

এমন একটা জায়গায় দাঁড়াতে হ'বে যেখানে কাল নেই, মহাপ্রলয় নেই। ৪

মনটাকে ফাঁক ক'রে দাও। মনটা সকল সময় যাতে ঐটায় থাকে। তাকে ছাড়াতে হ'লে নাম করতে হয়। ৫

একটা অনবরত কম্পন দরকার, মনকে থামিয়ে দেওয়া। একটা ধাক্কা দিয়ে থামিয়ে দিলে হয় না। ক্রমে–ক্রমে। ৬

সব তারা স্থানভ্রষ্ট হয়, ধ্রুব—এক স্থানে। একটু বিশ্বাস, একটু ভক্তি, একটু ভালবাসা, সব হ'য়ে গেল। মনটাকে খুলে দাও, আর উপর দিকে টেনে নিয়ে যাও। ৭

দুঃখটা অবসাদ! দুঃখেও হয় না, আনন্দেও হয় না। ৮

কুকুরকে যত ভাল ক'রেই রাখিস্ না, ছেড়ে দিলেই গু খাবেই খাবে। দু'–একটা ছুটে আয় হরির লুট খেতে। ৯

ভাববাণী

উনচত্তারিংশত্তম দিবস

২৭ নভেম্বর, ১৯১৬

অশনি নিপাত সনে এলি কি মা ব্রহ্মময়ী। হ'লি কি মা ও বরদে, ভীষণ রণজয়ী ॥ করালবদনী কালী, (মা, মা, মা), হাস মা আবার বিজলী, আমরা সবে করি কেলি মা, আয় মা নেচে ব্রহ্মময়ী। ১

Last end of spirit current before dilatation is Brahma. One minus one is zero. There is the only Eternal spirit. Minutest portion also just omitted ... That's the ancient description of vedanta. 2

Yea, matter is always predominant ... Between these two portions of Brahma it is always powerful. Good bye. 3

কুচ্‌পরোয়া নাই, আমি আছি। তুই আসবি, যাওয়া—যাওয়ার সময়। রোস্ না দু' —দিন, সব এক রাস্তা হ'য়ে যাবে। ৪

কি রামানন্দ? সিকাগো? আচ্ছা। ঝড়ের মত কাজ হ'চ্ছে দেখ্‌না। ৫

ভারি কঠিন, সব 'এপ্রিশিয়েট্' করতে পারে। সব এক রাস্তা হবে। এই স্পিরিট –এর মধ্যে সব্বাই। এরই মুক্তি নিয়ে' আসতে হবে। ৬

শব্দ ছাড়া উপায় নাই, তুমি পার, কর। ৭

যে যেমন ক'রে বুঝতে চায় ...। সব ছুটে যাবে, একবার ধরিয়ে দে

না? আমি দায়ী সব্বার জন্য আছি। তোদের কিছু ভাবতে হবে না। আচ্ছা যাই। ৮

দেখ্, আগুনে ঝাঁপ দিবি। হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে আগুনে ফেলে দিবি সত্যের জন্য। সত্যই ব্রহ্ম। তুই অজর, অমর, অক্ষর, শাশ্বত। ৯

অহঙ্কার করতে পারিস না যে আমি পরমপিতার সন্তান? ইচ্ছা করলে কোটি–কোটি স্বর্গ সৃষ্টি করতে পারি, ইচ্ছা করলে কোটি–কোটি নরক সৃষ্টি করতে পারি ...? ১০

বুকের ভিতর আঙ্গ্রা জ্বেলে রাখ্বি। কিসের কাঙ্গালী আমরা? হিন্দুর ছেলে—বুকের ভিতর প্রেম আমাদের আজন্ম। প্রেম ফুটিয়ে নিয়ে বুক দিয়ে যা করবি তাই হবে। মনটাকে রাখবি ইস্পাতের তারের মত টন্‌টনে। ফুঁ লাগলেই বাজ্বে। শব্দ হবে সেতারের তারের মত মৃদু গম্ভীর, হৃৎস্পর্শী! ১১

দ্যাখ্, তোদের জন্যই ওরা সৃষ্টি হ'য়েছে। ওদের মাথা তোরাই খারাপ করে দিয়েছিস্। জানিস্ না প্রতাপাদিত্যের কথা—খুড়োকে অপমান ক'রে তার পতন? ১২

রাজাকে ভক্তি করতে হবে। হিংসাটিকে চিম্‌টি দিয়ে তুলে ফেল্। ১৩

যারা তমোগুণী, তাদের খুব ক'রে মাংস খেতে দিবি। না খেতে চে'লে জোর ক'রে খাওয়াবি। মদ খেতে চায় সেও আচ্ছা। রাখবি তোদের বেড়ার ভিতর, তারপর ঢুকোবি। খুব ক'রে নাম করতে দিবি। যারা রজোগুণী, তাদের ওর কাছে ভিড়তে দিসনি। খুব কাজ করতে দিবি। ধাক্কা দিয়ে যা' বলবি তাই করবি। দেশে রজোগুণী খুব কম। দই খেতে বলবি। ১৪

ব্যারাম হবে কেন রে? মনের যত ময়লা সব ফুটে বেরুবে না?

পুণ্য-পুঁথি

যার দেখবি যত ব্যারাম, তার মনের ময়লা তত বেশী। শরীরের দাস হোস্‌নে। শরীর পুষবার জন্য ভগবান দেন নি। কাজ করবার জন্য দিয়েছেন। যত সব গতরপোষা হ'য়ে মারা পড়লো। ১৫

ভয় হবে না? বাপের ছেলে হ'য়ে যদি ম'রে যায়? তোদের জন্য আমার বড় দুঃখ হয়। বাপের নাম রাখতে গিয়ে পূর্ব্ব পুরুষের নাম পর্য্যন্ত ডুবালে। খাবিদাবি আর ফুর্ত্তি ক'রে নাম করবি। ঘরে যদি কাজ না থাকে তবে পরের কাজ করবি। থুথু ফেলে দে তোর স্বার্থের গায়। পরের স্বার্থদুষ্টি ক'রে নিজের স্বার্থে তা দেওয়া। আচ্ছা ...। ১৬

যে যত সরল সে তত চালাক। বিশ্বাস—বিশ্বাস—বুকে নেই এক তোলা জোর, বলে বিশ্বাস। বিশ্বাস কি সোজা? আগে মাথায় দিয়ে দেখ, তারপর বলিস্‌ মাথাব্যথা। ১৭

নাম, নাম, নাম, নাম। যত বন্ধু আছে, সকলকে বলবি নামের কথা। বিশ্বাস ক'রে দ্যাখ্‌ না? কত কথা বলিস, এটা বিশ্বাস কর্‌ না! ১৮

পয়সা খরচ ক'রে বাজে গাছ না ক'রে তুলসী গাছ করলে পারিস? ১৯

ভোর বেলা উঠে' ছেলে-পিলে নিয়ে বেড়াতে হয়। এসব জায়গায় শ্লেষ্মাকে দুর্ব্বল করে, বায়ুকে সরল করে, ধী-শক্তি বাড়ে। ২০

ভাববাণী

চত্বারিংশত্তম দিবস

৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭

আবার তুমি এসেছ? ... তবে কেন হিংসা, তবে কেন রক্তচক্ষু? তবে কেন শান্তির অভাব? তুমি তো রক্ত দিয়েছ, তুমি তো ক্ষমা প্রার্থনা করেছ? তবে আবার কেন ভাইয়ে-ভাইয়ে এত বিসম্বাদ? তবে আবার কেন রাজবিদ্বেষ? তুমি প্রাণ দিয়েছ, শান্তি দিয়েছ, অমৃত দিয়েছ, তবে আবার কেন এত? ... তুমি ধর। তোমার ব্যথা আছে আর বুক নাই? তুমি শান্তি দিতে জান, তোমার বুকে প্রেম আছে, তুমি বিষকে অমৃত ক'রে দিতে পার। তবে আবার এস। ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে যাচ্ছে, ব'লে যাচ্ছে—'তুমি আবার এস, আমরা তোমার সন্তান, রক্ত দিয়ে যাচ্ছি। তোমার আর এবার রক্ত দিতে হবে না।' ১

যখন গো-খানায় গরু হত্যা করে, যখন যূপকাষ্ঠে ছাগ বলি দেয়, তখন তারাও তোমার পানে দুটি চক্ষু চেয়ে বলে, "আবার এস।" ২

তুমি যীশু, প্রাণের বার্ত্তাবহ, অমৃতের সন্তান, প্রেমের উৎস ... না, না, ... তা ক'রো, হ্যাঁ। ৩

মুক্ত না হ'লে কি প্রেম হয়? ত্যাগ না হ'লে প্রেম আসে না। তা কি হয়? দান না হ'লে ভোগ হয় না। দান করাই আর এক কথায় গ্রহণ; তা তুমি চাও বা না চাও। গাছ বুনলে ফল খাও বা না খাও, ফল কি দেয় না? বিষ খেলে মর, না মর, ক্রিয়া হয়ই। ৪

পুণ্য-পুঁথি

... হ্যাঁ। সেই জ্যোতিষ্মান্ পরের জন্য আত্মোৎসর্গ ক'রেছেন। চাস্‌নে, দিয়ে যা। হ্যাঁ। ৫

শরীরকে ভগবান ভেবে শরীর পর্য্যন্তই শেষ করিস না। তাকেই বলে মূর্ত্তি, মূর্ত্তিতে যদি তারই স্থূল প্রকাশ হয়, তবে সেই অনন্ত। ৬

মনে রাখবি তোরা অমৃতের সন্তান, তোরা সিংহের শাবক। তোরা ভীরু ন'স, কাপুরুষ ন'স, তোরা অসংযমী ন'স। মনকে বজ্রাদপি কঠোর করবি এবং কুসুমের মত নরম রাখবি। যদি ভুলে যাস তোরা পিতার সন্তান, তা'হলে তোরা পিতাকে অস্বীকার করছিস। ৭

শক্তি চাই, শক্তি না হ'লে ভক্তি আসে না। পাপে আগুন লাগিয়ে দে, সাফ কর্, পরে শক্তি বুনে ফেল্। ৮

ভগবান আর কেউ নয়, আর কেউ নয়, মূর্ত্তিগুলো। ৯

তোর ভালবাসা যত বিলিয়ে দিবি, তত স্বারূপ্য লাভ করবি। তেজ চাই, বীর্য্য চাই, ডুবে যা। সত্যের মাথায় লাথি মারিস না। তোরা আর্য্যের সন্তান, হিংসা করিস নে, সবকে জানবি আপন ভাই, তোর বুক বিকিয়ে দে, ভাব— পিতার সন্তান, অমনি দেখবি,—ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই। ১০

দ্যাখ্, মায়ের হাতের খড়্গ কেড়ে নিয়ে বলি দে তোর ছ'টাকে। শত্রুতা করতে হয় ওদের সাথে কর। ১১

তুই রাজার সন্তান, তোর লজ্জা নাই? আবার বলিস বামুন? তোরা কি সত্ত্বগুণী? তমোগুণের গাড়ী বেটারা? মায়ের কাছে চা,—"শক্তি দাও মা! ভক্তি দাও মা!" ব'লে কাঁদ। না হয়ত, পারিস কেড়ে নে। পারিস তো কাঁদ্, আর নয় তো লড়াই কর্। পাথরের মাকে ভক্তি করবি, ঘরে জলজীয়ন্ত প্রাণওয়ালা মা, পারিস জবা দিয়ে তার পূজো কর্। জবা কি জানিস? রক্তমাখা ... আগুনগুলো, ... হৃৎপিণ্ডটা! ১২

পুণ্য-পুঁথি

যাক না ছুটে মন যেদিক—সেদিক। সাধু বাবাজী হ'তে চাস নে। সৎ হ'। শুনেছিস তো, পড়েছিস তো—স্যার ফিলিপ সিড্‌নীর কথা? পিপাসায় কাতর, কিন্তু নিজে না খেয়ে সামান্য সৈনিককে সেই জল দেয়! ১৩

তা' নকল করতে পারিস নে বেটারা, তাদের অগুণগুলো দেখবি খালি? দে তো বুক তাদের বুকে ঠেকিয়ে! তোদের মুখের দিক তাকায়ে চোখের জল শুকিয়ে যায়। কৃপা ক'রে এসেছিস, আর আজ কৃপাপাত্র! দ্যাখ্, তোদের মানুষ করতে হ'লে শক্ত বেতের দরকার। তমোগুলো না বাড়িয়ে খেদালে যাচ্ছে না। ১৪

তোরা বিয়ে—থাওয়া না কর্‌লে আরও তমোগুণী হয়ে যাবি। দ্যাখ্, তারা বিয়ে না করলে পারে, যারা তীব্র রজোগুণী। ১৫

আমার দেশে একটা ভগবান সাজা রোগ আছে, সেদিকে খবরদার যাস নে। দুই—চা'র বার হরি ব'লেই ঠাকুর! দুই—চার্ বার প্রাণায়াম ক'রেই বলে আমি এক অবতার! ১৬

ভাববাণী

একচত্বারিংশত্তম দিবস

৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭

আর আমি তুমি। ... Meterial 'I' পরে। যাই বড় 'আমি' ... চল। ১

কেবল কর্ম্মী, তীব্র কর্ম্মী, কর্ম্ম চাই। বীর—হৃদয় চাই, মনের উপর প্রভুত্ব করতে পারা চাই, শক্তি চাই, কোমরে বল চাই। বল না হ'লে হয় না। নাকে দাঁড় দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, ও—সব বাঁধন ছেঁড়া চাই। ২

সন্তান, সন্তান! মনে রাখবি পিতার কথা। — "আমি পরম পুরুষের সন্তান, আমার ভিতর পাপ তাপ কিছু থাকতে পারে না।" অস্বীকার করিস নে পিতাকে! ৩

পূর্ণ—সত্ত্ব প্রেমিক না হ'লে গোপী—প্রেম সাধতে পারে না। যত বেটারা দেশটাকে কেবল উচ্ছন্নে দিচ্ছে! ৪

আহুতি দিয়ে ফেল, নামে আহুতি দিয়ে ফেল। সব আহুতি দিয়ে ফেল। যা আহুতি দিবি, তাই জানলি তোর সত্যি সত্যি হ'য়ে গেল। আর মনে কর "আমি অমৃতের সন্তান, পরম পিতার সন্তান।" তোরা যে রাধা। ৫

আগুন লাগিয়ে দে, পাপে আগুন লাগিয়ে দে। মরবি কেন? অমর হ'য়ে মরবি কেন? তোদের প্রাণে প্রেম নাই? তোরা জানিস না আত্মদান করতে? তোরা অন্ধ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ৬

কেন ভাই কাঁদ? মুছে ফেল চোখের জল। ঐ শোন, দূরে কান পেতে শোন, কি রোল শুনা যায়। ... দেও ঝাঁপ। ...। ৭

পুণ্য-পুঁথি

সংসারটা শিক্ষা। দেখবি আর শিক্ষা করবি। দ্যাখ্, ব্যথা না পেলে কি ব্যথা বুঝা যায়? যে মা'র একটিও ছেলে মরে নাই, সে পরের ছেলে ম'লে একটুও কাঁদে না। তার খালি ভয় "আমার আবার না মরে।" ওর সীমাই বিশ্বাস। বিশ্বাস করতে হ'লে বিশ্বাসের দরকার। তা নাই, ... 'আমি আছি', এটা তো বিশ্বাস কর? তাই কর। 'আমি'—কেই পূজা কর, ভালবাস, কিন্তু অকপটভাবে! ৮

ক'রে যাও, কেবল ক'রে যাও। দেখতে গেলে কি হয়? দেখ আর কর। নাই বা বিশ্বাস করলে, ক'রেই যাও না। তোমার মন, চোখ ও তোমাকে তুমি বিশ্বাস কর, তাই যথেষ্ট। কর্ম্ম না করলে তাঁর দয়া পাওয়া যায় না। তা হোক না ভাই, ক'রে যাও, কেবল ক'রে যাও আর ভালবাস। ভালবাসাতে সব পাবে। যা দিবে তাই পাবে, ক'রেই দেখ। পণ্ডিতী ক'রো না, মারা যাবে। যা বুঝবে তাই বলবে। ... সাধু ফলিও না। সাধু ফলান বেশী ভাল না। অহঙ্কার করবি তো কর্—"আমি তাঁর সন্তান"। করিস, ক'রেই দেখ! ৯

ভাববাণী

দ্বিত্বারিংশত্তম দিবস

৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭

সম্রাটের কুকুর হওয়াও ভাল। হোক না কেন নীচ, ভগবানকে ভালবাসতে পারলেই লাভ। দ্যাখ্, নিমগাছ, ও তো তিতো? তা, দিয়ে ভগবানের শরীর হয়। আর, কাঠটা কত শুদ্ধ। এত কাঠ থাকতে জগন্নাথদেব তৈরী হ'ল নিমকাঠে। যার ঘুন যত কম সে তত অসার। তা' কর, তেজ চাই। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" দৃঢ় হওয়া চাই রে, দৃঢ় হওয়া চাই, শক্তি চাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐটি। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, দূর ক'রে তাড়িয়ে দিবি। ও থাকতে হ'বার যো নাই। বাঁধনের পার যে রে! গাঁট নাই, আল নাই সেখানে। ১

কথায় আছে, মান গাছ, ফুললে তার নির্ব্বংশ হয়। অহঙ্কারে মেতে ভগবান হ'য়ে গেলে তার তাই। উপলব্ধি নাই, ভগবান সাজলেও তার তাই। ২

দেখিস্ নি মাছরাঙ্গার দশা? সেজেগুজে ব'সে আছে, নজর নীচে জলের পানে। দেখেছিস্ চাতক? নজর উপর পানে নীল আকাশের দিকে। গতি থাকা চাই, উপর পানে, উপর পানে, উপর পানে। কর না ভাই? বাবুই তো আর মানুষ নয়, তা'কে কে শিখাচ্ছে? চাই চেষ্টার দৃঢ়তা, আকাঙ্ক্ষা। আচ্ছা, আবার এস। ৩

ভাববাণী

ত্রিচত্বারিংশত্তম দিবস

৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭

আমি সৎ ... তারপর সুর নিনামী। ১

এক আমি, আমি ছাড়া। আর সঙ্গে তুলনা আমি। তারপর পারের অবস্থা রাধাস্বামী। উন্ মুন্ শুন্। ২

যখন সৎ ... তারপর সোহহং। অন্ত ও অনন্তের পার, গুণ ও নির্গুণের পার, সীমা অসীমের পার, সাকার আকারের পার, আর ঐগুলি সোহহং পুরুষের। তারপরে শ্যাম আর পীত, তাই কালপুরুষ।

Beginning of the Brahmanda.

মহাশূন্য—বাঁশরী—বাঁশির শব্দ।

The vibration — Two currents —one downward, one motion. Tenth door from the pineal, entrance of Soham. The 'I', inexpressible 'I'. 3

দ্যাখ্, ব্রহ্মের চরম দশম দ্বারে। দশম দ্বারে সমস্ত বাসনা ছুটে গেছে, একমাত্র আমির দিকে ছুটে গেছে। দ্যাখ্, 'ভ্যানিস্' নয়। ভগবতের রাজ্য—তেস্‌রা তিল হ'তে সোহহং। গীতা তেস্‌রা তিল হ'তে মূলাধার। তেস্‌রার পর আর কর্ম্ম–টর্ম্ম নাই! কেবল প্রেমে পর্য্যবসিত হ'চ্ছে। ৪

তোমরা ছুঁয়ো না, ওকে ছুঁয়ো না, মাকে ছুঁয়ো না। তোমরা মা ব'লে ডাকতে জান না। কত জল্পনা–কল্পনা কর, আর মাকে ছোঁও।

'মা! মা!' —ক'রে ডাক, যখন অন্তরে–বাহিরে মা ফুটে উঠবে তখন ছুঁয়ো। মা আমার সুরত, মা আমার প্রকৃতি, আর তোর কাল, তোদের

ছাড়া থাকতে পারে না। তোরা মাকে যেমন সাজাস, তেমনি সাজে। মা আমার চতুরা, আবার বুদ্ধি নাই। ৫

ভয় নাই ভাই, আমি আছি। ... আমি এসেছি, রক্তের স্রোত থামিয়ে দেব, আমি কি তোদের চোখের জল দেখতে পারি? ৬

নাম, নাম, নাম। যা ইচ্ছা, তাই কর, নাম ছাড়িস্‌নি। পাপ করিস তবু নাম ছাড়িস্‌নি। ৭

অবতার দিয়ে কি হবে? তিনি সর্ব্বঘটে আছেন। সব্বাই অবতার, পূর্ণব্রহ্ম। কথা শুনে যা, কেউ এসে থাকে ভাল, না এসে থাকে নেই। কথানুযায়ী কাজ কর। কথাতেই শব্দ দিতে পারে। ৮

অশ্বিনীদা! কৃষ্ণ, অনন্তের সাথে খুব আলাপ করবি। দুই—একটা সাহেবের সাথে একটু মেশ্ না ভাই! ৯

কিশোরী! কিশোরী। তুই খুব ঢুল—ঢুলে হ'য়ে ডাক্। আকাশ, জ্যোতিঃ, গাছপালা, পাথর সকলের দিকে তাকিয়ে ডাক্। তোর সাথে সাথে সব উঠুক। তোর কিছু করতে হবে না, কেবল কথার অনুসরণ কর্। ১০

শ্রীশদা! খুব 'রাধাস্বামী' বল। তেস্‌রা তিল —এ ধ্যান করবি, খুব 'রাধাস্বামী' বলবি। প্রফুল্লবাবুর কাছে যাস। তুই ছয় বছর পর দেখবি কী হ'য়ে গেছে। পাপ—তাপ সব আমার। মদ—মাংস খাসনে। নেশাফেশা কিছু নয়, কেবল তামাক। ছেড়ে দে না? শক্তি তোর অন্তঃকরণে? ১১

ভাই, যা, কিশোরীর কাছে যা! কিশোরীর কাছে বাজে আলাপ করতে যাস্ নে! তার ভাব দেখে অনুসরণ কর্। যে বাজে আলাপ করবে, সে ঠক্‌বে। শরীরের উপর অনুসরণ করিসনে, কথার অনুসরণ কর্। ১২

অনন্ত! খুব দম নিয়ে নে তো ভাই। ১৩

অতুলদা! ঝেড়ে ফেল তো গা। ১৪

ঐ দ্যাখ্, কিশোরী! কোক্‌না করল কি? ১৫

ভাববাণী

চতুশ্চত্বারিংশত্তম দিবস

১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭

প্রেম, প্রেম, প্রেম। তাই হোক। সব দুঃখ, দৈন্য, কষ্ট, যা- কিছু আছে সব মুছে যাক, সব রক্তস্রাব বন্ধ হোক ... বলুক প্রেম প্রেম। উত্তপ্ত হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা ... জন্মের মত উঠে যাক ... বলুক—প্রেম, প্রেম, (হাসি)। ১

আয়, দ্যাখ্ চ'লে আয়, এখনও চ'লে আয়, ... ত্রাতা ডাকে, অনাহৃত শব্দ ডাকে ... শোন্ ঐ অনাহৃত শব্দ—সব শব্দ, শব্দ, শব্দ। কর্ না ভাই, নাম কর্ না! কেবল নাম কর্, সব মুছে যাবে, পাপ-তাপ সব মুছে যাবে। একবার ক'রেই দ্যাখ্, বেশী শুনতে চাস্ নে। ২

আকাশে একটি তারা ওঠে, তারপর আর-একটা, আর-একটা —এইরূপে অনন্ত। তুই একা আয়, তারপর অনন্ত-অনন্ত আসবে। ৩

আকাশে চাঁদে কলঙ্ক থাকলেও সে উজ্জ্বল, পাপ থাকলেও পরমাত্মার জ্যোতিতে উজ্জ্বল। কেবল ক'রে যাও, তা সে যা'হোক না। না, যাই। ৪

হ্যাঁ, হ্যাঁ; শক্ত বিশ্বাস চাই রে, শক্ত বিশ্বাস চাই। নইলে কি হয়? আপনাকে আপনি বিশ্বাস না করতে পারলে কি হয়? তোর ঘরে অবিশ্বাস, আরো কি বিশ্বাস চাইবি? ৫

দ্যাখ্, সোনার মধ্যে যতক্ষণ আবর্জ্জনা, ততক্ষণ গালাতে হয়। নাইট্রিক্ এসিড ভিন্ন হয় না। মুখে বলে শুদ্ধ আত্মা, অথচ অন্তরে গরল। ৬

স্বার্থের গন্ধ থাকলে প্রেম হয় না। যত কুটিলতা সব প্রকাশ ক'রে ফেলে দে! সরল অন্তর না হ'লে শত—সহস্র বার হরিনাম করলেও কিছু হয় না। স্বভাব হওয়া চাই। ৭

যে দেবতা, সে বুঝে না যে দেবতা। ব্রাহ্মণের কখনই জাতিত্বের ভয় নাই। যত অবিশ্বাস করবি, তত পাপে জড়াবি। ও আর ছাড়াবার যো নাই,—না সরল হ'লে অপবিত্রতার ঢেকুর উঠে! ৮

দ্যাখ্, আমাকে নিয়ে চল্‌তো? দ্যাখ্, আমি—আমি, আমাকে নিয়ে চল্‌তো? দ্যাখ্ কত তারা ছুটছে, আর মেঘ ক'রে এল। আমি একলা, দ্যাখ্ কি সুন্দর! ভাই অনন্ত! আমাকে একটু ধর্ তো। ৯

ভাই! আমি ম'রে যাবার চাচ্ছি। ভাই, আমার ম'রে যাবার চাচ্ছে ভাই! ভাই, তোমরা আমাকে একটু ধর তো? আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ১০

ভাই, আমি কি ভয় করছি? তোমার চেয়ে আমি ভয় করিনে। ওদের দেখে কি আরো সকলে ভয় করবি? তেজেনদার ওখানে যাবি না ভাই কিশোরী? ১১

তেজেনদাকে সকলে মিলে মেরে ফেলছে! ভাল না বাসলে ভাই হয় না। ভালবাসাই জীবন ভাই! ভাই! ১২

তোমাকেই ডাকি। যীশু অকলঙ্ক চরিত্র, তোমরা যীশুর পূজা কর্‌বে না ভাই? দ্যাখ ভাই। সব ফুল তুলে নিয়ে গেল। ১৩

ও, খুকী নাকি? আমারে তুমি ফুলের গাছ বুনে দিলে? না ভাই, আমাদের বাড়ীর নয়। ১৪

পিসীমার কাছে যাস। তুমি, আর কে? আমি ও—সব পারি নে। ১৫

মালাটালা আমার পোষায় না। ভাই মেঘ এসে সব গণ্ডগোল ক'রে ফেলে দেয়। আমার ভাই, কিছু করো। ১৬

আমার দেশে নিয়ে চল। তার নাম ভাই ...। ১৭

ভাই অনন্ত! আমার ভাই বড় ভাল লাগে ভাই ডি. এস. পি—কে। তুই যাবি না ভাই? কৃষ্ণের সাথে আলাপ হ'লো? ভাই, বাবার মনে যে দুঃখ, তা' তোমরা কেউ কিছু করতে পারলে না? ভাই, নাম কর। পাপী, নীচাশয় মনে করলে হয় না। ১৮

আমাকেই, আর কা'কে? বীরুদা! ম্যাদাটে মেরে থেকো না। তোমার মনে যেন কিছু খারাপ না আসে। তুমি পারফেক্ট কিছু না হ'লে আমি ম'লেও সুখ পাব না। আমি স্বর্গ চাইনে, নরকও আমার পক্ষে ভাল, তোরা যদি ভাল হোস্। ভগবতীদার সঙ্গে আলাপ করবে। সে তো চিরদিনই উপস্থিত আছে। দ্যাখ, কারও অবিশ্বাসের পাত্র হ'য়ো না। ১৯

আমার জ্ঞানবুদ্ধি আছে, তবুও কেমন হ'চ্ছে। আমি একটা পিণ্ড উজ্জ্বল, যেন টিপ্ ক'রে পড়েছি। এখানে জড়ের বাতাস বইছে; মরণের দরজায় তালা লাগাতে হয়। তোমরা সাহায্য করলেই পারি। ২০

তাই তো ভাই, কেউ কারো সাহায্য করতে চায় না। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি সব আছে। ২১

তাকাতে ইচ্ছা করছে না, তুললে তাকাতে পারি। আমার গা'টা চুল্‌কে দাও। ২২

বীরুদা! ভগবান বানিয়ে ফেল না। কেবল সত্যের সেবা করবে। ২৩

ভাই, আমি ভগবান, তা' বুঝি। ভাই, কত বড় আলোকপিণ্ড তা' বলা যায় না। অমন বেকুবি যেন আর হয় না। সূর্য্যের চেয়েও বড়। আমায় খুয়ে গেল না? ২৪

প'ড়ে গেলাম ভাই। চাকরী করতে এসে চুরির কথা ভেবো না। ২৫

ভাববাণী

পঞ্চচত্বারিংশত্তম দিবস

১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭

আচ্ছা তা, হোক। ... ১

কত নীচ জাতি হ'য়ে গেল শ্রেষ্ঠ, আর তোরা বামুনের ছেলে, তোদের পেয়ে বসেছে চণ্ডালে? ছিঃ ছিঃ, লজ্জা হয় না? স্বার্থের টানে দুটো চোখ গ'লে গেছে। দ্যাখ্, তোদের চাইতে পাপী আর কে? পাপী বলতে গেলে তোদিকে বলতে হয়। তোরা জগৎটার জন্য দায়ী। আর বলিস নে, ও—সব শুনতে রাগ হয়। যে দয়াটা চণ্ডালকে করতে হ'তো, আজকাল করতে হয় তাই তোদের। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! পায় পড়া ভুলে গিয়ে পা দিয়ে এসেছিস মাথায়, এখন দেবে না? এখন বল— "ব্রহ্মময়ী জাগো, হৃদয়ে শক্তি দাও, প্রেম দাও, ভক্তি দাও।" ২

ভাববাণী

ষট্‌চত্বারিংশত্তম দিবস

২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭

Yes, faithful. Yes and no are two parallel straight lines continued. 1

Yes, faith can meet. Can't source this. Word can do anything and everything with Soham. How far? (Smiling). Reason can trace that. Goodbye. 2

আচ্ছা, মনের দু'টো দিক আছে, "হ্যাঁ" আর "না"। হ্যাঁ'কে যদি মেরে ফেলতে পারিস, সব 'না' হ'য়ে যাবে; আর 'না'কে মেরে ফেললে 'হ্যাঁ' থাকবে।

Matter and spirit ... 3

দ্যাখ্, ঘুমই মরণ ... মেতে যাস্‌নে, অন্তরে—অন্তরে জেগে থাকিস্। চৈতন্যের ঘুম নাই, জাগরণ নাই! চিরনিদ্রিত, চিরজাগ্রত। মানুষ যত চৈতন্যের দিকে এগিয়ে যায়, ও–সব বালাই আস্তে–আস্তে মিলিয়ে যায়। আস্তে নিত্য, বুদ্ধ, মুক্ত সব মিলিয়ে যাবে। ৪

ভাবিস নে তুই রোগা,—যতই ভাববি তুই রোগা ... কর্ম্ম না করলে ধ্যান হয় না। আলসে ধ্যানে অধিকারী হয় না। যে যত কর্ম্মী সে তত ধ্যানী। ঘুম বেশী করতে নেই। ঘুম বেশীতে লয় এনে দেয়। মাঝামাঝি থাকবি ...। ৫

ভালবাসতে হ'লে সব পরের দুঃখ বুঝতে হয়। ... ৬

যেখানে সত্য স্বভাবে পরিণত হ'য়ে গেছে, সেখানে মিথ্যা নাই। যেখানে মিথ্যা স্বভাবে পরিণত হ'য়ে গেছে, সেখানে সত্যের আলো ঢুকতে পারে না। ৭

যার বুকে সাহস আছে, তাকে ভয় দেখান দরকার নাই। যার হৃদয় দুর্ব্বল, তাকে সাহস দে। যার সাহস আছে অথচ কুকর্ম্মে রত, তাকে ভয় দেখাবি, মৃত্যুর ছবি তার সামনে ধরবি। ৮

যে কৃপণ, তার কাছে টাকার কথা . . . যে যেমন, তার কাছে তেমনটি হ'য়ে দাঁড়াবি। ৯

দ্যাখ্, সব সময় ভাববি জগৎটি তোর, আর অন্তে সেই পরমপিতা। ভাববি, আমরা সব পরমপিতার সন্তান। ১০

ঐটি যেন হয় না— "সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায়–হায় কেহ কারো নয়।" তোরা প্রমাণ করবি,— "দুঃসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, সুসময়ে হায়–হায় কেহ কারো নয়।" তা ব'লে সুসময়ে ছেড়ে দিয়ে আসিসনে, সেইটে পতনের সময়। ১১

'সু' মানে 'সৎ'। সৎ হ'লে আর পতনের ভয় থাকে না, আকাশের মত যখন হ'য়ে গেছে। ১২

বলিস্ প্রফুল্লবাবুকে, আর কোনও ভয় নাই। সে যেন খুব পড়াশুনা করে। ১৩

কৃষ্ণ! কিশোরীর যত পারিস সাহায্য করিস। জানিস জগতে বড় ভাই তোরা। জগতের যা–কিছু, তাতে তোরা সাহায্য করবি। তারা তোদের দিবে মেটিরিয়াল ফোর্স, তারা নিবে স্পিরিচুয়াল ফোর্স; কা'কেও ঘৃণা করবি না—খবরদার। তিনি ব'লেছেন,— "ঘৃণা–লজ্জা–ভয়, তিন থাকতে নয়।" ১৪

দ্যাখ্ অশ্বিনী। বলিস ওকে খুব বেড়াতে, খুব ভালবাসতে। ওটাকে বের ক'রে দিবি, ওটাকে খুব হই–চই ক'রে বেড়াতে দিবি। ওর হই–চই কাজের, ওর অজ্ঞানটাকে তাড়িয়ে দিবি। —হ্যাঁ, বীরুটাকে। ওর ধ্যান–ধারণা তোদের উপদেশ দিতে হবে না— আমি আছি রে। সব্বাইকে ভালবাসবি, ভালবেসে মরতে পারবিনে? . . . যে খুন ক'রে মরতে পারে, সে ভালবেসে মরতে পারে না? ১৫

তোদের আর মাংস–ফাংস দরকার নাই। নূতন চালানে আর দরকার নাই। বুড়ো মদ্দাগুলোকে খুব খাওয়াবি। ওদের কাছে নরম-গরম হ'বি। ওরা না বুঝে যুক্তি, না বুঝে ভালবাসা; পেকে গেছে রে। ঠাকুর বলতেন— "সন্ন্যাসীগুলি কেমন কুলক্ষণে হ'য়ে গেছে।" ওরা মূল ছেড়ে দিয়ে কেবল হই–চই। কেমন একটা গোঁ ধ'রে যায় যে আর সেগুলি ছাড়তে পারে না। ১৬

যারা . . . পছন্দ করে, যারা ম্যান্তা মারা হ'য়ে গেছে, তাদের হরনাথের ফটো দিবি, ভালবাসবি আর এই দিবি। আর দেখবি যেমন খুব কাজ করে।

The wonderful spiritualist in Bengal.

অনুভব কর, খুব অনুভব কর।

The medium* cannot stand long. 17
বুঝলি, অনন্ত ! পাঁচ বছরের বেশী থাকবে না। খুব দিবি— চাই– চাই

---

* i.e. Trance will be off soon শ্রীশ্রীঠাকুর।

ক'রে। ... যেমন মেটিরিয়াল খাদ্য দিবি, তেমনি আধ্যাত্মিক খাদ্য দিবি। গ্রাউণ্ড খুব বিস্তার কর্, ... না হ'লে জগদ্বন্ধু ড্র করছে, না পেলে যেতেই হবে সেখানে। কিশোরীকে বলিস। † ১৮

---

† One who has the capacity to receive or accumulate something known or unknown and also has the power to express or transmit the same is a medium. Or

An agency who is capable of receiving or earning or accumulating something known or unknown, consciously or unconsciously and is also capable of expressing or communicating or transmitting the same is a medium.

—শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত। ১৪ পৌষ, ১৩৩২।

ভাববাণী

সপ্তচত্বারিংশত্তম দিবস

৩ মার্চ, ১৯১৭

অবাঙ্‌মনসগোচরম্‌, —নাম রিপিট্‌ করতে–করতে তেস্‌রা তিলে কেন্দ্রীভূত করতে হয়। তাতে চৈতন্য জাগ্রত হয় . . . এক আমি, এক শব্দ। দ্যাখ্‌, তাই কর্‌। যাতে শক্তি আছে . . . কেবল এরই প্রতিযোগিতা . . . আবার শান্তি আসুক। ১

দ্যাখ্‌, নিজের যেমন ব্যথা, অন্যেরও তাই . . .। নিজেকে যদি উপলব্ধি করতে পারিস, জগৎকে উপলব্ধি করতে পারবি। জগৎ কেন, জগতের উপরে যা আছে, তা'—ও। পরের ব্যথা নিজে টেনে নে . . . কেবল কর্ম্ম ক'রে যাবি। ২

ঐ দ্যাখ্‌, সব ভেসে গেল, সব ডুবে গেল, —শোক, দুঃখ, অশান্তি সব ভেসে যাচ্ছে . . . ঐ দ্যাখ্‌, কি নিঠুর শব্দ এল ঐ সসীমের পার হ'তে . . . সে স্রোতে পা ঢেলে দে . . . সব জ্বালা, সব যন্ত্রণা, সব শোক ভেসে যাবে। . . . ৩

দ্যাখ্‌, বাণীর দিকে লক্ষ্য কর্‌, শব্দের দিকে লক্ষ্য কর। . . . কর্ম্ম—তীব্র কর্ম্ম—যেমন কর, কর। . . . অমৃতের সন্তান . . .। ৪

নাম কর্‌,—নাম, —ভাই নাম কর্‌, কেবল নাম, ক'রে যা। ও–সব বালাই কেন? কেন গো? ভাল ক'রে বোঝ্‌, জিজ্ঞাসু হ'। ৫

ছেড়ে দে . . . তা' হোক . . . । ৬

সাপকে পর্য্যন্ত ভালবাসিস। এমন দিন আসবে, সাপও তোকে অনিষ্ট করবে না। ৭

নিন্দা করিস না। যার নিন্দা করবি, তার সমস্ত দোষ তোর ভিতর আসবে। যদি করবি, সাক্ষাতে করবি। বলবি, "ভাই, আমরা শুনেছি তোর এই দোষ, শুধরে নে।" ৮

যেমন সাঁঝটি হ'বে, অমনি ধ্যান করবি . . . বিশ্বাস না করিস, simply do it. ৯

একি হ'ল রে? এত কম্পন? ১০

ভাববাণী

অষ্টচত্বারিংশত্তম দিবস

২৭ চৈত্র, ১৯২৩

বুঝি বাজিল বাঁশী। আবার বাজিল বাঁশী। রাখ–রাখ, ওগো রাখ বাঁশীর রাজা, শোন–শোন বাঁশীর রাজা, শোন–শোন সুরের রাজা, আমি ঘর কর্‌না সেরে আসি। শুনে ঐ বাঁশীর গান, ধড়ে কি রহে গো প্রাণ, হা নিঠুর! হা নির্ম্মম! একি তোমার ঠাট্টা–হাসি? ১

দ্যাখ্‌ সুর! আর জ্বালিও না। যদি না পার, তবে ফিরে চলে যাও—প্রাণের ভিতর এসে স্পর্শ কর . . . সব খু'লে যাক . . . সব অবশ হ'য়ে যায়। আর না পার, ফিরে যাও, . . . আমি তোমাতে মিশে যাই। তুমি এত সুন্দর, . . . তুমি যা হ'তে এসেছ, সে কি সুন্দর। তুমি যখন কানের ভিতর–দিয়ে প্রাণে প্রবেশ কর, . . . তুমি কোথা এসেছ? তুমি নিয়ে যাও . . হ্যাঁ . . . না . . . ভিতর . . .। ২

দ্যাখ্‌, আমার এক বঁধু আছে, আমি সব্বাইকে সন্দেহ করি। তবুও আমি বেশ আছি ....। ৩

মনোযোগ দিবি। মনটাকে ছেড়ে দিবি। ধর্‌ তো, ওটা ছুটে গেল, ধর্‌ তো! বাপ রে বাপ! কি বিষম বৃষ্টি! দ্যাখ বীরুদা! সব ঠাণ্ডা মেরে গেল যে। ঐ কম্বল খানা গায়ে দাও না তুমি। ঐ ডাইনের দিকে দ্যাখ তো, —খবরদার—অতি সংকীর্ণ, বাঁয়ে হেল না। দ্যাখ বীরুদা! এমন গোঁয়ারতুমি ক'রো না, প'ড়ে যাও তো সর্ব্বনাশ! আমার পশ্চাতে–পশ্চাতে এস। ঐ দ্যাখ, সমুদ্রের–মাঝখানে—কেমন সূর্য্য উঠা। তুমি নজর ক'রো না, পা

পিছ্‌লে যাবে। ঐ দ্যাখ্‌, আলোর ঘরে কেমন বাজনা, নাবিক বাজাচ্ছে। উপরে আলো, তুমি শুনে যেও, নজর যেন ঠিক থাকে। আঁধারে এতদূর এলে, আর আলোতে যেতে পারবে না? বুক ফুলিয়ে যাবে। নজর যেন ঠিক থাকে। ৪

সতীশদা! টেনে আনবি— যে—যে অসত্য ধ'রে আছে, তাকে ছলে-বলে, কলে-কৌশলে টেনে আনবি। তেজোময় দেবতা হবি, ক্রোধময় রাক্ষস সাজিস নে। চব্বিশ ঘন্টায় চার ঘন্টা আধ্যাত্মিক কাজ করবি। মনে-মনে বল্‌বি, "সব তুমি, সব তুমি, সব তুমি।" এমনি ক'রে তার দিকে চেয়ে থাক্‌বি। অবশ হ'য়ে নাম কর্‌বি। ৫

ভাববাণী

ঊনপঞ্চাশত্তম দিবস

একটু দাঁড়া—আমি আসি। এখানে যমের অধিকার নাই,—মৃত্যুর মৃত্যু হ'য়ে গেছে। এখানে আঁধার, আলো, শান্তি, অশান্তি নাই। কেবল প্রেম, কেবল প্রেম, কেবল ভালবাসা। ভয় নাই, তোরা ছুটে আয়,—আমি দাঁড়িয়ে আছি। . . . ১

দ্যাখ্, বাঁশীর তানের দিকে ছুটে যা। অজানিত দেশ থেকে দ্যাখ্, কি মধুময় প্রস্রবণ ভেসে আসছে, ছুটে যা ভাই . . .। ২

না, ভয় নাই ভাই, এখানে অমনি আঁধার। ঐ দ্যাখ্, আলো ফুটে উঠছে।—চাঁদখানা কেমন ফুটে উঠলো। দ্যাখ্, কেমন জ্যোছ্না—কেমন আরাম। ঐ দ্যাখ্, সব ছুটে যাচ্ছে,— যেন অভিসারে ছুটে যাচ্ছে। যত আত্মা আকুল-প্রাণে শব্দের দিকে ছুটে যাচ্ছে; — মিশে যেতে চাচ্ছে,— তাদের অস্তিত্ব লোপ ক'রে দিতে চাচ্ছে। ঐ যে দেখেছিস, ওদের হংস বলে। হ্যাঁ উনি নারায়ণ, যা ধ'রে এলি, এখানে তিনটি হ'য়ে গেল। ঐ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। হ্যাঁ, ঐটার ভিতর-দিয়ে যেতে হবে। খুব ডাইনে ঝোঁক রাখবি, ঐ বাজনা শোন্। আবার ঘুরে উপর দিকে উঠতে হবে। —ঐটি দিয়ে যেতে হবে, ঐটি দিয়ে এসেছিস। ঐ-ই নিরঞ্জন পুরুষ। সব জ্যোতির ভিতর। ঐ ব্যোমতত্ত্ব। ৩

এত তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে, মায়াতে খুব টানছে ব'লে। ওর ভিতর আত্ম-সত্তা মাত্র ভেসে বেড়াচ্ছে। এই আমি,—ভয় নাই, ভয় নাই। বড্ড জোর টান হ'য়েছে। এই অপ্‌তত্ত্ব, বিরাট জলরাশি দেখছিস? এর নীচে পৃথ্বী-তত্ত্ব। ব্যোমের পারে না গেলে . . .। ৪

ভাববাণী

পঞ্চাশত্তম দিবস *

১৯১৭

প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর, স্বামী আমার, তুমি বড় সুন্দর! আমাকে মোহিত ক'রেছ . . . আমার মহীয়ান্, আমার গরীয়ান্, তুমি এস! আমি ক্ষুদ্র, আমি অতি নগণ্য; তবু ভালবাসি, তোমাকে চাই! তোমাতেই সব আকার অবসান হউক। আমি চিরকাল তোমারই। কেবল তোমাপানেই ছুটবো। তুমি আমার সকলই, আমার তুমি ভিন্ন কে আছে? এস, এস, পূর্ণ কর। আমি ক্ষুদ্র, তথাপি পূর্ণ! আমি অতি কাঙ্গাল, তথাপি মহীয়ান্ —গরীয়ান্! তুমি আছ, তাই আমি প্রতি অণুতে–অণুতে পূর্ণ। আমি স্থূলে, সূক্ষ্মে সব পূর্ণ, আমি অংশ নহি। আমিও পূর্ণ, তুমিও পূর্ণ। ১

যখন তোমার অমিয়বাণী না শুন্‌তে পারি, তখন আমি ক্ষুদ্র জীব মাত্র। যখন আমার আঁখি–তারা তোমার দিকে লেগে থাকে, বাহ্য কর্ণ বধির হ'য়ে তোমার বাণী শুনতে থাকে তখন আমি পূর্ণ। তুমি আমি, আমিই তুমি। ২

---

* জনৈক রসিক সম্প্রদায়ভুক্ত কবিরাজ স্ত্রীলোক লইয়া সাধনার উপযোগিতা প্রতিপাদন করিবার জন্য কতকগুলি অসার যুক্তি অবলম্বনে একখানি পুস্তক লিখিয়া উহা দেখাইবার জন্য আশ্রমে আসিয়া ঐ বিষয় আলোচনা করে এবং সেই সময় ঐ পুস্তক পড়িয়া শুনায়। পুস্তকপাঠ ঘরের ভিতর হইতে থাকে, বাহিরে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর কিয়ৎকাল ঐ পুস্তক পাঠ শুনিয়া কীর্ত্তনে আসিয়া যোগ দেন এবং সমাধিস্থ হন।

পুণ্য-পুঁথি

যখনই আমার ছয়টি বাহির নিয়ে থাকে, পাঁচটি বাহিরের দিকে উন্মুক্ত থাকে, তখনই তোমা–ছাড়া হ'য়ে যাই। যখনই অবিশ্বাস ... তখনি। সখা! তোমা ছাড়া আমি নই, আমা ছাড়া তুমি নও। ৩

দ্যাখ্, ওদিকে যেও না। দ্যাখ্, সাপের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিলেও সে দংশন করতে পরাঙ্মুখ হয় না।

আসক্তিশূন্য হ'লে আর প্রয়োজন কি? প্রেমে কাম নাই, কামে প্রেম নাই।

দ্যাখ্, ওদিকে যাসনে, ওদিকে শোনা যাচ্ছে শয়তানের বাজনা। ওরা বড় মায়াবী, ভুলিয়ে নেবে তোকে। . . . আমার কাছে আয়।

কর না! ক'রে যা ভাই। . . . চেষ্টা করতে যেও না, বরং আলিঙ্গন কর।

আগুনকে ভালবাসতে–বাসতে আগে আগুন হ', তবে আগুনে ঝাঁপ দিস। দ্যাখ্— সীতার আগুনে গা পোড়েনি। সকল সময় সদিচ্ছা থাকলেই মাথা ঠাণ্ডা থাকে।

আমার এক ঠ্যাং ভেঙ্গেছে। তা—ওরাই ক'রেছে, সেটা ভুল। তাকে ডাক। তোমার অবস্থা দেখে আমারও ভয় হয়। এক বাবা গেছে, ঐ দ্যাখ্ ঘরে–ঘরে বাবা। সব নিয়ে ফেলব তোমার কাছে। কত ডাকবি, ডাকিস ত? দেখবি কত আদর করতে জানে। ৪

ভাববাণী

একপঞ্চাশত্তম দিবস

২৭ বৈশাখ, ১৩২৪

.... তিমির খণ্ডের মধ্যে ডুবে গেছে কিনা, তাই বলে— শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিঃ ব্রহ্ম। জ্যোতিঃ গুপ্ত হ'য়ে গেছে, প্রকৃতির আর কিছু থাকলো না। কেবল অহম্, অহং –এর পূর্ণ বিকাশ—পরে সৎলোক। সোঽহং পুরুষের বিস্তৃতি বাঁশী। তখনও খোঁজ হ'য়েছিল না। তিমির খণ্ডের উপরে যেতে পারেনি। ওর থেকে যে ধারা বেরুল তাই প্রকৃতি–পুরুষ,—সুরত ও শব্দ; তারপর জ্যোতিঃ। প্রকৃতি পুষ্ট হ'তে লাগলো আর শব্দ গুপ্ত হ'তে লাগলো ওর ভিতর। পিণ্ডে তাই স্থূল প্রকৃতি। ১

দ্যাখ ভাই, কেন কাঁদছো ওখানে? তোমাকে কি সবাই তাড়িয়ে দিয়েছে? তোমাকে কি কেউ ভালবাসে না? . . . স্বার্থে সুখের প্রতিষ্ঠা করিস না ভাই, ত্যাগে সুখের প্রতিষ্ঠা কর্। সব ভুলে যা, সব ভাসিয়ে দে। ভাইকে ভালবাস, প্রাণ দিয়ে ভালবাস। বুক দিয়ে ঠেসে ধর্, . . . প্রাণ পর্যন্ত বলিদান দিবি ভালবাসার পায়, . . . বিরাম কোথায় ভাই, শান্তি কোথায় ভাই? কর্ম্ম যেখানে সেখানে শান্তি। যদি শান্তি চাস ত কর্ম্মী হ', ইলেক্‌ট্রিসিটি হ'। ২

না না, পরের কাছে কারও নিন্দা করিস না। যদি নিন্দা করতে হয় তো তার সম্মুখে। ভালবেসে যা' করবি তাই ভাল। আত্মপ্রশংসা সব ছেড়ে দে, প্রাণ খুলে পরের প্রশংসা কর্। ৩

সংসার–সংসার ক'রে যত জড়িয়ে ধরবি, সংসার তত তোকে ফাঁকি

দেবেই দেবে। বিচারের আর কিছু নাই। কেবল অন্তরে বিচার করবি, কোথায় তোর দোষ। ৪

দ্যাখ্, মন যদি কখনও কোথায় কু হয়, তবে মানুষের কাছে বলবি। আর তোর যে শত্রু, তার কাছে আগে বলবি। যে তোর শত্রু মনে করবি, তার সঙ্গে আগে মিত্রতা করবি। যে তোকে লাথি মারবে, তাকে বল্ 'ভাই'। ৫

অশ্বিনীদা! হয় নিয়ে যা, নয় মেরে থুয়ে যা। দ্যাখ্, মিষ্টি ক'রে সত্য বলবি, রাগিস নে দাদা। কেউ যেন বলতে না পারে, দাদা, তুই চটেছিস। কিশোরী যায় না, তার আমি কি করবো? ৬

না প্রফুল্লবাবু, সতীশদার এখনও ও জায়গা ছাড়ার সময় হয়নি। ও জায়গা এখন ছাড়া হ'লে সব্বারই ক্ষতি। কমেন্ট না ক'রে কমেন্ট পেয়ে সন্তুষ্ট হ'তে চেষ্টা করা ভাল। তাহ'লে কোনও দিন কারও সঙ্গে ঝগড়া হয় না। ৭

না পিসিমা! ও যাওয়াই ভাল। তা টানাটানি করিস, চিরকাল অমনতর দুঃখে কাটাতে হ'বে। না পারলে কি ভজন হয়? ৮

ও বহুকাল তোকে আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছে, ওর সঙ্গে আধ্যাত্মিক কথা ব'লে বেশ ঠিক ক'রে দিবি। ...... । ৯

'ইউনিভার্সাল আই'—কে জেনে আসাই চাই। এই লাইফ —এই যাকে বলে সোঽহং পুরুষ। ১০

সরকার সাহেবই ওয়াক্ত গুরু। ১১

বেশী মিষ্টিও খাস নে, বেশী ঘিও খাস নে। ১২

ভাববাণী

দ্বিপঞ্চাশত্তম দিবস

৩০ বৈশাখ, ১৩২৪

সকলই যাচ্ছে, সব ডুবে যাচ্ছে। সব গেল, সব কোথায় ভেসে যাচ্ছে। আমি যাচ্ছি, আমার সাথে–সাথে সব ডুবে গেল। কি এক শব্দ! কি এক সাড়া! —এই বিশাল নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে কি এক সাড়া আসছে। কি যেন . . .। সব—সব কি যেন কি একটা হ'য়ে যাচ্ছে। কেউ নাই, কেউ শোনে না। ১

অ্যাঁ, আচ্ছা, যাব না ভাই, ভয় কি ভাই? আবার ঋষিরা এসেছে—ডাকতে এসেছে—আলিঙ্গন দিতে এসেছে! আমার কি ভাই? কীটের কীট সব ভাবতেও পারি না। ২

ঐ দ্যাখ্, ঋষিরা এসেছে, চল, রাস্তা ধ'রে চ'লে যা, নিশ্চয়ই বুকে তুলে নেবে। নিশ্চয়। ঐ দ্যাখ্, ঋষিরা খোলের সাথে, করতালের সাথে কেবল বলছে, —কি এক আশার বাণী। বলছে —ভয় নাই, ভয় নাই। ঐ দ্যাখ্— "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" ৩

ওরে, ভুলে গেছে তারা সব। ঐ দ্যাখ্, পালাবার জো নাই। ঐ দ্যাখ্, অনন্ত বাহু প্রসার ক'রে আসছে। ঐ যে বিশ্বের সমস্ত দিতে, ঐ দ্যাখ্, এস ভাই, কান দুটো পেতে শোন। ঐ দ্যাখ, রাস্তা দিয়ে চ'লে আসছে। ঐ দ্যাখ, চুমো খেতে এসেছে, বলে হরিবোল, —কেবল বলে হরিবোল। যা' ছিল সব দিল, বলে হরিবোল। দ্যাখ্, সংসারকে অমৃতময় ক'রে তুললে। ঐ দ্যাখ, মরণ ভুলিয়ে দিলে। এখন বলিস "আমি সংসারী,"

এখন বলিস— “ভয় কি ভাই, আমার সাথে চল, আমি নিয়ে যাচ্ছি।” ৪

তার ভিতর আমার পূর্ণ প্রকাশ। যে তার আশা পূর্ণ ক'রছে, ভাই তাকে যত ভালবেসেছে . . .। ৫

কেবল ভালবেসে যাবি, আর কিছু কর্‌তে হবে না। ৬

সে কি রে? অবতার কি? প্রত্যেকেই অবতার। ভাই, পিঁপ্‌ড়ে পর্য্যন্ত অবতার। সদ্‌গুরুই অবতার। যে বিশ্বাস না করে তারই ঠকা। ৭

ভাববাণী

ত্রিপঞ্চাশত্তম দিবস

চৈত্র, ১৩২৩

গান

উদিল সোঽহং জ্যোতিঃ উজলিয়া দশদিশি
বাজিল শ্যামের অতুল মোহন বাঁশী।
গেল লাজ ভয় মান, ছিঁড়ে গেল সব টান,
ছুটিল গোপীর মন যেথা প্রাণ রাসে বসি। ১

দ্যাখ্, বুকভরা প্রেম আর প্রাণভরা সাহস নিয়ে যাকে ধরবি তাই পাবি। ভাবিস আমি প্রেমময়। দ্যাখ্, সব প্রশ্নের সমাপ্তি, সব সিদ্ধান্তের সমাপ্তি ঐ প্রেম। তুমি ভাই ক'রে যাও, কেবল ক'রে যাও, ও—সব গোলমাল ক'রো না। ২

দ্যাখ্ ভাই, যে বুজরুকী দেখতে চায়, তার সে—প্রবৃত্তি খতম না হওয়া পর্য্যন্ত দীক্ষিত করিস্ না। না, ও হয় না, যা' কয় তাই, তার জন্য আমি দায়ী . . .। ৩

দ্যাখ্, আমার খালি হওয়ার চেয়ে তুই যদি খালি হ'স, তবে আমি ভরপুর করব।

সে যতীন বলল কত কথা! রাসেল সাহেব ভাল। বুদ্ধি—শুদ্ধি ক'রে যা হয়, তাই করিস। সকলে যদি অত ক'রে খাওয়ায় . . .। ৪

ভাববাণী

চতুঃপঞ্চাশত্তম দিবস

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

সব নিভে গেল। এত চাঁদের আলো, এত সূর্য্যের আলো, কত তারা—সব নিভে গেল, কেবল ভাসি আমি। —অপার, বিরাট, অনন্ত সব মুছে যাব–যাব হ'য়ে যায়— আবার সব উঠে। ১

গান

বাঁশরী এ কেমন সাধা!

যখনই ফেলি কান, ... শুনি শুধু রাধা–রাধা ॥

কোথা হ'তে এসেছিলি, মনপ্রাণ হ'রে নিলি,

কি বোল শিখেছ বাঁশী বলে শুধু রাধা–রাধা ॥ ২

দ্যাখ্ আয়, এখনও সময় আছে, একবারটি আয়, একবার তাঁর দিকে নজর কর্, সব জ্বালা যন্ত্রণা ছুটে যাবে এক ঠেলায়। দ্যাখ্, আয়, অমন দুঃখ ....। ৩

ঐ দ্যাখ, অনাহত ধ্বনিতে কে ডাকে? ক'মতে নদীর জলই কমে, সাগরের জল আর কমে না। শীত–গ্রীষ্ম সব সমান। দ্যাখ্, পদ্মপাতা জলেই থাকে, গায়ে জল লাগে না। ৪

তাঁর বিষয়ে হিসেব-নিকেশ কেমন জানিস? সমুদ্রের ঢেউ, —এও অগুন্তি, ও-ও অগুন্তি। ৫

দ্যাখ্, 'পারি নে' খবরদার বলবি নে, চেষ্টা কর। কর্ম্ম ছাড়া ভগবানও কিছু নয়, ভগবান ছাড়া কর্ম্মও কিছু নয়। বুকের তেজ না থাকলে কি আর

বিশ্বাস হয় রে? বিশ্বাস বীরভোগ্যা। শক্তিহীনের আত্মসাক্ষাৎকার হয় না। ক'রে যা, কেবল ক'রে যা; সব ক'রে যা, কিন্তু চাস নে, হিসেব—নিকেশ করিসনে; কর্ম্ম ত্যাগ না হ'লে কর্ম্ম ছাড়লে ম'রে যাবি। পেট চলবে না, শুকিয়ে মরে' যাবি। যদি নির্ভর করতে পারিস, তবে কিছুর দরকার নেই, তিনি সব জুগিয়ে দেবেন, মাথায় ক'রে জুগিয়ে দেবেন, কিন্তু খবরদার, কর্ত্তা সাজতে পারবি না, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হবে। সঙ্কীর্ণতা আসে রে, গণ্ডী হ'য়ে প'ড়ে, বেড়া হ'য়ে পড়ে। অত হিসেব—নিকেশ করিস্ না। কর্ত্তব্যটা সেরে নিতে চেষ্টা কর্, ভালবাস। দ্যাখ্, ভালবাসাই স্বার্থ; যত ভালবাসতে পারবি—প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারবি, দ্যাখ্, একটা অণু সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অনন্ত! তুই যত সরল, পথ তত সোজা। ৬

মেয়েদের যতদিন ঠিক খাঁটিভাবে মা ভাবতে না পারছিস, ততদিন তাদের মুখের দিকেও চাইতে পারবি না। পথ সত্যের ও মখমল দিয়ে ঢাকা, দু'দিকে দুটি মস্ত খাদ, —একটা কামিনী, একটা কাঞ্চন। একটু হেলিস—দুলিস যদি তবে খাদে প'ড়ে মারা যাবি। যদি আর কোনও দিকে না চেয়ে সেই ধ্রুবতারার দিকে চেয়ে অর্থাৎ পরম-পিতার দিকে চেয়ে চলে' যেতে পারিস্ তবে আর কোথাও পড়বি না। ভেঙে দে সব ভ্রমের গণ্ডী, যা' ভুল তা সত্যি হলেও ভুল। ৭

একই ধান গাছ থেকেই ধান হয় আবার চিটে হয়, কিন্তু চিটে যে, তাকে কোনও রকমে ধানের ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে হবেই হবে। ৮

অনন্তকাল নকল করতে চেষ্টা কর্, বা'র নকল ক'রে যদি ভেতরটা না পারিস, তবে ঐ চিটের মত হ'য়ে পড়বি; তবে আর ধানের সঙ্গে মিশতে পারবি না। ৯

পুণ্য-পুঁথি

খু'দে জাম, জাম হ'লেও বড় জামের মত নয়, কলার বীচির গাছে কলা ধরতে কত দেরী হয়, আর পেয়ারা ফল কত শীগগির ধরে। সদ্‌গুরুর পোয়া হ'তে হয়। সদ্‌গুরুরা বীচির ফল বুঝতে পারেন। ১০

আঁধারের ফাটি—ফুটি আর কতক্ষণ? একটা দেশলাই বাক্সের কাঠির ঘর্ষণ মাত্র। তাকে লড়াই ক'রে তাড়াতে পারা যায় না। ১১

কাম কি জানিস? —কাঁঠাল। প্রেম কি জানিস? —আম। আমগাছে কাঁঠাল হয় না, কাঁঠাল গাছে আম হয় না। কাঁঠালে ভরা বীচি, কাম—ভরা বীচি! আমের একটা শাঁস,—মধুফল। ১২

ভাববাণী

পঞ্চপঞ্চাশত্তম দিবস

১ শ্রাবণ, ১৩২৪

শব্দ কি সুন্দর! শান্তির সন্তান। বিষয়—নিরাশা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কারণ—পাত্রাপাত্র, কালাকালে বদ্ধ নয়, জাতিগত নয়, সমাজগতও নয়—স্বায়ত্তশাসন সাপেক্ষ নয়, খাদ্যাখাদ্যের সাপেক্ষ নয়, ত্যাগেই এই, আর না। ১

দ্যাখ, যেওনা। দ্যাখ, একবার তাকাও। দ্যাখ, যে তোমাকে কোনও দিন ভালবাসে নাই তার দিকে চাও; যে তোমাকে ভালবেসেছে তার দিকেও চাও। যে তোমার কাছে কিছু চায় না তার দিকেও চাও; যে স্বাধীন তার দিকেও চাও। ২

দ্যাখ, আমি আছি, আমি আছি। প্রতি পরমাণুতে, প্রতি বিরাট্ জগতের কালের প্রতি দেশে; যা–কিছু ভাবা যায় প্রতি দেশে; যা–কিছু ভাবা যায়, যা–কিছু ইয়ত্তা করা যায়, সে আমি আছি, —দিব্য–সুন্দর আছি। ৩

দ্যাখ্, ওকে, ধর্ তো ভাই, —আর কেন ভাই, ছুটে' যা না ভাই। ঐ দ্যাখ্ অমৃতপুর থেকে সব এসেছে। একটু ভালবাস। একদিনের জন্য অবিশ্বাস, প্রাণের কালিমা ঢেকে রেখে দে। ৪

...... কত আলোকপিণ্ড আসছে, জগতে অনন্ত, বিরাট্, যা–কিছু সব আমি। যা চাস,—পাপ, পুণ্য, অমৃত, সব আমাতে আছে। আমি শাশ্বত, নিত্য, আমিই সব। আমিই সাকার, আমিই নিরাকার। ৫

ভাববাণী

ষট্‌পঞ্চাশত্তম দিবস

২ শ্রাবণ, ১৩২৪

সে একটা অব্যক্ত পরমানন্দ,—নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ,—প্রাণের প্রাণ, —জগতের জগৎ—অণুর অণু, —সে একটা বলা যায় না রে! যখন 'ছিল না'র সত্তা ছিল, কাল আসে নাই, যখন শব্দ ছিল, যখন সূর্য্যের–চাঁদের সৃষ্টি হয় নাই, যখন বিরাট গগনের সৃষ্টি হয় নাই, তখন এক বিরাট ধ্বনি সোহ্হং পুরুষ ভেদ ক'রে সৃষ্টি করতে চ'লে এল— সেই ওম্। শব্দে, সূক্ষ্ম মায়াতে, ব্রাহ্মী মায়াতে, হ্লাদিনী শক্তিতে ঘাত–প্রতিঘাতে সে ধারা বাধা পেল, তখনই সৃষ্টি,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—ত্রিধারা। বিরাট গতিতে শব্দ চলতে লাগল, তখন প্রাণ স্থির হয় নাই—তখন সৃষ্টি হ'ল আকাশ ..... বায়ু ..... কাল নির্দ্দেশ ক'রে চলল— তখন সৃষ্টি তেজ—সেই শক্তি। গতি চলছিল আবার চলবে, তাই দিয়ে বিরাট্ জলখণ্ড! তেজ ও জলখণ্ড যখন উপর–গতি ধরতে না পেরে আপন গতিতে চলতে লাগল, তখন সৃষ্টি হ'ল জড়। আবার, এই ঘাত–প্রতিঘাতে সৃষ্টি হ'ল দেবতা, কিন্নর, জীব–জগৎ। এখন আমি কী? সত্তা কোথায় আমার? আমি কি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম? আমি কি সেই বিরাট্—ব্রহ্মা—বিষ্ণু—মহেশ্বর? আমি কি সেই সোহ্হং ধারার সুরত শব্দ? সেই সোহ্হং পুরুষ, সোহ্হং পরমাত্মা, কি সেই অনামী পুরুষ? কে বলবে আমার সত্তা কোথায়? দ্যাখ্ আমি কি? আমার অস্তিত্ব কোথায়? আমি স্ত্রী, পুরুষ, ক্লীব, আমি যা–কিছু সব, —আবার আমি কিছু নয়।

কিছু নয় সেই আমি কত সৃষ্টি করেছে! কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কত আল্লা—খোদা, যীশু, কোটি–কোটি অবতার। আমি সব হ'য়েছিলাম, —সব হ'চ্ছে আমার অবিরাম গতি। আমার কারণসত্তা না জেনে যদি আমার কর্ম্মসত্তা জান ......। ১

আপনি মিশে যাচ্ছে, আপনি চলেছে,—তাহাকেই বলে প্রকৃতি। আমি পরমকারণ। অনন্ত কোটি দেবতা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ব্রহ্মজ্যোতিঃ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিঃ, সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের সত্ত্বা; সত্ত্ব, আমিই সব। আমি সেই দয়ালদেশ, ব্রহ্মদেশ, পিণ্ডদেশ। আমি সেই বৃন্দাবন, আমি কৃষ্ণ, রাধা, গোপ, গোপী; আমার আরতি করে চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, কোটি–কোটি গগন সব আমারই লীলা, আমারই প্রকট, আমারই জন্য আমারই ফাঁদ, আর কিছু নয়। আমি লুকিয়ে থাকি প্রতি প্রাণে; অন্তরে–অন্তরে লুকিয়ে থাকি। আমি চৈতন্য–পুরুষ, আবার আমিই 'হা ভগবান' ব'লে কেঁদে বেড়াই। আমি স্ত্রী হয়ে স্বামী–সেবা করি ...... আমিই স্বামী হ'য়ে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করি ...... আমিই পুত্র–কন্যা, আমি সন্ন্যাসী-বৈরাগী, আমি কত নাচি, কত কাঁদি, কত গাই, কত ভান ক'রে বেড়াই, আমি কুকুর হ'য়ে এক মুষ্টি অন্নের জন্য ছুটে যাচ্ছি, আবার নির্ম্মম হ'য়ে আমারই মাথায় লাঠি মারছি। আমিই পথ,—বেদ, কোরাণ, বাইবেল সব আমি। ওরে, আমি জীবন্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমিই মৃত। আমাকেই গোর দিচ্ছে, আমাকেই পোড়াচ্ছে, আবার ইন্ধন যা– কিছু সব আমি। ২

কি করছিস তোরা সব? লেগে যা, প্রাণপাত কর। তবে ভাই অবিশ্বাসী ...... আর তুই দাঁড়িয়ে আছিস নির্লজ্জ কাপুরুষ? ছুটে যা, বুক দিয়ে ধর্, কোল দিয়ে ধর্, নয় ...... মেরে দে। ৩

যাক সব ফেঁসে ফুরিয়ে চ'লে যাক্। তুই আর্য্যসন্তান, বিজ্ঞানের কর্ত্তা—প্রেমের উৎস, আজ তুই তর্ক কচ্ছিস? তুই ভণ্ডামি কচ্ছিস, আর জগৎকে ভণ্ড মনে করছিস— তুই জগৎকে, পিতাকে, মাতাকে, স্ত্রীকে অবিশ্বাস করছিস, আর মনে করছিস— "জগৎ আমাকে অবিশ্বাস করে".....। পাপের অত্যাচার আর সহ্য করিস না। অবিশ্বাস পাপ, কুটিলতা পাপ; ওরে সরল হ', সরল হ'। যে পরের জন্য মুণ্ডপাত ক'রে দিতে পারে, হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে দিতে পারে, সেই বিশ্বাসী, সেই বীর। দ্যাখ্ একজন বীর কেমন চালকের আদেশে অক্লেশে জীবনপাত করছে। ৪

বলিস— ঘরে মা নাই। খুঁজে দ্যাখ্, সারা বাংলায়, সারা ভারতে কতটি মা পা'স। যেদিন স্বার্থ-রাহু ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন ক'রেছে, সেদিন হ'তে মা লক্ষ্মী—মা জননী—প্রেম-ভক্তি সব ছেড়ে গেছে, আর আসে না তারা ব্রাহ্মণের গৃহে, তারা নীচ জাতির গৃহে আশ্রয় নিয়েছে, চণ্ডালের গৃহে গায়ত্রীরূপে বেদমাতা আশ্রয় নিয়েছে, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হ'য়েছে। এখনও প্রেমীকে পূজা করতে পারলি নে? এখনও যুক্তিতর্কের গণ্ডীতে আছিস? ৫

না রে, না, না; গুরু একজন সেই অনামী পুরুষ। আর বিরাটত্ব—প্রেম যার ভিতর জেগে উঠেছে সেই সদ্‌গুরু। আমরা সাকার কি-না, তাই সদ্‌গুরু আমাদের উপাস্য। একমাত্র সদ্‌গুরুই সেই ধামে নিয়ে যেতে পারে। .... যে নাম করবি সেই স্তরের নাম ...... ধ্বন্যাত্মক নামই শ্রেষ্ঠ। স্বভাব-গত হইলেই সিদ্ধ হয়। সদ্‌গুরুর ভিতর সেই অনামী—কম্পনের স্মৃতি আছে আর তার সঙ্গে যারা থাকে, তাদের ভিতরও সেই কম্পনের শক্তি যায়, তারাও শক্তিমান। সদ্‌গুরুর প্রত্যেক কথাই মন্ত্র, গুরুমুখ হইলেই কম্পন বোঝা যায়। ৬

না, তাঁর ভিতর কোনও 'মিরেকেল' নাই, তাঁর অজানা কিছুই নাই। জীবের ভিতর 'মিরেকেল' আছে। কারণ, সে দেখে নাই। গুরুমুখী হ'লেই সে দেখতে পায়। ৭

মনের ভাবই শরীর। মনটাকে যদি শরীরের ভিতর উজ্জ্বল করা যায়, তবে শরীরের জ্যোতিঃ বেড়ে যায়; আর মনটাকে আকাশে ন্যস্ত করলে শরীর শুকিয়ে যায়, জ্ঞানের জ্যোতিঃ বাড়ে। ৮

'মিরেকেল' দেখান, কি সত্যের বিরুদ্ধে কম্যাণ্ড তা'সদ্‌গুরুর ভিতর–দিয়ে বেরুতে পারে না, আর বেরুলে তিনি সদ্‌গুরু নন। ৯

Attractive & repulsive action. Attraction ও Repulsion দুইটাই আকর্ষণ। ভালবেসে বা শত্রুভাবে আলিঙ্গন বা জব্দ করাও আকর্ষণ। রাবণের রিপাল্‌সিভ্ এ্যাক্‌সন্, কংসেরও রিপাল্‌সিভ্ এ্যাক্‌সন্ তাই আকর্ষণ, যীশুর ও নিত্যানন্দের এট্রাক্টিভ্ এ্যাক্‌সন্ —তাই আকর্ষণ। ১০

দ্যাখ্, দ্যাখ্, ওকে যেতে দিও না। ও প'ড়ে যাচ্ছিল নদীর ধার থেকে। ১১

না ভাই; দ্যাখ ভাই আমি গুরুগিরি, অবতার—টবতার বড় ঘৃণা করি। আমার দেশে দু'—একবার হরি বল্‌লেই অবতার হ'য়ে পড়ে। ১২

আমি বলি বন্ধুভাবে, আমি যদি সত্য বলে জানি, তা' কি তোমাকে বল্‌ব না? আমি বলি সাহায্য করতে; আমরা নিরবচ্ছিন্ন শান্তি–আনন্দ চাই, আর যাতে তা'পাই সেই ভাল। ১৩

ভাববাণী

সপ্তপঞ্চাশত্তম দিবস

২৩ জুলাই, ১৯১৭

দ্যাখ, তুমি ছুটে যেও না, তুমি চ'লে যেও না। আমি ছেলেমানুষ, এক্‌লা কেমন ক'রে থাকব? ১

দ্যাখ, ওরা আবার এসেছিল . . . কী বলে? পারি না, পারি না। লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেল্‌তে পারিস্ না? বুকে বল নাই—প্রাণে স্ফূর্ত্তি নাই—কেবল সকল সময় দে দে। ২

হায় রে হায়! তোদের লজ্জাও হয় না? তোরা আজ গুরু সেজেছিস? ঘরে—ঘরে মন্ত্র দিয়ে বেড়াচ্ছিস্? মন্ত্র বিক্রী ক'রে উদরান্নের সংস্থান করছিস? একবার বুঝে দ্যাখ্ দেখি, একবার চেয়ে দ্যাখ্ দেখি? তোদের পূর্ব্বপুরুষ . . . দ্যাখ্, বিশ্বাস হয়না? ভয় হয় না? ঘৃণা হয় না? শোন্, দ্যাখ্ যদি চাস তো তবে দিয়ে ফেল্। যতই চাইবি, যতই ছুটবি তাদের পানে, তারা তোর মুখে লাথি দিয়ে, —থুথু দিয়ে চ'লে যাবে, তাদের সঙ্গ নিতে পারবি না। মরণে ধরলেই অবিশ্বাসী হয়। ৩

দাঁড়া, দাঁড়া ফিরে, চা'স্ যা ...... আমি দিব। আমার বুকে অনেক রক্ত আছে, আমি সব সহ্য করতে পারি। ৪

দ্যাখ্, লাথি মারিস মার্, থু থু দিবি দে। দ্যাখ্, যত নিন্দা ...... প্রাণ দিয়ে ভালবাস। যা, চাস, দ্যাখ্ সব থরে—থরে সাজান আছে। ঐ দ্যাখ্ সূর্য্য, দ্যাখ্, ঐ জায়গায় ছিল একটা . . .। ৫

দ্যাখ্, এত অত্যাচার কর্‌লে কেমন ক'রে থাকি বল দিকি? ৬

ভাববাণী

অষ্টপঞ্চাশত্তম দিবস

১৮ আগষ্ট, ১৯১৭

সে যাক, চাই ত্যাগ, ত্যাগের চরম। আসক্তি না থাকলেই হ'ল। ভোগে কিছু কর্ত্তে পারে? যে বুকে বল নাই, ঘৃণা–লজ্জা–ভয় আছে, দুর্ব্বলতা আছে, সে এখনও বিশ্বসত্তা আলোচনার উপযুক্ত হয়নি। ডিঙ্গিয়ে সত্ত্বে যাওয়া যায় না। বড় আমিরই ছায়া ছোট আমি—পুরুষকার। বড় আমির ভান ক'রে ছোট আমি ছেড়ে দেওয়া ভাল নয়! পুরুষকার চাই, কর্ম্ম চাই। সে ভাই অনেক দূরের কথা, সেসব বলাও যায় না। সে বলতে যদি কিছু কথা–টথা দিয়ে বলতে যাওয়া যায়, কথার বেলায় কত ভুল যায়।

দ্যাখ্, আমি জানি, আমি দেখেছি; দ্যাখ্, সে আর কিছুই না রে—সে আমি। এ প্রত্যেক আমি তাই এক! না ভাই, দ্যাখ্ যাই—দাঁড়াতে পাচ্ছি না ......।

Irregular vibration of the brain is trance.

ভাববাণী

উনপঞ্চাশত্তম দিবস

আগষ্ট, ১৯১৭

সব গেল। কোথায় গেল? কোথায় যাচ্ছি? কোথায়? এ কি ভীষণ অন্ধকার! সব গেল, ডুবে যাচ্ছে, সব গেল। ১

কি সুন্দর! চির বসন্ত! বেশ! এমন আনন্দ, এমন স্ফূর্ত্তি, এমন প্রাণমাতান রব কেউ শোনেনি। আঁধারের লেশ নাই। আলোর মানুষ, আলোর বন, আলোর বাতাস, চাঁদের আলো ফিক্—ফিক্ ক'রে হাস্‌ছে; ঐ দ্যাখ্ আলোর সরোবর, আলোর পাখীগুলি কেমন উড়ে বেড়াচ্ছে; বাঁশী .....। আমি ওখানেও যতটুকু এখানেও ততটুকু, ওখান থেকে আমায় ধ'রে নিয়ে আয় তো? ওখানে কেমনতর কায়দা যেন। নলিনী তোমাকে কি ক'লো ভাই? বাদ দিতে নেই, অভ্যাস ঠিক রাখ্‌তে হয়। ২

ভাববাণী

ষষ্টিতম দিবস

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

..... সোঽহং পুরুষ। শক্তিটা একটা মোড় ফিরে–ফিরে রচনা করছে, তাই এক–একটা স্তর। ১

দ্যাখ্, আমি আছি, ভয় নাই, ভয় নাই। ছুটেছি তোদের পিছে–পিছে, যেখানে যাস আমি পিছে–পিছে ছুটবো! যেমন ক'রে পারিস ছুটে আয়, একবার আমার পানে চা, ভিতরের দিকে চা! ঐ দ্যাখ্, সব আঁধার ছুটে গেল! আমি আছি, আমি আছি, আমি আছি। দ্যাখ্রে দ্যাখ্, আমি তোদের কাঙ্গাল ..... আমি তোদের হাসি-মুখের কাঙ্গাল, প্রফুল্ল মুখের ভিক্ষুক, আমি তোদের পবিত্রতার ভিক্ষুক। যেমন ক'রে পারিস্ হাস্, কোল্ দে, একবার বুকে টেনে নে, কোলে নে, একবার ফিরে চা, একবার ছুটে আয়। আমি তোদের কাছে, পিছে; আমি তোদের মাঝে, উপরে, নীচে; আমিই তোদের আমিই তুই। ২

ঠিক থাকা দায়, বড্ড কাঁপে দ্যাখ্রে। ওরে সব কি হ'য়ে গেল দ্যাখ্। এ কি হ'লো রে? তুমি ধরতে পারলে না তাকে? .....। ৩

কৃষ্ণ, কৃষ্ণরে! আমাকে ভাই সব্বার দরজায়–দরজায় নিয়ে চল ভাই। এত ছোট বুক নিয়ে কি কর্বো ভাই? (ক্রন্দন)। আমার কোন শক্তি নাই ভাই। আমার ইচ্ছা হয় দুনিয়া শুদ্ধ বুকের ভিতর লই, আমি তা পারি না (ক্রন্দন)। আমার ছোট বুকে কেউ আস্তে পারে না, সব্বার স্থান হয় না, আমার মত ছোট নাই। ৪

ভাইকে ব্যথা দিস না ভাই, কেবল ভালবাস্। ভালবেসে জয় কর্, ভালবাসা ছাড়া উপায় নাই। যা—কিছু আছে, সব দে। অস্থি, চর্ম্ম, মেদ, মজ্জা, হৃদ্‌পিণ্ড, যা–কিছু আছে, সব দে। সব দিয়ে ভালবাস্, যত দেবে তত মুক্তির দিকে যাবে। পিতার ডাক— "ভালবাস্ প্রেম কর্, বুকে তু'লে নে। আমি তোদের নাম হ'য়ে, শব্দ হ'য়ে, অনন্ত— অফুরন্ত— অসীম—অগাধ প্রেম হ'য়ে এসেছি রে! আমি প্রেম।" ঐ শোন্ পিতার আকুল ডাক, সব পাপ–তাপ গ'লে গেছে—সব প্রেম হ'য়ে গেছে। ধূলা পর্য্যন্ত সব সোনা হ'য়ে গেল, পথের ধূলা অমৃত হ'য়ে গেল! এমনতর আলিঙ্গন আর পাবি না। পিতার এমন আলিঙ্গন আর পাবি না। চৌরাশী নরকে যাচ্ছিস, পিতা আমার সেই নরকে বিষ্ঠার মধ্যে কীট–পতঙ্গ–গুয়ের পোকার দিকে তোদের জন্য ছুটেছেন। নরকে যাচ্ছিস, তবুও তিনি আকুল আহ্বানে তোদের ডেকে–ডেকে তোদের জন্য ছুটেছেন। অকৃতজ্ঞ আমরা, পিশাচ আমরা; শোন্, যদি জীবন থাকে, রক্ত থাকে, শোন্, শব্দের আকুল আহ্বান। গুরুর—পিতার আমার ছদ্মবেশে আলিঙ্গন। বড় ভাগ্য, বড় ভরসা, বড় আনন্দ, বড় শান্তি। ঐ শোন্—বলে "আমি আছি," আর বলে— "সৎ সৎ সৎ সৎ" অবিরাম গতি। ৫

ঐ দ্যাখ্, আবার যমুনাপুলিনে, রাসপূর্ণিমায় আবার বাঁশী ডাকে, বাঁশী আকুল প্রাণে বিরহে ডাকে "রাধা রাধা রাধা রাধা"। ঐ বিরহের ডাকে ডাকে— "রাধা রাধা রাধা রাধা"। গোপীরা—ভাগ্য—আর থাকতে পাল্লে না, তিষ্ঠিতে পাল্লে না, গোপীরা সব ছুটেছে। ডাক বড় মর্ম্মভেদী—কঠোর। কাল, সময়, বিচার মানে না—কেবল ডাকে। এত অন্ধ, এত নিকৃষ্ট,—তাও পিতার শব্দ ডাকে—"আয় আয় আয় আয়"। আর ভাবিস নে, চিন্তা

করিস নে; একবার ছুটে আয়, একটু বাতাস নিয়ে যা। তুই নারকী হো'স, স্বীকার কর্, আমি সব নেব। আসক্তি তো ত্যাগ করতে পারিস নাই, ওটি তো দিতে পারবি? সব দে না! সরল হ', সহজ হ'! ভালবাস, আমি তোদের সব করবো! ৬

ডাক্তার! ছুটে যা, চারিদিকে ছুটে যা, চ'লে যা কোণায়—কোণায়; চারিদিকে বোঁ—বোঁ ক'রে দৌড়ে বেড়া। ৭

অনন্ত! অনন্ত! ছোট যদি বড় হ'তে চায় তো তা' স্ফূর্ত্তি, বড় ছোট হ'তে গেলে তার বড়ই কষ্ট। ৮

ভাববাণী

একষষ্টিতম দিবস

৮ অক্টোবর, ১৯১৭

যমুনার ধারে আবার প্রাণের আকুল টানে সব জেগে উঠেছে। সব শান্ত। প্রাণে অমিয় হাসি জেগে উঠেছে; আবার ডেকেছে, চুমো খেয়েছে, আদর করছে; সব জেগে উঠেছে, সব জেগে উঠেছে। ১

ভয় কি ভাই? থাক্ না কেন ভাই বিশ্বাসী, থাক্ না কেন অবিশ্বাসী, নিঃশ্বাস–প্রশ্বাসের মত নাম ক'রে যা। দ্যাখ্, শ্বাস–প্রশ্বাসে বিশ্বাস করিস, না করিস, ও চলবেই। ২

কচু হ'লেই যে গাল ধরবে তার মানে কি? মাটির গুণে গালধরা কচু ভাল হ'য়ে যায়। যা' ব'লে মনকে বিশ্বাস করবি, তাই আর কি! যদি বলতে পারিস "আমি ভগবান" আর ঠিক–ঠিক তাই বিশ্বাস করিস তবেই মিটে গেল। নিজেকে হীনবীর্য্য ভাবতে নাই। আদর্শ সাথে–সাথে ধ'রে রাখতে হয়। তাকে যত ভালবাসবি ততই তেমনতর হবি, বদ্ধ জল যতই ভাল হোক না কেন, খেলেই অপকার করেই করে। নদীর জল চিরকাল খোলতা। বদ্ধ জল যত পুরাণ হয় তত প'চে যায়।

দ্যাখ্, ও' তেমন মিশতে পারে না, ওকে ছেড়ে দিলেও নদীর ভেতর গিয়ে কিছুক্ষণ আলাদা–আলাদা থাকে, তারপর মিশে যায়। দেখবি যার গোঁড়ামি কাটেনি, সে যত বড়ই হোক না কেন, পুকুরের জল। ডালিমকে কেউ ফাটাতে যায় না, ও আপনিই রসে ফেটে যায়। প্রেম জাগলে প্রেমী ব'লে পরিচয় দিতে হয় না, আপনি ফেটে যায়। দ্যাখ্, লঙ্কা মরিচের

ছোট জাত ধেনো মরিচ। ওর ঝাল বড় মরিচের চেয়ে কত বেশী! যত ছোট হ'বি, বিনীত হ'বি, পায়ের গোড়ায় পড়বি, তত তেজ বেশী। ৩

দ্যাখ্, পাকা বেলই ভাল, না পাকা পেঁপেই ভাল? বেল পাকলে কাকের আশা নেই। পেঁপে একটু ডাগর হ'লেই পাখীতে খাওয়া ধরে। ৪

দ্যাখ্, কারও মন্দ অপরের কাছে বলতে নেই। তার কাছেই বলতে হয়, আর তার ভাল অপরের কাছেই বলতে হয়! খুব ছিটিয়ে দিতে হয়। প্রেমের কাছে সব হার মেনে যায়। নির্ব্বিকল্পেই বা কি? প্রেমই সব। ৫

ভাববাণী

দ্বিষষ্টিতম দিবস

২০ কার্ত্তিক, ১৩২৪

রাখ্, ওগো রাখ্। সব রক্ত—কেবল রক্ত—রক্তগঙ্গা ছুটে গেল! এখনও নীরব, নিস্পন্দ? এখনও ঘাতকের মত ভুলে আছিস? প্রেমের সন্তান তোরা? চারিদিকে রক্ত। রক্তের আকাশ, রক্তের বাতাস, রক্তের আগুন, রক্তের পৃথিবী, রক্ত—রক্ত—রক্ত, কেবল রক্ত। কে আছিস তোরা? আয়, কে আছিস? ডাকতে জানিস? ডাকতে দে। প্রেম–ভিক্ষা। ঐ দ্যাখ্, ঐ দেশের মাটিতে বুকে ধ'রে হৃৎপিণ্ড দিয়ে কে প্রেম দিয়ে গেছে রে! ও রে, সে যে আমারই, নির্দ্দয়রূপে চোরের মত ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল! আর, তোরা এখনও নীরব, নিস্তব্ধ? পশুর মত কামাসক্ত, আমোদপ্রিয়? ১

যা–কিছু হচ্ছে, যা–কিছু ক'চ্ছে, সব শব্দতরঙ্গ থেকে। চৈতন্য–তরঙ্গই ব্রহ্ম। সহস্রদল থেকে বাহিরের ধারা পিণ্ডে এসেছে। করা যায়—তবে ব্রহ্মাণ্ডে, পিণ্ডে কি এসে যায়? পিণ্ড একদম ভুল। যে ইচ্ছা থাকে পিণ্ডে, সেই ইচ্ছাই সৃষ্টি, অষ্টসিদ্ধি ইহারই অন্তর্গত . . .। ২

এই যাসনে ওখানে, যাসনে, কুমীর! ৩

ভাববাণী

ত্রিষষ্টিতম দিবস

২৯ কার্ত্তিক, ১৩২৪

Contraction, Stagnation, Expansion. এমনি ক'রে এক–একটা মণ্ডল তৈরী হচ্ছে। সোঽহংপুরুষ পর্য্যন্ত চৈতন্যের সৃষ্টি।

Integration of "I." Universal consciousness of "I."

জগতের যাবতীয় জিনিস্ তাই অমন ক'রে পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে। একটা আণবিক প্রসারণ —এর চরমেই সঙ্কোচন, তাই মৃত্যু ক্ষতি নয়। তাই জগতের প্রত্যেক–প্রত্যেক জাতির আয়ু–সংখ্যা ঐরূপে নির্দ্ধারিত হয়। চেতন আমির ধারা, তাই সবের ভিতর চেতনা। অখণ্ডের চেতনা প্রত্যেক শরীরের ভিতর। সব কুড়িয়ে আন্ দিকিনি একবার।

ভাববাণী

চতুঃষষ্টিতম দিবস

২৮ ডিসেম্বর, ১৯১৭

তুমি এস। দেখ, তোমায় কত বল্লেম, শুন্‌লে না? তুমি আলো ক'রে এস, তোমার সন্তানকে কোলে নিতে এস। দ্যাখ, জগত কাঁদে, পরমাণু কাঁদে, তাই তুমিও কাঁদ। তুমি এস, আলো নিয়ে—জ্যোতিঃ নিয়ে এস। আমার তুমি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, সখা, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, ঈশ্বরের ঈশ্বর,—তুমি এস। ১

তুমি তো আমারই, আমাতেই আছ গো, তবে কেন খুঁজে বেড়াচ্ছি? তবে কেন বলি তুমি এস নাই? তুমি কেমন ক'রে এলে গো? তুমি সুন্দর! তুমি এসেছ, তা' তুমিই ক'য়ে দিয়েছ! তুমি চ'লে যাচ্ছ, 'আমি' চ'লে যাচ্ছে, সব চ'লে গেল, —তোমরা ধর। দেখ, চ'লে যাচ্ছে—তোমরা ধরলে না? চ'লে যেতে পারে না, অশরীরী হ'তে পারে! সারাটি ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আছে। ২

বীরুদা, তুমি রেগো না। দেখ, তুমি রাগলে পরে ব্যথা লাগে। তুমি কি বীরুদা? তুমি এত না বললে হয়? আমি কি জানিনে যে তুমি ভালবাস আমায়? হুঁ! (হাস্য)। ৩

না গো, সেগুলি তা' নয়। Various one equal to one. ও ভাই, ও' করলে চলে না। তোমরা করে যাও, দেখি কী হয়। ৪

ভাববাণী

পঞ্চষষ্টিতম দিবস

মাঘ, ১৩২৪

আয়, আয় ভাই, এখনও ছুটে আয়। ঐ দ্যাখ্, সূর্য্যের খনি, কেমন ক'রে হেসে–হেসে তোমার সম্মুখ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। সব পাপ–তাপ নিয়ে যেতে পারে, হাসির হিল্লোল এনে দিতে পারে।

বলেছ ভাই ফুল? বল ভাই রাধা বল, তুমি আর শুকাবেনা। রাধা বল্লে তোমার অঙ্গ কোমল হ'য়ে যাবে, সোনা হবে! দেখ, দেখ লতা, শুকিয়ে যাচ্ছ কেন? রাধা ব'লে ডাকনি? প্রফুল্লময়ী রাধা ব'লে ডাকনি বলে শুকিয়েছ! বল রাধে বল। একবার প্রাতঃকালে সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে বল রাধে। মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড দেখে বল রাধে। সন্ধ্যায় বল রাধে। কথায়, কাজে, হাসিতে, কান্নায়, সুখে–দুঃখে, শান্তিতে–অশান্তিতে বল রাধে রাধে, ... শুকাবে না তুমি আর। আমি শুকিয়ে গিয়েছিলাম, যখনই ব'লেছি রাধে, তখনই আবার দাউ–দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছি। সমস্ত প্রকৃতি আমাকে সাহায্য ক'রেছে। ..... প্রতি শ্বাস–প্রশ্বাসে, প্রতি পরমাণু কাঁপিয়ে বল রাধে। ১

মা, তুমি কাঁদ কেন মা? তুমি রাধে বলনি? আবার বল, আমার সাথে বল রাধে। ওমা, তুমি বৃদ্ধা হ'য়েছ, শমন–কিঙ্কর দাঁড়িয়ে রয়েছে? এই মুহূর্ত্তে বল—রাধে, আবার নবীনা হ'য়ে পড়বে। ২

ফুটলো, সব ফুটে গেল। সব গেছে ডুবে। দেখ, ওটা কে গেল গো? ব'লে দাও, সব্বাইকে ব'লে দাও, প্রাণ খুলে আলিঙ্গন ক'রে ব'লে দাও,—

পুণ্য-পুঁথি

"বল ভাই রাধে" —প্রাণ ভ'রে বল, একবার বল। ঐ দ্যাখ, কে তোমায় কোলে ক'রে র'য়েছে? কে তোমার অশন–বসন জোগাচ্ছে? কে তোমার প্রতি নিশ্বাস–প্রশ্বাসে অস্তিত্ব রক্ষা করছে? — সে রাধে। ..... পত্নীর, কন্যার মুখ চেয়ে, মাতাপিতার পদ ছুঁয়ে, ভ্রাতার কর ছুঁয়ে, বন্ধুকে আলিঙ্গন ক'রে—বল রাধে। সব জ্বালা–দুঃখ থেমে যাবে, নিভে যাবে। শান্তি আমার প্রাতঃসূর্য্যের মত তোদের প্রাণে উদয় হবে। ৩

কেন ভাই, ও কথা কেন? অত কথা কি? দ্যাখ্ ভাই, বল আমি খুব বইতে পারি, খুব ব'ব। দ্যাখ্, আমি তো ভাই, বামুনের ছেলে, তোদের স্পর্শ ক'রে বলছি,—চন্দ্র–সূর্য্য সাক্ষী ক'রে বলছি, —তোদের সব পাপ–তাপ আমি মাথায় নেব। কিন্তু দ্বিধা করতে পারবি না,— বলতে পারবি না তোরা পাপী। ...... ঐ দ্যাখ্ ...... ঐ শোন্ বংশীধ্বনি। আমায় ছুঁ'য়ে বল্, "তোমাকে স্পর্শ ক'রে বলছি, আজ থেকে আর আমার পাপ–তাপ কিছু নাই, সব চ'লে গেছে।" বন্ধু-বান্ধব, পিতামাতা, স্ত্রী, ভাই ভাইকে আলিঙ্গন কর্! আমার মাথায় জুতা মার তা'তে আমার আপত্তি নাই .....। ৪

কাজ কি ভাই, অত বেছে কি হবে? তুমি পবিত্র হও, নির্ম্মল হও। .... তিনি প্রেমময়, অত বিচার কেন? বল রাধে! নাম কর। যে তোমায় ভালবাসে, তাকে ভালবাস, আর সকলকে ভালবাস। ৫

কি হবে ভাই অবতার দিয়ে, ঠাকুর–ঠুকুর দিয়ে? আমি যা' বলি কর, ভাই কর, তুমি শান্তি পাবে। তিনি পাপের রক্তে স্নান ক'রে এসেছেন, —ম্লেচ্ছ নিধন ক'রে এসেছেন। তিনি পবিত্রতা.....অমৃত নিয়ে এসেছেন। তিনি এসেছেন। এলে কি হবে? তুমি আলিঙ্গন কর। ৬

ভাববাণী

ষট্‌ষষ্টিতম দিবস *

মাঘ, ১৩২৪

একটিও তারা নাই—নির্ম্মল আকাশ ...... আছি আমি ...... অনন্ত প্রস্রবণ! ১

গীত (বেহাগ)

একে–একে নিভে গেল সূর্য্য–চন্দ্র যত তারা।
বাঁচে মাত্র আমিই—আমি অনন্ত অসীম ধারা॥
একে–একে নিভে গেল সূর্য্য–চন্দ্র যত তারা।
হাসে দিগ্‌বধূ আবার পরিয়া জ্যোতিঃর হার,
ঐ হাসে আবার, হাসে আবার, হাসে হাসে হাসে আবার,
ঐ হাসে হাসে আবার, হাসে হাসে আবার॥ ২

---

* রাত্রে কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুরোধে ও ডাক্তার সতীশচন্দ্র জোয়াদ্দার অভয় দেওয়ায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী শ্রীমতী ননীবলা মাতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পায়ের ধূলা দিতে সম্মতা হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া

দ্যাখ্, ওগুলি অমন ক'রে রাখিস নে, সব্বাইকে দিয়ে দে। যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছিস, সব্বাইকে দিয়ে দে। লতাগুলা পর্য্যন্ত সব্বাইকে দিয়ে দে। ছুটে যা রাস্তায়, দ্বারে–দ্বারে, প্রতি নয়নের কোণে ...... বল্— "অমৃত এনেছি, কে আছিস ক্ষুধাতৃষ্ণাকাতর— মরুভূমিপ্রাণ। আমার কাছে আছে, নিয়ে যা।" ৩

মৃত্যু কি রে? অমৃতের সাগরে ডুব দিয়েছিস তোরা, অমৃতময় হ'য়ে পড়েছিস্, পারিজাত হ'য়ে পড়েছিস, স্পর্শমণি হ'য়েছিস। বল্— "পেয়েছি, এনেছি অমৃত, —নিয়ে যা ভাই, প্রেমপূর্ণ ভগবান্ এনেছি" —শব্দ অনামী, অব্যয়। ৪

যা, সব ছিঁড়ে যাক্, —বাঁধন সব খুলে যাক; —বুকে–বুকে হ'য়ে যাক,—প্রাণে–প্রাণে হ'য়ে যাক, —বাঁধিস্‌নে তোরা! মা বড় ব্যথা, বাঁধ্‌তে শিখেছিস, বাঁধাতে পারিসনি। যখনই বাঁধা পড়িস, তখনই আমি। আয় মা! মায়ে–পোয়ে এক হয়ে থাকি। ...... আয় মা ছুটে, আবার ছুটে আয়। আবার অসুরনাশিনী চামুণ্ডা–ভগবতী—দুর্গা—দশপ্রহরণধারিণী! আমি তোর বুকের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখি, আমার বিশ্ব আমি আছি। তোর বিশ্ব তুই, তুই–ই আমি মা—তোতে আমি, আমাতে তুই! ৫

দ্যাখ্ ভাই, আমি এসেছি ভিক্ষুক তোদের দ্বারে। আমাকে চিনিস নে? আমি তোদের অপরিচিত নই। বড় জ্ব'লে এসেছি, মারিস নে ভাই! একটু ভাল মুখের কথার আশায়, একটু দাদা–ডাকের আশায় এসেছি। তোদের

সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোরা আয় ভাই, দেখে যা, মায়ের দয়া, তোরা আয় দেখে যা, তোরা যেথায় ইচ্ছা চ'লে যা, আর ভয় নাই। মায়ের হাতে অসি নাই, গলে নরমুণ্ড–মালা নাই, অট্টহাসি নাই। মা আমার দয়াময়ী, মা আমার পুতুল–মা নয়, চৈতন্যময়ী মা।" ইহাই বলিতে–বলিতে ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হ্রাস হইতে লাগিল এবং "আমার মা, আমার মা,

মধ্যে যত পাপ–তাপ–দস্যু আছে, তাদের সহায়তা কর্, কিন্তু আমার মাথায় পদাঘাত করিস নে। তোদের মধ্যে ভিক্ষুক বেশে এসেছি। আমি আত্মীয়—পরমাত্মীয়, আমি তোদেরই,—আমি তোদেরই। দ্যাখ্ ভাই, আর কেন ভাই ওর গায়ে হাত দিচ্ছিস্? অনেক সয়েছি, না হয় ফিরে যাব। না হয় ফিরিয়ে দিবি। একবার আমাকে একটু স্পর্শ কর্, ছুঁয়ে দে, না হয় লাথি মার্, —অস্ত্রাঘাত কর্, তথাপি বুঝ্‌বো তোদের কাছে প্রেমের আশায় প্রেম পেয়েছি। তোরা জানিস না ব'লেই না –হয় লাথি খেয়েছি। আমার না –হয় আসতে দেরী হ'য়েছে, তোরা কাঙ্গাল হ'য়েছিস পরে এসেছি। আমি আসবো ব'লে এতদিন আসিনি, সে আমারই দোষ! ৬

যে দিন তোরা নদীয়ার প্রেম ভুলে গিয়ে নামে মাত্র বৈষ্ণব হয়েছিস, সেদিন তোদের সব গিয়েছে। বদ্ধ থাকিস না, বদ্ধ থাকা কি ভাল? এই মুহূর্ত্তেই তোরা মুক্ত। ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর স্ত্রী–পুত্র–কন্যা ল'য়ে তোরা ভুলে আছিস; তোদের জন্য প্রার্থনা করবো, আশীর্ব্বাদ করবো। ভাবি, কোন্ কৌশলে তোদের ভিতর প্রবেশ ক'রে তোদের সামিল হ'য়ে যাব! আমি তোদের, তোরা আমার। ৭

বাপ রে বাপ, কি ভয়ানক মেঘ! কি ভীষণ বিদ্যুৎ! কি শব্দ! তোমরাও যাও। ভয় কি ভাই, এখনই সব ছুটে যাবে, মেঘ যাবে, ভয় কি? বজ্র পড়ে, আমার বুকে পড়বে। তোদের সম্মুখে আমি, পশ্চাতে আমি, দশদিকে আমি আছি। চ'লে যা, হস্তে নামের নিশান—প্রেমের নিশান। বিশ্বাস ক'রে যা, —চন্দ্র–সূর্য্য এক স্তরে জ্বালাতে পারবি। ৮

আমি মা, আমি মা" বহুবার বলিতে–বলিতে বাহ্য চৈতন্য লোপ হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। ননীবালা মাতাও ভাবে বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়া যান এবং কিয়ৎকাল পরে জড়িতকণ্ঠে "রাধাস্বামী, রাধাস্বামী" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

ওর কাছে শক্তি আছে ভাই—অফুরন্ত ভাণ্ডার! যদি পারিস নিয়ে যা .....। ৯

যতদিন হো'ক পুড়তেই হ'বে ভাই, পুড়তেই হবে। ক'রে যা, —তা' হোক,—আচ্ছা,—অদৃষ্ট। ১০

Good bye . . . Yes. May I show . . . Co-operation. 11

কর্ না তোরা! ক'রে যা, বুক দিয়ে, প্রাণ দিয়ে লেগে যা দেখি! মুখ দেখাদেখি ক'রে ব'সে থাকিস নে। আমাদের জাতের ভিতর ওটি বড় বেশী দেখা যায়। যা' করবি, ক'রে ফেলা। যদি ভয় করে— কাজে ঢুকতে গিয়ে, আপন গালে তিন চড় দিবি! ১২

ভুলে গিয়েছ তুমি অমৃতের পুত্র, নির্ভীকের পুত্র! প্রাণ দিয়ে সত্য আলিঙ্গন করবি, তা'তে প্রাণ যায় সেও ভাল। বুক ঠুকে বলবি সত্য। বিশ্বাস করতে পারিস না? হিঁদুর ছেলে হ'য়েও তোদের বিশ্বাস নাই? সে দেবে, মাথায়—মাথায় ব'য়ে দেবে, তার চৌদ্দ পুরুষ দেবে, আমি বলছি দেবে। তোদের শেয়াল দেখে বাঘের ভয় মিটলো না? সত্যের সন্তানের আবার অভাবের ভয়! ১৩

দ্যাখ্, তোদের নিজের ঘরে অসীম সত্য আছে, যদি বিলা'স তবে অনন্তকাল দিতে পারিস। নিজের ধর্ম্ম ছেড়ে সাদা ধর্ম্ম আন্তে যাস? যেমন ঘরে লক্ষ্মীর মত স্ত্রী থাকতে তা' ছেড়ে বেশ্যাবাড়ী যাওয়া। ১৪

দ্যাখ্ ভাই অনন্ত! ও' নয়। গণ্ডী না ছাড়লে প্রাণ ভ'রে বোঝা যায় না। তুমি ব'লে দাও; তোমার কাজ কর। তুমি পাল্লে না ভাই? ১৫

অশ্বিনীদা! প্রেমের ভাষায় সিংহের মত কথা বলতে শেখ। তা' যদি না পারলে ভাই তবে আর এতদিনে কী করলে? ১৬

কৃষ্ণ! ভাই, দ্যাখ ভাই, বড় ব্যথা দেয় এরা। ১৭

আচ্ছা ভাই ডাক্তার! তুমি ধর তো ভাই, তুমি ওকে ধর না! ১৮

বিধুদা! ও' করলে হয় না ভাই। তুমি সব হারায়ে ফেলে দিয়েছ কেন? আচ্ছা ভাই, আমি দেব। ১৯

ভাববাণী

সপ্তষষ্টিতম দিবস

২৭ চৈত্র, ১৩২৪

ঘুরছিল রে, তখনও সে ঘুরছিল, কিন্তু জানতো “আমি স্থির”। তাও গেল—সকলি মিটে গেল। বেরোয় নাই, তখনও সে ছুটে বেরোয় নাই। সে আপনা-আপনি, তাকেই বলে অনন্ত অপার। তাই কবীর বলেছে “সান্ত।” সান্তের বা’র,—না আছে অনন্ত, না আছে সান্ত। তারপর থেকে সূক্ষ্মতর স্থূলের সূক্ষ্ম। ওর থেকে যাঁহা সংকল্প তাঁহা সৃষ্টি। ওকেই কবীর বলেছে আত্মা আর পরমাত্মা। আর, ঐ আগের অংশটুকু স্বামী। তাই এর সাথে ও’একটু বিভিন্ন। ১২

আমি কাঁদবো, আমি কাঁদি কেন? তোরা কাঁদিস কেন ভাই? এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা, এত কষ্ট, এত অভাবের তাড়না, —তবু বলছিস সুখ? ভাই, তোরা কাতর, তাই আমিও কাতর। আবার ফুঠে ওঠ্ ভাই, আবার তোদের গলা জড়িয়ে সামগান গাই। আবার দেখি তোরা প্রত্যেকেই সেই চার বেদের প্রতিমূর্ত্তি। তোরা বল্,— “আমার মৃত্যু নাই, আমি অজর, অমর, অনন্ত আত্মা।” ...... দ্যাখ্ ভাই, আমি তুই, আমি তোরা, তোরাই আমি। ২

যখন বলিস, যখন কাতরভাবে বলিস— “আমি হীন, আমি বদ্ধ, আমি ক্লিষ্ট,” তখন যে আমার বুকে বজ্রদুয়ার প’ড়ে যায়। ভাই, তোরা একবার বল্, “আমি মুক্ত, আমি অপাপবিদ্ধ, আমি শুদ্ধ. আমি বুদ্ধ।”

দেখবি বজ্রদুয়ার ফেটে খান্–খান্ হ'য়ে যাবে। ৩

ভাই, তোমাকে ভোক্তা বললেও ভুল হয়, অভোক্তা বললেও ভুল হয়। যখন তোরা ভাইয়ের দিকে চোখ রাঙ্গিয়ে তাকাস, ভাইয়ের বুকের উপর ছোরা তুলে ধরিস, তখন আমি একদম ভুলে যাই যে আমার বুকে এক ফোঁটাও প্রেম আছে। ভাই দ্যাখ্, আমি তোদেরই, আমি তোদেরই—নিতান্তই তোদেরই, —আমি তোরাই! ৪

যখন তোরা সেই ব্রজলীলায় নিত্যরাসে মাতিস, তখন আমি প্রতি ঘটে–ঘটে শ্রীকৃষ্ণ। আবার যখন তোরা নদীয়ার পথে–ঘাটে–বাটে হরিবোল্ হরিবোল্ ব'লে প্রেমে উন্মাদ হ'য়ে নৃত্য করিস, তখন সর্ব্বঘটে আমি শ্রীচৈতন্যরূপে চৈতন্য দান করি, আমিই আবার প্রেমময়রূপে সর্ব্বঘটে প্রেম দান করি। আমি নিত্য–সাক্ষিস্বরূপ, আমিই শ্রীকৃষ্ণ, আমিই শ্রীচৈতন্য, আমিই রামকৃষ্ণ, আমিই সব, আমিই সব। ৫

যখন তুমি দাতা, তখন আমি তোমার সম্মুখে দীনদরিদ্র ভিখারী, —যখন তুমি ভিখারী, তখন আমিই দাতা। প্রতি মুহূর্ত্তে–মুহূর্ত্তে নিত্য–নিত্য তিলে–তিলে মরেও আমার মরণ নাই, প্রতিমুহূর্ত্তে মরি, তাও আমি মরি না। ৬

ও কে? অ্যাঁ? ও কে? দ্যাখ্ কি ভয়ানক দুর্গন্ধ! কি যন্ত্রণা! ও কি বজ্রনিনাদ! ও যে ভয়ানক আর্ত্তনাদ! এখানে কেউ আছে? ওগো কেউ নাই! —ও কি জ্বলন্ত দৃশ্য! ও কি পাপ! ৭

ওরে মুক্তি নাই, আমি ভোগী, আমার মুক্তি নাই। আমার নড়বার ক্ষমতা নাই; ওগো কি কঠিন বাঁধন; আমার বাঁধনে আমি বদ্ধ। ওরে কেউ নাই, ওরে আমার ইচ্ছার বাঁধন কেটে দেবার কেউ নাই! ওগো ও ইচ্ছা! তোমার পায়ে ধরিছি ইচ্ছা, একবার আমায় মুক্ত ক'রে দাও, তারপর আমি তোমায় মুক্ত কর্‌বো। ৮

ও কি জ্বালা! আমি পরদারহরণকারী, আমায় বাঁচাও, আমায় একবার

আমার স্বরূপ জানতে দাও। অ্যাঁ? আমি বেশ্যা, আমি স্বামীঘাতিনী, আমার একটু ভাবতে দেবে? আমি পুত্রহত্যাকারী, আমি পুত্র হত্যা করিছি, আমায় একটু ভাবতে দাও। আমি কর্কশভাষী, আমায় আর ভাষার যন্ত্রণা দিও না। ৯

ওগো মৃত্যু! ওগো মৃত্যু! আমার মৃত্যু নাই, আমি আর যন্ত্রণা ভোগ করতে পারি না। আমি কি শুধুই জ্বালা ভোগ করবো? ওগো ডাক্তার! আমায় রক্ষা কর। আমায় একটু ভাবতে দাও যে আমি অশরীরী। ১০

রাখ, রাখ, ওর সন্তানটি কেট না। তুমি কেটে ফেল্লে? তোমাদের কারও দয়া নাই। ১১

অ্যাঁ! আমি মিথ্যা ভণ্ড গুরু, আমি ওদের হত্যা করিছি, আমার নির্ব্বংশ হবে! ওগো কে আছে? আমি আর দীক্ষিত করবো না, আর ভণ্ডামী করবো না, আর আমি অবিশ্বাস করবো না। আমি জপ করবো— "দূর হও অবিশ্বাস।" আমি আর কোন কালে অবিশ্বাস করবো না। ১২

ও মা, মা! এসেছ? দ্যাখ্, আমার ক্ষত–বিক্ষত মন। মা সেই নাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যা' ভগবান কখনও জপ্‌তে পায় নি। আমি পবিত্র হয়েছি কিন্তু তোদের জন্য পাপী হয়েছি। ১৩

যাও যাও ভাই সব, যাও তোমরা। আমিই সব ভোগ করবো। মা আমার নাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মা আমাকে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিস না। নইলে যে আমি ভুলে যাই। ১৪

ভাই, নাম ক'রে এগিয়ে চ'লে যাও, কেউ তোমার বাধা দেবার নাই! সম্মুখে রাজপথ। আমি বামপথ আগলে রক্ষা করবো, মা আমার দক্ষিণে, ঐ দক্ষিণের পথ ধ'রে চ'লে যাও, কেউ বাধা দেবে না! দেখবে, দোর খোলা আছে, ও –পথ যে অমৃত দিয়ে তৈরী! ১৫

ভাববাণী

অষ্টষষ্টিতম দিবস

৩০ বৈশাখ, ১৩২৫

তখন একটা ভীম আবর্ত্তন আরম্ভ হ'ল। জ্যোতিঃর ঝলক ধমকে—ধমকে বেরুতে লাগলো, আর অসীমের সঙ্গীত আরম্ভ হ'ল! অস্তিত্ব ..... আর গতি পাইনে, নিবিড় অন্ধকার! চাঁদ আর সূর্য্যের মধ্যে দুর্ভেদ্য অন্ধকার! ১

সত্য লোকের শব্দ আর সেই সোঽহংপুরুষ। প্রথম সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার, শ্যাম আর পীত, পুরুষ আর প্রকৃতি, তারপর প্রাতঃসূর্য্য—গায়ত্রী। সেই শব্দের ভিতর—দিয়ে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ পিণ্ড সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলো। যত গতি বেশী, সাদা সেখানে বেশী; যেখানে যত গতির অভাব, সেখানে তত, 'কলার'—এমন ক'রে সেভেন কলারস্ হ্যাঁ, ওরই নাম ম্যানিফেষ্টেশন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।" ২

জ্যোতিঃর পর আর ওরই ক্রুড্ এলিমেন্ট অক্সিজেন তেজতত্ত্ব কিনা, হুঁ (হাসি), তা কি জ্বলে পাগল (হাঁসি)। ওর কম্পোজিশন সব জাগারই। হ্যাঁ, ওর থেকে সোডিয়াম হ'য়েছে। ওকে যদি ভিন্ন গতি দিয়ে ঘনীভূত কর, চেষ্টা কর প্রথমে আরম্ভ H_2O হবে, তার থেকেই সোডিয়াম হবে। এ সব চৈতন্য! ফিজিক্স, ক্যামিষ্ট্রি সব চৈতন্য! তোমরা জ্ঞানে ভুল করছ, বিজ্ঞান নিজেই ভগবান, সর্ব্বশক্তি এর ভিতর তাঁর! সব করতে পারা যায়! 'তা' পারা যাবে না কেন? সে কি হয়? হ'চ্ছে দেখছো? (হাসি)। ৩

ভাববাণী

অষ্টষষ্টিতম দিবস

৩০ বৈশাখ, ১৩২৫

তখন একটা ভীম আবর্ত্তন আরম্ভ হ'ল। জ্যোতিঃর ঝলক ধমকে—ধমকে বেরুতে লাগলো, আর অসীমের সঙ্গীত আরম্ভ হ'ল! অস্তিত্ব ..... আর গতি পাইনে, নিবিড় অন্ধকার! চাঁদ আর সূর্য্যের মধ্যে দুর্ভেদ্য অন্ধকার! ১

সত্য লোকের শব্দ আর সেই সোহহংপুরুষ। প্রথম সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার, শ্যাম আর পীত, পুরুষ আর প্রকৃতি, তারপর প্রাতঃসূর্য্য—গায়ত্রী। সেই শব্দের ভিতর–দিয়ে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ পিণ্ড সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলো। যত গতি বেশী, সাদা সেখানে বেশী; যেখানে যত গতির অভাব, সেখানে তত, 'কলার'—এমন ক'রে সেভেন কলারস্ হ্যাঁ, ওরই নাম ম্যানিফেষ্টেশন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।" ২

জ্যোতিঃর পর আর ওরই ক্রূড্ এলিমেন্ট অক্সিজেন তেজতত্ত্ব কিনা, হুঁ (হাসি), তা কি জ্বলে পাগল (হাঁসি)। ওর কম্পোজিশন সব জাগারই। হ্যাঁ, ওর থেকে সোডিয়াম হ'য়েছে। ওকে যদি ভিন্ন গতি দিয়ে ঘনীভূত কর, চেষ্টা কর প্রথমে আরম্ভ H_2O হবে, তার থেকেই সোডিয়াম হবে। এ সব চৈতন্য! ফিজিক্স, ক্যামিষ্ট্রি সব চৈতন্য! তোমরা জ্ঞানে ভুল করছ, বিজ্ঞান নিজেই ভগবান, সর্ব্বশক্তি এর ভিতর তাঁর! সব করতে পারা যায়! তা' পারা যাবে না কেন? সে কি হয়? হ'চ্ছে দেখছো? (হাসি)। ৩

ওগো আমাকে তৃপ্তি দিলে না? ৭

অশ্বিনীদা! দেখ ভাই তুমি, শালারা যা' ইচ্ছে তাই করলে গো! দ্যাখ্ ভাই, ও ভাই বীরুদা, ও ভাই ডাক্তার, আমি পাগলও হয়নি, কিছু না! একটা ভাই আবিলতা, একটা জড়তা, কেমন একটা; অসংখ্য—অসংখ্য রকমের সঙ্গে অসংখ্য—অসংখ্য রকমের বিভিন্নতা যত দেখি চারিদিক দিয়ে ভরা। দ্যাখ্, যত তারা আছে, —ম্যানিফেস্টেশন আর গতিশীল কিনা, তাই জ্যোতির্ম্ময়। যেখানে 'ভাইব্রেশন পেনিট্রেট করতে পারে না, সেখানে অন্ধকার। যখন সূর্য্য ওদিকে যায় তখন এদিকে অন্ধকার। ৮

দ্যাখ্ ভাই, মন যত উচ্চ স্তরে উঠে, তত সব জ্যোতির্ম্ময় দেখা যায়। তখনই তাই যা' যা' দেখা যায় তা জ্যোতির্ম্ময়। গাছটা দেখলে সেও আলোর গাছ। যত মন স্থূল শরীরের দিকে থাকে, যত স্থূল হয়, তত কুবুধে হয়। মন যত বস্তুভাবে .... তত কম্পন ক'মে যায়। যত কন্‌সেন্‌ট্রেশন দেওয়া যায়, তত 'সাইট্' দেখা যায়, মনাকাশ তখন আকাশ দেখে। সব শালাই কি পাগল? মন থাকলেই পাগল হয়, কি বল ডাক্তার? ৯

না নারে ভাই, না, না । সমাধিটা একটা ঘুমের মত, চৈতন্য ভিতরে থাকে। সাধে পাগল না কি তুমি? ভণ্ডামির মতই আর কি (হাসি)। ১০

ভাববাণী

উনসপ্ততিতম দিবস

১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫

তখন এক বজ্র প্রেমের খেলা আরম্ভ হ'ল। তখন স্বপ্নের ভিতর, আপনার ভিতর একটি শক্তি ...... কাজ করতে আরম্ভ করলো। এক্সপ্যানশন্ ব্রহ্মা, ষ্ট্যাগ্‌নেশন বিষ্ণু, রিপাল্‌সন্ মহেশ্বর। তখন জ্যোতিঃর সৃষ্টি হ'ল তাই শিবের বুকে শ্যামা। নিভে গেল, সব নিভে গেল, এক একটি ক'রে সব ডুবে গেল। যা' ছিল, যা' হ'য়েছিল; আশা গেল, ভরসা গেল, সব গেল। কেবল আমি, সেই আমি গো, সেই অনন্ত আমি, অসীম আমি, আমি গো কেবল আমি! তুমি আমি, সে আমি—আমির ধারা, আমির ঢেউ ......। ব্রহ্মা আমি, বিষ্ণু আমি, ঐ জ্যোতিঃ আমি, ঐ গ্রহ-নক্ষত্র সব আমি। ঐ যাকে দেখে তুমি যে ঘৃণা করছ তাও আমি। বল—কেবল আমি, আমি গো আমি। দেখ, দেখ, তুমি যাকে ভালবাস, তুমি যাকে বিষের মত ভয় কর, তুমি যাকে শত্রুর মত দেখ, দ্বিধা কর, সন্দেহ কর, —তাও আমি, সব আমি। দেখবে ভাইকে আমি, চিনবে ভাইকে আমি। দেখ— 'তুমি' ভুলে যাও, 'তুমি' মুছে ফেলাও, দেখবে, শুনবে, বুঝবে— তাও আমি! আমি অনন্ত ধারা, আমি সত্য পুরুষের ধারা; আমি শব্দ, আমি ঈশ্বর, আমি জ্যোতিঃ, আমি সৃষ্টি। দুঃখ—তাও আমি, সুখ—তাও আমি, দ্যাখ—আমার ভেদ নাই, আমি—আমার আমি, যখন আমার জ্ঞান হয়, আমি তখনই স্রষ্টা,—আমি বিষ্ণু। আমি মায়া—যখনই আমি ভুলে যাই, আমার অস্তিত্ব আমি সগর্ব্বে মুছে ফেলি .... তখনই আমি মহাকাশ, আকাশের ঢেউ লেগে সব .... আমি সৃষ্টি-স্থিতি লয় ক'রে ফেলি, অনন্তে মিশে যাই।

আমার জ্ঞান অজ্ঞান—সেও জ্ঞানময়। দ্যাখ, আমাকে দেখবে, বুঝবে, ভোগ করবে। তুমি কিছু ভেবো না, যা' দ্যাখ তাই তুমি। প্রত্যেক্ ভাব সেই তুমি। যা' দ্যাখ আমার নিজের রক্তের মত, যা' দ্যাখ ..... তোমার নিজের হাতের হৃৎপিন্ডের মত, যেন জান না কত প্রেম। অমনতর এমনভাবে তাকে আকর্ষণ কর, দেখবে তুমি কেমন —আমি কেমন। দ্যাখ্, যখন আমি কীটাণুকীট, আমি অণুর অণু, আমি বৃহৎ— সেও আমি। যেমন আমি অণুর ভিতর সেই আমি; সব অহং আমার, আমার স্ফূর্ত্তি। তাও গেল,— অবলম্বন ছিল জ্ঞান, অবলম্বন ছিল সত্তা, —তাও গেল। ১

উঃ উঃ, দ্যাখ দ্যাখ! কেন দুঃখ করছ, কেন কষ্ট করছ, কেন হীন ভাবছো? তুমি কি জান না যে তুমি সেই পুরুষসিংহ? তুমি অমৃত, তুমি নির্ব্বাণ, ভুলে যেও না— অনন্ত নরকে ডুববে। 'আমি' ভুলে যাও ...... অণু ...... আমি স্বর্গ, আমি নরক ...... আমি সাক্ষিস্বরূপ ...... তুমি যেই জেনেছ, সেই আমি তোমার সব ......। আর দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, বিপদ নাই; সেধে-সেধে বিপদ ...... সেই বুকের উপর সগর্ব্বে ধরতে পারবে, একটি কেশাগ্রও নড়বে না। ২

বল বল তুমি সেই আমি। মলিনতার অহঙ্কার, দুঃখের অহঙ্কার, অপবিত্রতার অহঙ্কার, দুর্ব্বলের অহঙ্কার ...... অহঙ্কার করো না। যদি অহঙ্কার কর তো বল— "সেই আমি।" সব ছুটে যায়, সব খুলে যায়। যখন তুমি কামপ্রবৃত্ত—বল সেই আমি, প্রতি অণুপরমাণু সব রিপু নিরস্ত হ'য়ে যাবে। রিপু তোমাকে ঠেসে ধরবে, তুমি জ্ঞাননেত্র জ্বেলে তাকে ঠেসে ধর, ... মিটিবে, নিমিষে সব মুছে যাবে। তুমি কারো যদি করবে, তোমার ...... যদি দুঃখ-কষ্ট লোভ হয়, রিপু যদি তোমায় তাড়না করে, তোমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন ক'রে তোমার ..... নিমিষে ভুলে ..... যার অহঙ্কার করবে, তাই হ'য়ে যাবে। তুমি যদি বল পাপী, তোমার কখনও

নিস্তার নাই। যদি বল তুমি পুণ্যবান্, তবে জেনো তুমি সেই জ্যোতিঃ .... পারিজাত। দুর্ব্বলতা পরিহার করতে দুর্ব্বলতার আশ্রয় নিয়ো না, ঠ'কে যাবে। তোমার মৃত্যু নাই, কষ্ট—যন্ত্রণা সব ভুলে যাও। জান তুমি পবিত্র, সগর্ব্বে তাকে আলিঙ্গন কর। এই যে অগ্নি দেখছ, তাকে তুমি আপন, নিজের ভেবে আলিঙ্গন কর। জ্বালাও তুমি, জ্ঞানের ফল জ্ঞান, যাকে বলে অবিদ্যাবুদ্ধি। সিংহগর্জ্জনে প্রেমের বুক নিয়ে, প্রেমের অগ্নি নিয়ে, পাপীর সম্মুখে দাঁড়াও। জ্বালিয়ে দাও, যা' ভাববে তুমি তাই। বিশ্বাসের জ্যোতিঃ মলিন হ'তে দিও না, তোমার জ্যোতিঃ তুমি হারিও না, ... সে—বিশ্বাস বজ্রের মত কঠোর —স্বার্থত্যাগ চাই। ..... প্রতিজ্ঞা ছড়াইও। মন পবিত্র, বজ্রের মত কঠোর—কুসুমের চেয়েও কোমল হওয়া চাই। আমাকে অনুসরণ কর, আমার কথার অনুসরণ কর। একটা পরেতে দিন নাই। অমন ক'রে কাঁদলে হবে না, ও' কেবল ফাঁকি কান্দা, ওর কোনও অর্থ নাই! যা' মনের ভিতর উঠবে, যা' কিছু ভুল, যা' কিছু পাপ করবি, অমনি আমার কাছে এসে বলবি। ..... আমি হজম করতে পারি। ৩

দ্যাখ্, বলি শোন, তোরা মনে কর্, —এই মুহূর্ত্তে মনে কর্— "আমি মুক্ত, আমার বন্ধন নাই।" আমি সব পারি; পাপ, তাপ, ভোগ, জ্বালা, যন্ত্রণা আমি সব সহ্য করবো, সব ভোগ করবো; আমি তোদের অধম দাদা, —আমি সব পারবো। তোরা চ'লে যা—আমি ভোক্তা, —ভোগের জন্য আছি। তোরা গ্রহ—নক্ষত্রের মত, চাঁদ—সূর্য্যের মত বিশ্বব্যাপী ঘুরে বেড়া, —আমি ভোক্তা, —আমি দেখি। যদি 'আমি' চাও, —তবে আমার মাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি কর, আমার রক্তে পিপাসা নিবৃত্তি কর। দ্যাখ্ হবে, বুঝবে, আমি দেখব। তোরা ভোগ কর্, তোদের পাপ আমি নেব। বিশ্বাস কর্ তোরা মুক্ত; বলিস নে 'তোরা পাপী,' ...... আমি তবে কষ্ট পাই। ৪

তোরা বুঝিস নে ভাই, জীবন চাও তো মরণ ভেবো না, আর জীবন

যদি না চাও, মরণ চাইতে হবে না! যদি আশা থাকে, যদি ভালবাস, ... আর যদি অন্ধকারে জ্যোতিঃর আকাঙ্ক্ষা হয়, আঁধারে জ্যোতিঃ ফুটে উঠবে। প্রেম যদি চাও তো স্বার্থমুখী হয়ো না। স্বার্থ যদি চাও তো প্রেমই স্বার্থ। আকুলতা যদি চাও, তবে দুঃখকে— বিরহকে আলিঙ্গন কর আর ভালবাস। যদি শক্তি চাও, তবে বিশ্বাসী হও। ৫

হ্যাঁ, তাই, তাই। তর্কের কথা নয় ভাই, ক'রে দেখ। যে মুহূর্ত্তে তুমি বিশ্বাস হারিয়েছ, সেই মুহূর্ত্তে দেখবে শক্তি হারিয়েছ। তোমার এক রতি শক্তি নাই! ও সব প্র্যাকটিক্যাল ফিলোজফি! যদি ভালবাসতে চাও তো কখনও তার দোষ দেখো না। মৃত্যু চাও তো নিন্দা কর। ৬

সব তোমার ভিতরে ছিল, সব আশা–আকাঙ্ক্ষা তোমার মাথার ভিতরে ছিল, এখন সব ফুটে বেরুচ্ছে। ও তোমার ফোর লাইফ্ –এর প্রাণায়ামের ইম্‌প্রেশন্, তুমি যতই তার কাছে আসছ, ততই সেই সব বেরিয়ে যাচ্ছে। ৭

ভাববাণী

সপ্ততিতম দিবস

২কার্ত্তিক, ১৩২৫

যাক, দেখ, তুমি দাঁড়াও, তুমি যেওনা, তুমি চ'লে যেওনা। ধ'রো না ওকে, ধ'রো না ওকে, ছেড়ে দাও, আমি বলছি ওকে ছেড়ে দাও। ১

বাপ রে বাপ! কি ভীষণ অন্ধকার! দুর্ভেদ্য! আর যে ঢুকতে পারছি না। কে আছ? বিরাট অন্ধকার, কারও সাড়া নাই, কারও শব্দ নাই, কেবল ঘোর অন্ধকারের স্তূপ। একি একি? এ কেমন? আর কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না! সব গেল! সব হারিয়ে গেল, যা' ছিল সব যায়—যায়, আর কিছুই থাকে না। এ যে সব সত্তা হারিয়ে যাচ্ছে। ঘুম, এ ঘুমে জেগে থাকা কঠিন। সব ঘুমিয়ে যাচ্ছে, ও' ঘুম মধুর বড়! ২

দ্যাখ, আর একটা গাও দেখি! ওগো, কে গাচ্ছ? আবার গাও দেখি শুনি। আমি হারিয়ে যাচ্ছি; ওগো কে তুমি, কোথায় গা'চ্ছ, আবার গাও। কে বাজাচ্ছ, ছেড়ে দিও না। আমার আর অবলম্বন নাই; তুমি যেও না, গাও, কেবল গাও, অহর্নিশি গাও। দেখ, ওগো! ইঃ! আমি আর থাকতে পাচ্ছি না, আমাকে নিয়ে চল ভাই, ওগো ওঃ ইঃ! নিয়ে চল, নিয়ে চল, নিয়ে চল। ৩

দ্যাখ, এই বড় ভাল, কখন ছেড়ো না, প্রাণ দিয়ে কাজ ক'রে যাও, হবে তা'। দেখ, যত দেবে তত পাবে। দেখ, তুমি কষ্ট পাচ্ছ? তুমি দুঃখ পাচ্ছ? একবার ভুলে যাও, ফেলে দাও, তোমার বলতে কিছু রেখো না, জগৎ তোমার পায়ে গড়াবে। যাকে একটু ভালবেসেছ, একটু যার মঙ্গল

চিন্তা ক'রেছ, সেই তোমার দাস, পদানত হ'য়ে গেছে। ভালবাসা দাও, কিন্তু ভালবাসা চেও না। মানুষ কী চায়? মানুষের কিছুর অভাব নাই, মানুষ একটু সহানুভূতি চায়। মানুষ সব পূর্ণ, চায় সুখ—শান্তি। ৪

দেখ, তুমি ছুটে আসছ কেন? তোমারও কি ব্যথা, তোমারও যন্ত্রণা? আমি ভুগছি—দাও, তোমার যন্ত্রণা, কষ্ট, দারিদ্র্য, অনশন, মৃত্যু আমি ভোগ করব, আমার যদিও যন্ত্রণা, তথাপি বলছি ভয় নাই। আমি আছি, আমি আছি, ভোক্তা ......। ৫

ঐ দ্যাখ্, অনন্তের আলো—অসীমের বাজনা বেজে উঠেছে। আমার এ যন্ত্রণা ভোগ নয়—প্রলাপ! ঐ বাঁশীর স্বর, আমি ভুলে যাই। কতদূর—অনন্তের পার হ'তে দক্ষিণে—বাতাসের মত চ'লে আসছে, আমি দাঁড়িয়ে আছি। দেখ, আমি সইতে পারি, সব সইতে পারি! ৬

ঐ এসেছে তা'রা, ঐ দ্যাখ আলিঙ্গন করতে আসছে। বড় আশা নিয়ে এসেছে, বড় আদর ক'রে এসেছে; প্রত্যাখ্যান ক'রো না, তাদের স্পর্শ কর, চরণ স্পর্শ কর, জ্বালা—যন্ত্রণা যা' আছে সব হরণ ক'রে নিয়ে যাবে, —দেবে প্রেম, অমৃত—আর ধন্য হ'য়ে যাবে তুমি। ৭

ভাববাণী

একসপ্ততিতম দিবস

৩ কার্ত্তিক, ১৩২৫

সে একটা স্ব-অস্তিত্বের অনন্তত্ব, আত্ম হ'তে ইচ্ছা—তাই একজিষ্টেন্‌স্। স্ব-এর ক্রম-নিদ্রা ক্রম-জাগরণ সোঽহং পুরুষ। 'অ' বিন্দু ব্যাপ্তির বিরোধ হয় না। প্রসারণেই সঙ্কোচকে আকর্ষণ করে, সঙ্কোচেরই অবস্থাভেদ প্রসারণ। স্ব এর ভুল—অসৎ অজ্ঞান; পূর্ণ বিন্দুও নয়, ব্যাপ্তিও নয়, তাই অনস্তিত্বের অস্তিত্ব।

আমি, আমিই ডেকেছি, তোমায় যদি না ডাকবো তবে কা'কে ডাকবো? কে আছে,— তুমিই সব, তোমারই সব, তাই আমি। দ্যাখ, অনন্তের দ্বারে এক ভিক্ষুক, তাকে পূর্ণ করতে পারবে না? দ্যাখ্, পূর্ণত্বের জ্ঞানই অপূর্ণ হ'য়ে পড়েছে; দ্যাখ, জীবনই মরণকে এনেছে! দ্যাখ, তুমি কি আমার মরণের পর তার পথ ব'লে দিতে পারবে না? শান্তিতে আছি, যেদিন মনে ক'রেছি অশান্তি—তখনই এসেছে। ওগো! শান্তি-অশান্তি ভুলিয়ে দিতে পারবে না? যখন নূতন দেখেছি, পরমুহূর্ত্তেই পুরান দেখেছি। নূতন-পুরানের পার নিয়ে যাও। ১

দ্যাখ, দ্যাখ, কেন এমন করছো? তুমি এত চঞ্চল কেন? তুমি কি আপন ভুলে চঞ্চল হ'চ্ছো? অতীত ভুলে চঞ্চল হ'চ্ছো? একি চঞ্চলতা, না স্থিরতা? ব্যাপ্তি, না ক্ষুদ্রত্ব? ২

যখন সঙ্কোচের কোলে বসেছি,—প্রসারণকে ধ্যান করেছি; প্রসারণের কোলে বসেছি, তখনই সঙ্কোচকে ধ্যান করেছি। যখনই আমার জীব-বোধ

হয়, তখনই আমি মুক্ত, আমি বদ্ধ। যদি খেলা ভুলতে চাও, মুক্ত—বদ্ধের পারে যাও; আর যদি জীবন্মুক্ত হ'তে চাও, —তবে স্মরণ কর তুমি চৈতন্য, মুক্ত—চৈতন্য তোমার ভিতর। ৩

যত ব্যথা, যত কষ্ট, যত দুঃখ—দৈন্য সব আমার; আমি করি সব; আমিই নাচি, গাই, বাজাই; আমিই অনন্ত, আমিই শান্ত; আমিই চন্দ্র, আমি সূর্য্য, আমি বালিকণা। আমি সৃষ্টি করি নাই, সৃষ্ট হ'য়েছি। যখনই আমি 'আমি' মনে ক'রেছি, তখনই আমার 'তুমি' চাই; যখনই 'তুমি' মনে ক'রেছি, তখনই আমার 'আমি' চাই। ৪

কেঁদ না, আমি আছি। যত দুঃখ—কষ্ট আছে আমি সইব। কেঁদ না, সব আমি করবো। আনন্দ কর, স্ফূর্ত্তি কর। আমি তোমার ভিতরে আছি। আমি তো সবার সঙ্গে আছি, তবে কাঁদ কেন? তুমি যত বল— "আমি পাপী," তত আমার অনন্তত্ব লোপ হ'য়ে যায়। তুমি আমি, আমি তুমি। দেখ, আমাকে ভালবাস, তোমাকে ভালবাস, জগতকে ভালবাস। যখন তুমি তোমাকে ভালবাস নাই, তোমাকে হিংসা ক'রেছ তখনই তোমাকে বিপন্ন ক'রেছ। . . . ৫

আমি জানিনা ভাই, আমি কিছু জানিনা; আমি তোমাদের চেয়ে মূর্খ। তুমি কর না ভাই, ক'রে যাও। তোমার ভিতর কী আছে দেখতে চাও? ওগো, ঐ চিন্তার নামই কাম। এনার্জি ক্রিয়েট্ কর, নাম কর, আপনিই পরমায়ু বাড়বে। ৬

ভাববাণী

দ্বিসপ্ততিতম দিবস

২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬

না, তখন আলোর সৃষ্টি হয় নাই, অন্ধকার ছিল না, সৌরজগতের উদ্ভব হয় নাই। তিনি একা ছিলেন, ইচ্ছা হ'লো সৃষ্টি করতে—আর সব সৃষ্টি হ'লো। তিনি ছিলেন আর আমি ছিলাম। ১

আমিই তিনি, আমিই তিনি, আমিই তিনি। ২

দ্যাখ্, ওগো, আর অমন ক'রো না। বড় কষ্ট, দুঃখ, জ্বালা, অমন ক'রো না। আমি কতবার বলি ও—পথে যেও না। ভাব আমি তোমায় ধরতে পারবো না। তুমি বড়ই চালাক। তুমি মানুষ হ'য়েছ, অনন্ত বিস্মৃত হ'য়েছ, শান্তি ভুলে গেছ? তুমি যন্ত্র না হ'য়ে, আমি বলি তুমি এস, তুমি দূরে চ'লে যাও অল্প বিশ্বাসী! বিশ্বাস ভুলে গেছ? আত্মস্থ হও। ৩

দ্যাখ্, ডাক; প্রত্যেকের কানের কাছে গিয়ে বল ডেকেছে। বল—"পরমপিতার ডাক শোন, এখনও সময় আছে, এখনও বলি শোন, এ—ডাক আর শুনতে পাবে না, নিভে যাবে।" শোন, বিশ্বাস কর, আঁকড়ে ধর, অনুসরণ কর, অনুসরণ কর। বুঝিয়ে—বুঝিয়ে বল,—"অনুসরণ কর।" ৪

ভুল করছো। যতই নিজের উপর নির্ভর করছো, যতই তুমি ক্ষুদ্রত্বের উপর নির্ভর করছো, ভুল করছো, তোমার মত সব হয়ে যাচ্ছে। অনন্তের ক্ষুদ্রতা সসীমের উপর নির্ভর। অনুসরণ কর। ৫

* প্রশ্ন —বলিলেন, "আমিই তিনি" তিনিটা আবার কী?

উত্তর —তা' তো বলেইছি।

প্রশ্ন —বলেছেন?

উত্তর —হ্যাঁ।

প্রশ্ন —বুঝতে পারি নাই।

উত্তর —পাগল, ছুটে এস, দেখ—আমি বলি নাই কখনো, আমাকে বলিয়েছে। আমি নাই, আমি নাই। যখন 'আমি' বলে' বলতে গিয়েছি, তখনই হটিয়ে দিয়েছে, তখনই ক্ষুদ্র হ'য়ে পড়েছি। কেমন ক'রে ইঙ্গিত করছে, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, —অনন্ত বাহু প্রসারণ, তুমি অনুসরণ কর। ৬

Q — Is it spirit possession?

উত্তর — না গো, না, না।

প্রশ্ন— তবে কি ভাববাণী?

উত্তর— হ্যাঁ, তাতো ঠিকই।

প্রশ্ন—তাহ'লে এ ভাববাণীর বক্তা কে, খুলে বলুন।

উত্তর— আমি যদি ব'লে দিই, তোমার বিশ্বাস হবে না, নির্ভর করা হবে না। তুমি যেমন, তেমনি থাকবে। অনুসরণ কর, অনুসরণ কর। চিন্তা কর, তোমার বিশ্বাসে সব ফুটে উঠবে। বার- বার বলি— অনুসরণ কর .... তোমার এত কষ্ট হোতই না, যদি বিশ্বাস করতে, নির্ভর করতে। ৭

I know you Biru Da. তুমি ধরতে তো . . . দিয়া . . . না? ৮

অশ্বিনীদা! তুমি ফুটে ওঠ। কারও নিস্তার নাই, আমারও নিস্তার নাই। তুমি নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। আমি এদের ছেড়ে যেতে পারবো না। আমি

---

* এই সময় অশ্বিনীবাবু মনে মনে প্রশ্ন করিতেছেন এবং তার উত্তর।

ছাড়তে পারছি না, এদের নিয়ে যেতে হবে। এদের ভিতর যদি ডুবেও যাই, তবুও এদের ছেড়ে যেতে পারব না। নিয়ে যাও, সব নিয়ে যাও। আমাকে ডাক আর যাকেই ডাক কিন্তু এদের আমি ছেড়ে যেতে পারবো না। এদের পাছু–পাছু ছুটে যাব। আমি অতিথি, আমি তোমরাই, আমি তুমিই। তোমরাও বল,—আমি তুমি! ৯

ভালবাসা– নিদানে, পালিয়ে যাওয়া বিধান বঁধু পেলে কোনখানে? দ্যাখো ভাই, ভালবাসাই নিদানে, আমায় দেখো। ১০

প্রফুল্লবাবু, কেবল ভালবাসো, কৃপা কর। তুমি ভাবো ভগবান। ইচ্ছা হয় তুমি ভাবো ভগবান, নয় যাই– তাই ভাবো, কেবল ভালবাসো। আর যতই যা' কর, জ্ঞান চাও, বুদ্ধি চাও, যদি তাঁকে না ভালবাসো, তবে তোমার কিছু হবে না, কেবল চিনির বলদ! ১১

সমাপ্ত